भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. B 891.442
पुस्तक संख्या
Book No. Ra716p
रा० पु० ३८
N. L. 38.
MGIPC—S4—13 LNL/64—30-12-64—50,000.

প্রকৃত বন্ধু

নাটক।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়
প্রণীত।

" দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং,
ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে॥"
কালিদাস

সন ১২৮২ সাল।

কর-প্রেস।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

PRINTED BY JADU NATH MUNDOL.
☞ *The Kar Press* 107 *Shambazar Street, Calcutta.*

B
891·442
Ra 1164
E
LIBRARY
15214
16.12.64
UTTA

উৎসর্গ পত্র।

অখণ্ড প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ।

ভাই! তোমরা বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। বন্ধুর জন্য যে কি করিতে হয় তোমরাই বিলক্ষণ জান। আমার এই প্রকৃতবন্ধুকে অতীব আহ্লাদের সহিত তোমাকে প্রদান করিলাম। সর্ব্বদা সস্নেহনেত্রে প্রকৃতবন্ধুব প্রতি দৃষ্টি রাখিও।

তোমারই

দিগু।

মুখবন্ধ।

" এই নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই" এই বাক্যটী প্রায়ই পাঠক-বর্গের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে; সেটী কি পাঠকবর্গের দোষ?—না, তবে কি লেখকের দোষ?—তাও নয়। লেখক কি করিবেন? নাটক বা কাব্য লিখিতে যে কয়েকটী বৃত্তির আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে স্বাধীনতা-বৃত্তিই সর্ব্বপ্রধান; তাহাই যখন ভাবতে নাই, তখন কোনক্রমেই 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর' নাটকের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যদি আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা বৃত্তি থাকিত, তবে দেখিতে পাইতেন, ভারতের সন্তান মধ্যে এখনও যে সকল লেখক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কত শত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক লিখিয়া পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদন, দেশের মঙ্গল-সাধন এবং আপনাদিগকেও ধন্য-জ্ঞান করিতে পারিতেন। যখন কোন একটী বিষয়ের কল্পনাময়ী মূর্ত্তি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বর্ণনা করিতে লেখনীকে হস্তে ধারণ করা যায়, তখনই পরাধীনতার ভীষণ-মূর্ত্তি আসিয়া লেখনীকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত করে, সুতরাং হৃদয় হইতে সকল ভাব তিরোহিত হইয়া হ য ব র ল হইয়া পড়ে, একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! পাঠক মহাশয়! আপনি যদি এই প্রকৃত বন্ধুর একটী কথাতেও তৃপ্তি লাভ করেন, সেই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরষ্কার ইতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়।

বালিযাটা।

শুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অন্নছত্র	অন্নসত্র	২৫	১১
তিনি	তাঁহাকে	৩৭	২
অকৃতঘ্নের	অকৃতজ্ঞের	৬৯	৮
নিঃশ্বাস	নিশ্বাস	৭৫	৭
আমি	অসি	৮৯	১৬
করিব	ক'রে	ঐ	ঐ
অন্তঃর্যামী	অন্তর্যামী	১২৯	৭
নিবৃত্তি	নিবৃত্ত	১৩০	১৭
বৃত্তিই	বৃত্তির	১৩৩	১৩
দাসত্বের	দাম্পত্যের	১৪০	১
বাজকুলের	রাজকুলের	১৭১	৬

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ	... ...	অঙ্গনা দ্বীপের রাজা।
রাধামাধব সিংহ	... ...	রাজ-সখা।
অম্বিকানন্দন সিংহ	... ...	মন্ত্রী।
উৎসবানন্দ গোস্বামী	... ...	সভাসদ্।
গোবিন সিংহ...	... ...	বনদেবীর পিতা।
নীলমাধব ...	... ...	কেশবাচার্য্যের শিষ্য।
শ্যামরাও ...	... ...	অপর্ণা দেশের সচিব।
নরোত্তম ...	... ...	দস্যু।
শেয়াব আলী, আবদুল্লা, রেফাতুল্লা, নবিবক্স,	... ...	নরোত্তমের সঙ্গী দস্যুগণ।

স্ত্রী।

কমলা ...	... ...	রাজ-মাতা।
বিমলা ...	... ...	সখার মাতা।
পুষ্প ...	... ...	রাজ বাড়ীর দাসী।
সোহাগ ...	... ...	সখার বাড়ীর দাসী।
বনদেবী ...	... ...	গোবিন সিংহের কন্যা।
অনঙ্গ-রঙ্গিণী ...	... ...	কলিঙ্গ রাজ-দুহিতা।

সেনাপতি, দূত, সহচরী, পারিষদ, দস্যু, ভৃত্য ইত্যাদি।

প্রকৃত বন্ধু।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

রাজা ও সখার প্রবেশ।

রাজা। মৃগয়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, সখে! এস এই স্থানে ব'সে মৃগয়া-জনিত ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূর করি।

সখা। যে আজ্ঞা কুমার। (উভয়ের উপবেশন)।

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখ ভাই, এ স্থান্‌টী কি রমণীয়; যেন কোন সুশিক্ষিত উদ্যান-জীবী দ্বারা সু-শোভিত হয়েছে, অথচ প্রকৃতির শোভাতেই শোভিত হয়ে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই সম্পাদন কচ্চে। বৃক্ষ সকল ফল-ভরে

অবনত হওয়াতে, বোধ হচ্চে যেন শাখা সকল মাতৃ-স্নেহ-বশতঃ সন্তানের মুখাবলোকন কচ্চে। লতা সকল, প্রিয় সহকার তরুর মুখ-চুম্বন আশয়ে, হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন কচ্চে; আবার লজ্জা-বশতঃ কোন কোন লতিকা, হস্ত সঙ্কুচিত ক'রে অবনত ভাবে অবস্থিতি কচ্চে। পক্ষী সকল উন্নত বৃক্ষশাখায় ব'সে, বন্য-তান-লয়-সংযুক্ত শ্রুতিমনোহর গান কচ্চে। পদ্মিনী, সূর্য্য দেবের অস্তাচলে গমন দে'খে বিষণ্ণ ভাবে মুদিত হচ্চে। সূর্য্যদেবও প্রেয়সীর বিরহ অনুভব ক'রে মলিন বদনে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হচ্চেন। কুমুদিনী রজনীকান্তের আগমন দে'খে প্রসন্ন ভাবে হাস্য কচ্চে। সন্ধ্যাসমীরণ বনপুষ্পের সুগন্ধ আহরণ ক'রে ইতস্ততঃ সঞ্চালন কচ্চে। সখে! প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দে'খে মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়; বোধ হয় মহর্ষিরা এই নিমিত্তই বনে বাস কর্ত্তেন।

সখা। কুমার! যথার্থ বলেচেন, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত সৌন্দর্য্য দর্শন করলে আপনাপনি মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। দেখুন, আমাদিগের কি ভ্রম, আমরা বিষয়-সুখই প্রকৃত সুখ বিবেচনা করি; মদমত্ত মনে পারত্রিক সুখ স্থান পায় না। করুণাময়ের কি অসীম কৃপা, তিনি সকল জীবের প্রতিই সমভাবে দয়া প্রকাশ করুচেন।

তিনি যে কেবল মনুষ্যদিগকে সুখী করেচেন এমন নয়, পশু পক্ষীদিগকেও অন্যবিধ সুখে তৃপ্ত কর্‌চেন। তাহারা যদিও অন্তঃকরণকে উন্নত কর্‌তে পারে না বটে, কিন্তু ঈশ্বর-রাজ্যে সুখে বঞ্চিত নহে, মনুষ্যদিগের ন্যায় তাহাদিগের জন্যও অসংখ্য সুখ বিস্তৃত রয়েচে। যদি এই সমস্ত উন্নত বৃক্ষ সৃজন না কর্‌তেন, তবে তাহারা কোন্ স্থানে ব'সে, ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর্‌তো? যদি বৃক্ষ সকলকে ফলবান্ না কর্ত্তেন তবে তাহারা কি খে'য়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তো? যদিও মনুষ্যদিগের ন্যায় তাহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহাযতায় অট্টালিকানির্ম্মাণের কৌশল শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু পক্ষী সকলকে পালকাবৃত ও পশ্বাদিকে লোমাবৃত ক'রে তাহাদিগের গৃহের অভাব মোচন করেচেন। মনুষ্যগণ শিল্প-নৈপুণ্যদ্বারা যে সকল সুখ ভোগ করে, পশু পক্ষী সকল তাহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা তদপেক্ষা অধিক-তর সুখ-সম্ভোগ ক'রে থাকে। আমরা কি পাপাত্মা! আমাদিগের কি পাষাণ হৃদয়! সেই করুণাময়কে বিস্মৃত হ'য়ে ইতস্ততঃ বনে ভ্রমণ ক'রে নৃশংস রাক্ষসের ন্যায নিরপরাধে কাহাকে পীড়ন, কাহাকে বা শমন সদনে প্রেরণ কচ্চি। এই সমস্ত দুষ্কর্ম্ম হ'তে আমাদের নিবৃত্ত হওয়া কি উচিত নয় কুমার?

রাজা। ভাই! তোমার মত ব্যক্তির মুখ হ'তে এরূপ বাক্য নিঃসৃত না হ'লে আর কার মুখ হ'তে হবে। তোমার কথায় আমার চৈতন্য হলো। অদ্যাবধি মৃগয়াস্পৃহা অন্তর হতে একেবারে তিরোহিত কল্লেম।

সখা। কুমার! আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার কথায় আপনি অনুমোদন কল্লেন।

রাজা। ভাই! অমৃত সেচন ক'রে দিলে কে না তা সাদরে গ্রহণ করে। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) সখে! দেখ দেখ, কেমন একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনী, বনে বিহার কচ্চে। আবার কি মদন, হরকোপানলে ভস্ম হয়েচেন, যে রতি দেবী, তাঁর বিরহে বনে বনে ভ্রমণ কচ্চেন?

সখা। তাইতো কুমার! এযে বড় আশ্চর্য্য, এমন কল্পনাপরাজিতাকামিনী তো কখন নেত্র পথে পতিত হয় নাই। বনের শোভা দে'খে কমলা দেবী কি বনবিহার করতে এসেচেন?

বন দেবীর প্রবেশ।

বন। আপনারা কে? আপনারা বুঝি পথশ্রান্তি-বশতঃ এখানে ব'সে বিশ্রাম কচ্চেন। তা—এখানে কেন? আমাদের কুটীরে চলুন। আমার পিতা মাতা আপনাদিগকে দে'খে

কত সন্তুষ্ট হবেন এখন। আপনাদের কুটীর কি এই বনের অতি নিকটে? [বন দেবীর উপবেশন।]

সখা। ইনি স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ অঙ্গনাধিপতি আশুতোষ সিংহের পুত্র ইঁহার নাম কুমার কন্দর্পেশ্বর সিংহ। এঁর যশঃসৌরভ এই জগতীতলে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হচ্চে। দীনদুঃখিদিগকে সতত দান, অতিথি সেবা, ঔষধ বিতরণ, এই সমস্ত ইঁহার রাজধানীর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ মধ্যে পরিগণিত; ধর্ম্মালোচনা, দেশের হিতসাধন, দুঃখ মোচন, বিদ্বান্ ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ইঁহার রাজধানীর প্রধান কর্ম্ম। সম্প্রতি মৃগয়া উপলক্ষে এই বনে আগমন।

বন। আপনি রাজা! ইনি আপনার সঙ্গে এলেন কেন? ইনি কোন্ মুনির আশ্রমে থাকেন?

রাজা। ইনি বনবাসী নন—ইনি আমার প্রিয় বন্ধু, এঁতে আমাতে দেহের প্রভেদ মাত্র, কিন্তু অভেদাত্মা বল্লেও অত্যুক্তি হয না। এঁর সচ্চরিত্রতার কথা কি বল্‌বো; ঈদৃশ ধার্ম্মিক, দয়াশীল, শান্ত, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী ব্যক্তি একালে নয়নগোচর হয়'না। ইনি অনেক বার আমাকে কালের করাল কবল হ'তে রক্ষা ক'রে, চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেচেন। এঁর ঋণ আমি কখনই পরিশোধ কর্ত্তে

পার্‌বো না; এঁর নাম রাধামাধব সিংহ। ইনি মহৎ ক্ষত্রিয়-কুল-তিলক স্বর্গীয় মাধব চন্দ্রের বংশোদ্ভূত।

বন। এঁর পিতা আছেন?

রাজা। ভদ্রে! এঁর পিতা, পূর্ব্বে মিত্র দ্বীপের রাজা ছিলেন; বৃদ্ধাবস্থায় দুরন্ত যবন-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াতে রাণীকে সমভিব্যাহারে ল'য়ে আমাদের রাজধানীতে উপস্থিত হন। স্বর্গীয় মহারাজ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আপন রাজধানীতে রাখেন; পরে তাঁহাদিগের উভয়ের পরলোক গমনান্তে আমরা একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, এক সঙ্গে বিদ্যা উপার্জ্জন, এবং শস্ত্র শিক্ষা ক'রে অকৃত্রিম প্রণয় সহকারে বাস কচ্চি।

বন। আপনারা বনে বাস করেন না কেন?

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সরলতার কি আশ্চর্য্য ভাব!

সখা। ভদ্রে! ইনি রাজা, বনে বাস কল্লে, কে প্রজা পালন কর্‌বে?

বন। ইনি কি প্রজাদিগকে খেতে দেন? তারা কি সকলেই ওঁর বাড়ীতে থাকে?

সখা। ভদ্রে! ইনি উপায়হীন প্রজাদিগকে খেতে দেন, এবং বিপন্ন প্রজাদিগকে বিপদ্ হতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

রাজা। ভদ্রে! আপনি কি এই বনে বাস করেন?

বন। আমরা কেশবাচার্য্যের আশ্রমে থাকি। তিনিই আমাদিগকে প্রতিপালন করেন। মহর্ষি বড় দয়াবান্।

রাজা। আপনার নাম কি?

বন। নাম কি তা জানিনে। আমি বনে বনে বেড়াই ব'লে মহর্ষি আমাকে বনদেবী ব'লে ডাকেন। আমি ফুল খুব ভাল বাসি। আমাদের কুটীরের চারি দিকে, অনেক ফুলের গাছ দিয়েছি।

রাজা। (স্বগত) আহা মহর্ষি যে "বন দেবী" ব'লে ডাকেন দেখ্‌লে যথার্থই বনদেবী ব'লে বোধ হয়। (প্রকাশ্যে) কি কি ফুল দিয়েচ?

বন। যূথী, গোলাপ, মল্লিকা প্রভৃতি কত রকমের ফুল দিয়েচি। আমি আপনি জল দি। দেখ্‌বেন আসুন, (উঠিতে উদ্যত)।

সখা। আচ্ছা, সময়ান্তরে দেখ্‌বো।

রাজা। আপনার পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন?

বন। আমার পিতা বৃদ্ধ, মাতা অন্ধ, মহর্ষিই আমাদিগকে খেতে দেন।

সখা। আচ্ছা, আপনারা বনে বাস করেন কেন?

বন। তবে কোথায় থাক্‌বো?

রাজা। আপনার পিতার নাম কি ?

বন। আজ্ঞা জানিনে, এক দিবস মহর্ষির একজন প্রধান শিষ্য, পিতার নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, পিতা কাঁদ্দে লাগলেন, এমন সময় আচার্য্য এসে, তাঁহার শিষ্যকে নিবারণ ক'রে বল্লেন আমি যোগপ্রভাবে এঁদের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়েচি, সময়ান্তরে তোমাদের নিকট বল্‌বো।

সখা। আপনার মাতার কাছেও কি কখন কোন কথা শুনেন নাই ?

বন। না; একদিবস পিতা মাতা উভয়ে পর্ণকুটীরে ব'সে আছেন, এমন সময়, আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেম, পিতা আমাকে দে'খে কাঁদ্দে লাগ্‌লেন। মাতাও পিতার কান্না শুনে কাঁদ্দে লাগ্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, মা আমাকে দেখে, তোমরা কাঁদ্‌চ কেন ? আমার এই কথা শু'নে, পিতামাতার শোক-সাগর একেবারে উথলে উঠ্‌লো, নয়ন-জলে বুক ভেসে যেতে লাগলো, তারপরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে, মা বল্লেন, তুমি ক্ষত্রিয় চূড়ামণী————এই পর্য্যন্ত বল্‌তেই পিতা অমনি ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় ভূতলে প'ড়ে, হাহাকার ক'রে কাঁদ্দে লাগলেন। মাতা ও কথায় ক্ষান্ত দিয়ে পিতার গলা ধ'রে, রোদন কত্তে লাগলেন, আমিও, তাঁদের এই অবস্থা দেখে, কাঁদ্দে লাগলেম। তার পর, মা বল্লেন, যদি

করুণাময় কৃপা ক'রে কোন দিন, দিন দেন, তবে সেই সময় দুঃখের কথা ব'লে দুঃখের এক কালে শেষ কর্‌বো; নতুবা মনের কথা মনেই রৈলো।

রাজা। (সখার প্রতি জনান্তিকে) ভাই! যদিও এঁর পিতা মাতা এঁর নিকটে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু এঁর কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হচ্ছে ইনি কোন মহৎ ক্ষত্রিয় কন্যা হবেন, দুর্ব্বিপাক-বশতঃ বনে বাস কর্চ্চেন্।

(করজোড়ে দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হউক্।

রাজা। কি সমাচার?

দূত। মহারাজ! আপনাদিগের বিলম্ব দেখে সেনাপতি মহাশয়, অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে, আপনাদিগের অনুসন্ধানে আমাকে পাঠিয়েছেন।

সখা। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। (স্বগত) যাই আর কি করি। (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজা। আচ্ছা, চল যাওয়া যাক্। (বনদেবীর প্রতি) ভদ্রে! তোমার মধুর-সম্ভাষণে আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ কল্লেম; যামিনী আগতা প্রায় এক্ষণে আমরা শিবিরে প্রত্যাগমন করি আমাদিগকে প্রসন্ন-চিত্তে বিদায় দেও, পুনরায় এই বনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

সখা। ভদ্রে! তবে আমরা এক্ষণে যেতে পারি কি?

বন। আপনারা যাবেন কেন? মহর্ষির আশ্রমে অনেক ঘর আছে সেখানে আপনাদের কোন ক্লেশ হবে না।

রাজা। তার জন্য বল্‌চিনে আমরা শিবির হ'তে অনেক ক্ষণ এসেচি, সেখানে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই আমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে। আপনাব সহিত আবার সাক্ষাৎ কর্‌বো।

সখা। এখানে এলেই আপনার দেখা পাব কি?

বন। আমি সর্ব্বদাই এখানে আসি, যদি এখানে আমার দেখা না পান্, তবে আমাদের আশ্রমে যাবেন। ঐ আমাদেব আশ্রমের অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে। আমিও কাল থেকে এখানেই থাক্‌বো।

সখা। তবে আপনার ফুল গাছে জল দেবে কে?

বন। আপনি এলে আমরা দুজনে একত্র হয়ে জল দেব।

(রাজা ও সখা উভযেব আনন্দেব সহিত হাস্য।)

বন। কেন ফুল গাছে কি আপনারা জল দেন না? ...র্ষি তো দেন।

সখা। দি বৈ কি।

রাজা। তবে চল সখে, এখন যাওযা যাক্।

সখা। যে আজ্ঞা, (বনদেবীর প্রতি) ভদ্রে। তবে আমরা এখন চল্লেম।

রাজা। তবে আমরা আসি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

বন। চলে গেলেন, আমি ওঁদের সঙ্গে গেলেম না কেন? আহা কি মিষ্টি কথা। এমন মধুমাখা কথা কখন শুনি নাই। কথা শুন্‌লে সর্ব্ব শরীর শীতল হয়। এখনও দেখা যায়, ডাকি। ঐ যা—বৃক্ষের আড়ালে পড়্‌লেন। ঐ আবার রাজার বামে দ্রুতবেগে যাচ্ছেন—এই বার ডাকি—না—আব দেখা যায না। যাবার সময বলে গেচেন আবার আস্‌বেন; যদি না আসেন—আসবেন বৈ কি? এবার এলে আর ছেড়ে দেব না—আমাদের কুটীরে নিয়ে রাখ্‌বো। যাই, আবাব মাকে খাওয়াতে হবে, না—যাওযা হলোনা—যদি এখনি আসেন, তাহলে মনে কি ভাব্‌বেন? ভাব্‌বেন আবার কি—আমাদের কুটীরে যাবেন, আমি আমাদের কুটীরেব নিদর্শন ব'লে দিযেচি। যাই——এখানে থাক্‌লে আব কি হবে? (গাত্রোত্থান) হযতো পিতা মাতা আমার বিলম্ব দেখে কত ব্যস্ত হযেচেন। কাঁল আবাব সকালে সকালে এখানে আস্‌তে হবে।

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী ।

আজি কেন বিচলিত মন,
একি অভিনব ভাবে হৃদয় মগন ।
সহ বন কুরঙ্গিণী, চির-বন-নিবাসিনী,
তরু লতিকা সঙ্গিনী, বিপিনে ভ্রমণ ।
তরুলতা ফুল দল, কেহ নহে বিচঞ্চল,
সমভাবে জলস্থল, অনিল, গগণ ।

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শিবির ।

[রাজা আসীন]

রাজা । মন! এ যে তোমার নিতান্ত অন্যায়, তাঁর মন না জেনে কি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়া তোমার উচিত ? অগ্রে পরীক্ষা ক'রে দেখ, পশ্চাৎ অনুরক্ত হও । কৈ—মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না ; যত বুঝাই ততই যে মন তাঁর প্রতি ধাবিত হয় । উঃ ! কন্দর্প-শরাসনের কি ভয়ানক শাসন । তোমার যে যত অনুগত তুমি তাকে ততই যন্ত্রণা

দেও ; জগতে, অধীন জনের প্রতি এত অত্যাচার তুমি বিনে আর কেউ করে না। আমাকে একেবারে পাগল করে তুলেচে। কোন মতেই তো প্রবোধ মান্‌চে না, তা মান্‌বেই বা কেমন করে ? যেমন অলৌকিক রূপ-লাবণ্য তেমনি আবার মধুমাখা কথা—এতে কার মন না তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। মন ! তুমি এমন কি পুণ্য করেচ যে তার পাণি গ্রহণ করে জীবন সার্থক কর্‌বে ? লোকে যা আশা করে তাই যদি সফল হতো,—তাহলে মানব-জীবন কখন দুঃখের আবাস হ'তো না। এখন কি করি ? (চিন্তা) সখাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বো ? না—তাহ'লে তিনি মনে কি ভাব্‌বেন ?

(সখার প্রবেশ)

সখা। কুমার ! একাকী বসে আপনি কি ভাব্‌চেন ?

রাজা। না ভাই, এমন কিছু নয়।

সখা। 'কিছু নয়' বলচেন বটে, কিন্তু আপনার ভাব দেখে বোধ হচ্চে—আপনি কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন।

রাজা। না ভাই, ভাব্‌ছিলেম কি—সাধারণের বিশ্বাস—রাজা হ'লে অপার আনন্দ-সুখ ভোগ করে, কিন্তু আমি দেখ্‌চি মনের সুখই সুখ, মনের দুঃখই দুঃখ।

সখা। তার আর সন্দেহ কি। দেখুন কুমার! পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই দেখি, মনুষ্য মাত্রেই মনের সুখে সুখী, মনের দুঃখে দুঃখী, এহ'তেই জগদীশ্বরের অপক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দেদীপ্যমান হচ্ছে—এবং তিনি যে এই জগতীতলে সকলকেই সামঞ্জস্যরূপে সুখ. দুঃখের ভাগী করেচেন তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাচ্চি। দেখুন, এই সংসারে কেহবা মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য ব্যয় ক'রে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ল'য়ে আমোদ আহ্লাদ উপভোগ কচ্চে—কেহবা কেবল ঘটস্থাপনা দ্বারা জলে ফুলে আপন উদ্দেশ্য দেবতার পূজা ক'রে সেই আনন্দ লাভ কচ্চে। কেহবা চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি উত্তম উত্তম খাদ্য বস্তু আহার ক'রে তৃপ্তি লাভ কচ্চে—কেহবা শাকান্ন আহার ক'রে সেই সুখ ভোগ কচ্চে। কেহবা অট্টালিকোপরি অপূর্ব্ব স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে শয়ন ক'রে, সুখী হ'তে পাচ্চেনা—কেহবা বৃক্ষ মূলে অথবা পর্ণ কুটীরে তৃণোপরি প'ড়ে থেকে মহা সুখভোগ কচ্চে। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় নানা প্রকার সুবিধা থাকায়, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই সুখী হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব আপনি মনের ভাব গোপন ক'রে কেন আর অধিক ক্লেশ পাচ্চেন? আমার নিকট মনের কথা ব্যক্ত ক'রে আমাকেও সেই দুঃখের ভাগী করুন।

রাজা। ভাই হে! তুমি নিতান্ত সুবোধ ও সুধীর, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য তোমার হৃদয় আকাশের গ্রহ স্বরূপ। আমার মন তোমার ন্যায় অটল নয়, এজন্য এতক্ষণ তোমার নিকট বল্‌তে লজ্জা হচ্ছিল, বিশেষ তুমি যদি সেটী কুকর্ম্ম জ্ঞান কর এজন্য আরও শঙ্কা হচ্ছিল; কিন্তু তোমার নিকট আমার গোপন করা বৃথা, তুমিই আমার মনের কথা বল্‌বার একমাত্র স্থান—কি ক'রে বলি, ভাই! ইচ্ছা হলেও লজ্জায় মন অগ্রসর হচ্চে না।

সখা। কেন কুমার! আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আমি অবশ্যই আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত কর্‌বার চেষ্টা পাবো।

রাজা। ভাই! সেই বনে—

সখা। নিস্তব্ধ হলেন যে?

রাজা। ভাই! সেই বনে যে কামিনীকে আমরা দেখে এসেচি—তাঁর জন্যে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়েচে। আমি তাঁর পাণিগ্রহণের জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেচি। যদি সেই রমণী-রত্নলাভ কর্‌তে না পারি, তবে বোধ হয় অচিরাৎ আমার জীবন সম্বন্ধে কোন একটা বিষম বিভ্রাট ঘট্‌বে।

সখা। [স্বগত] এ দেখচি বিষম বিপদ উপস্থিত। বনদেবী! তোমার আশা এজন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌তে

হ'লো। ইনি যখন এত ব্যস্ত হয়েচেন তখন নিবারণ করাও নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঃ প্রণয়ের স্রোতঃ একবার প্রবাহিত হ'লে কার সাধ্য যে তার গতিরোধ করে! [প্রকাশ্যে] কুমার! এতে আপনার শঙ্কা কি, আর লজ্জাই বা কি, একথা কেনইবা গোপন কচ্চিলেন?

রাজা। ভাই! শঙ্কা হচ্ছিল কেন, পাছে তিনি আমার পাণিগ্রহণে অসম্মতা হন্—আর লজ্জা হচ্ছিল, এ শুনে যদি তুমি আমায় নিন্দা কর।

সখা। হাঁ তাঁর মন না জেনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়া শঙ্কার কারণ বটে, কিন্তু আপনার ন্যায় রূপবান্, গুণবান্, ঐশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী হ'তে কোন্ রমণীর না অভিলাষ হয়। আর নিন্দা কর্‌বার তো কোন কারণ দেখি না। শাস্ত্রেই আছে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বিশেষ প্রণয়ের ছোট বড় নাই। প্রণয়ের কার্য্য মনের আয়ত্তাধীন, এতে ঐশ্বর্য্যের, বিক্রমের অথবা গর্ব্বের পরাক্রম চলে না! দেখুন কুমার! তাহ'লে আমার সহিত আপনার প্রণয়ও নিতান্ত অসম্ভব, আমি আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি নই।

রাজা। ভাই! আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েচি—হিতাহিত বিবেচনায় অক্ষম। তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত—এই সময় যাহা উচিত বিবেচনা হয় কর—আমি আর কি বল্‌বো।

সখা। কুমার! এবিষয়ে আপনার কোন ভাবনাই ভাব্‌তে হবে না; যাতে সেই রমণী-রত্ন অনায়াসে লাভ হয়, আমিই তার সকল চেষ্টা কচ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি স্বয়ংই সেখানে যাচ্ছি।

রাজা। না ভাই, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

সখা। কেন— তাতে ক্ষতি-কি? বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা যায়, এ তো সামান্য কার্য্য—

রাজা। ভাই! তুমি অনায়াসে আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পার, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি কত শতবার আপনি বিপদে প'ড়ে আমাকে সঙ্কট হ'তে মুক্ত করেচ। আমার জন্য তোমার পক্ষে এ কার্য্য যে যৎসামান্য, তার আর কোন সন্দেহ নাই। এজন্য যে তুমি কুণ্ঠিত হবে না তাও আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু যদি সেই কামিনী, অথবা তাঁহার পিতা মাতা তোমার অনুরোধ রক্ষা না করেন—তোমাকে অবমাননা করেন, তবে সে দুঃখ আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে। সে রমণী আমাকে পাণি-দান না কল্লেও আমার জীবন ধারণের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তোমার অপমান আমার প্রাণে কখনই সহ্য হবে না। তখন সেই বিপদ্, আমার বর্ত্তমান বিপদ্ অপেক্ষা শত গুণ অধিক হবে। এই আশঙ্কায়

তোমাকে তথায় পাঠাতে, আমার মন কোন ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে না।

সখা। কুমার! আপনি এবিষয়ে অনর্থক সংশয় কচ্চেন; উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে কার না অভিলাষ হয়? আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, প্রস্তাব মাত্রেই তাঁহার পিতা মাতা অতীব আনন্দ সহকারে আপনাকে কন্যা-দান কর্ত্তে সম্মত হবেন, এবং চাতকিনী যেমন মেঘ-বারি সাদরে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই বিশ্ব-বিমোহিনী ললনা আহ্লাদের সহিত আপনাকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

রাজা। ভাই! তুমি যা বল্লে যথার্থ বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা কে বল্‌তে পারে? মহৎ ব্যক্তিরা বলে গিয়েচেন, কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে নিরাশাকে লক্ষ্য করাই উচিত, কেননা তাতে বিফল হ'লে অন্তঃকরণে তত আঘাত লাগে না। অতএব তুমি স্বয়ং না গিয়ে অন্য কোন বিশ্বস্ত লোককে পাঠালে ক্ষতি কি?

সখা। আচ্ছা, তবে বরং উৎসবানন্দ গোস্বামীকে তথায় পাঠান। তিনি যেমন সুচতুর ও সুপণ্ডিত তেমনি ধর্ম্ম পরায়ণ ও বিশ্বস্ত, তাঁকে পাঠালে একর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন হ'তে পারবে।

রাজা। তাই ভাল; তিনি সুপণ্ডিত বটেন, কিন্তু

তাঁর মস্তিষ্ক কিছু উষ্ণ, আচ্ছা তাঁকে পাঠাতে ক্ষতি নাই।

সখা। তবে তাঁকে এখনি ডেকে ব'লে দেওয়া যাক্ না কেন?

রাজা। প্রতিহারী? (উচ্চৈঃস্বরে ডাক)

নেপথ্যে।———মহারাজ।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

রাজা। তুমি উৎসবানন্দ গোঁসাই জীউকে আমার প্রণাম জানাও।

প্রতি।——যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান।)

রাজা। ভাই! গোঁসাই জীকে কি একাকী পাঠান উচিত, না অন্য লোক জন সঙ্গে যাবে?

সখা। অন্য কোন লোক পাঠান আবশ্যক করে না, তবে তাঁর আবশ্যকীয় লোক জন সঙ্গে যাবে।

(উৎসবানন্দের প্রবেশ।)

উৎসব। মহারাজের জয় হৌক।

রাজা। (প্রণামান্তে) ভগবন্, আসন পরিগ্রহ করুন।

সখা। ভগবন্, এক্ষণে আপনাকে কোন এক মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। আপনি তো জানেন, যে কুমার এক্ষণ পর্য্যন্ত দার-পরিগ্রহ করেন নাই, অতএব সেই উদ্যোগে মহাশয়কে কোন স্থানান্তরে গমন কর্ত্তে হবে।

উৎ। এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে রাজ-কুমার স্বয়ংই পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেচেন। মনে ক'রেছিলেম যে কুমারের পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে আমরাই অগ্রে প্রস্তাব করবো। তা এ—আরো আনন্দের বিষয়—কেন না যৌবন কাল উপস্থিত, এখন দার-পরিগ্রহের উপযুক্ত সময়, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ড-প্রয়োজনম্"—পুন্নামে যে নরক আছে, তা হ'তে পুত্র ব্যতীত আর কেহ উদ্ধার করতে পারে না—পুত্র, পিণ্ড দান করিলে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হয়। যদি কোন ব্যক্তির অপমৃত্যু হয়, তবে তার পুত্র অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, তার নাম ক'রে গয়াধামে পিণ্ড প্রদান মাত্র, সে স্বর্গে গমন করে। আহা! গয়া কি পবিত্র তীর্থ। গয়াসুর কি কীর্ত্তি-স্তম্ভই রেখে গিয়াছে। গয়াসুর নামে এক অসুর ছিল, তাঁর বাহু-বলে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, বিষ্ণু চক্রান্ত-বলে তাহার মস্তকে পদ-নিক্ষেপ করিয়া—"বরং বৃণু বরং বৃণু" বলাতে গয়াসুর

সন্তুষ্ট. হ'য়ে বল্লে, যদি আমার মস্তকে পিণ্ড দেওয়া মাত্র ত্রিকোটী কুল উদ্ধার হয় তবে আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিই। বিষ্ণু "তথাস্তু" ব'লে অন্তর্দ্ধান হলেন—সেই অবধি গয়া মহাতীর্থ ব'লে পরিগণিত।

সখা। .আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, মহর্ষি কেশবাচার্য্য কোন্ স্থানে বাস করেন।

উৎ। (সক্রোধে) মহর্ষি কেশবাচার্য্য কোন্ স্থানে বাস করেন আমি জানি না—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, আমার করতলস্থ। মহর্ষি কেশবাচার্য্যকে না জানে এমন লোক অতি বিরল। মহর্ষি অতি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম পরায়ণ, তাঁর যশঃ-সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ, তাঁর সদৃশ মনুষ্য এই পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

সখা। ভগবন্! তাঁরই আশ্রমে এক মহাত্মা এক পর্ণ-কুটীরে বাস করেন—তাঁর একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা আছে—কন্যাটীর নাম বনদেবী। রাজ-কুমার তাঁর পাণি-গ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করেচেন। আপনি তাঁর পিতার নিকটে গিয়ে, যাতে এ পরিণয়-ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তার চেষ্টা করবেন। বোধ হয় তিনি কুমারের নাম শুন্‌বা মাত্রেই কন্যা দানে স্বীকৃত হবেন।

উৎ। কি সর্ব্বনাশ! ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণ-কন্যার

পাণিগ্রহণ করা—এ বংশে কখনো যা না হয়েছিল তাই হবে! মহারাজ! এমন কর্ম্ম কখনো করবেন না।

সখা। ভগবন্ অগ্রে শুনুন।

উৎ। আমি শুনেছি মহাশয়।

সখা। আঃ আগে শুনুনই—তার পর ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করবেন।

উৎ। আচ্ছা বলুন।

সখা। মৃগয়াতে ক্লান্ত হ'য়ে বন-মধ্যে বিশ্রাম কচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ সেই কামিনী তথায় উপস্থিত হইলে, আমরা তাঁর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে কিছুই বল্‌তে পারলেন না এবং কি জন্য যে বনে বাস করেন তাও অবগত নন কিন্তু কথায় জা'ন্তে পাল্লেম, তিনি কোন মহৎ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা।

উৎ। তাই তো বলি মহারাজ কি এমন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারেন, আচ্ছা, যখন মহর্ষি কেশবাচার্য্যের সহিত আমার বিশেষ আলাপ, তখন আমি সকল বিষয়ই, অনুসন্ধান ক'রে নিতে পারবো।

পত্র হস্তে সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাজ রাজধানী হ'তে পত্র এসেছে।

রাজা। কৈ দিন—আচ্ছা আপনি পাঠ করুন।

সেনাপতির পত্র পাঠ।

প্রতিপালকবর মহা-প্রবল-প্রতাপশালী শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা-
ধিরাজ কুমার কন্দর্পেশ্বর সিংহ মহারাজের
অখণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

কুমারের রাজধানী হ'তে শুভ যাত্রার পর রাজধানীর সকলই কুশল, পরন্তু আপনার অনুপস্থিতে অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ পাইতেছি। বাসনা—শীঘ্র রাজধানীতে শুভাগমন করতঃ রাজধানীর আনন্দ বর্দ্ধন করুন। অপিচ উত্তর প্রদেশের কর্ম্ম-কর্ত্তা লিখিয়াছেন, জল বৃষ্টি না হওয়াতে, শস্যাদি কিছু মাত্র জন্মে নাই; কোন স্থানে চতুর্থাংশের একাংশ মাত্র হইয়াছে—হাহাকার ধ্বনিতে দেশ পরিপূর্ণ; প্রজাগণ, অন্নাভাবে বৃক্ষের পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। কেহবা অন্ন কষ্ট নিবারণার্থ সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। যখন এমন গুরুতর সংবাদ পাওয়া গেল তখন মহারাজকে না জানাইয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, এমন সময় মহারাজকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম ইতি—

প্রতিপাল্য

শ্রী অম্বিকানন্দন সিংহ।

রাজা। এতে বিরক্ত হবার তো কোন কারণই নাই। প্রজা পালন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালনে পুণ্য আছে কি না সন্দেহ কিন্তু পরাঙ্মুখ হ'লে ইহ লোকে কলঙ্কভাজন হ'য়ে জন-সমাজে নিন্দনীয় হ'তে হয় এবং পর-কালেও প্রচণ্ড নরকানলে দগ্ধ হ'তে হয়। আর্ দেখ কত শত রাজা প্রজা রঞ্জনার্থে বনে গমন, ভার্য্যা পরিত্যাগ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভাই! এক্ষণে এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার হবার সৎ-পরামর্শ কি ?

উৎ। আহা! না হবে কেন? যেমন মহৎ বংশে জন্ম, তারই উপযুক্ত কথা বলেচেন।

সখা। কুমার! উত্তর-প্রদেশে যে ভয়ানক রূপে দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হয়েচে তা মন্ত্রী মহাশয়ের পত্রে বিলক্ষণ জানা গেল। আহা! এত দিনে শত সহস্র দীন দুঃখী প্রজা অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়েচে। না জানি কত মাতা পিতা দুরন্ত জঠরানলে দগ্ধ হ'য়ে স্বীয় সন্তান সন্ততিদিগকে বিক্রয় কচ্চে। কুমার! এ অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার জগতে আর নাই। উপযুক্ত সময়ে আহার-সামগ্রী প্রস্তুত হ'তে বিলম্ব হ'লে কত কষ্ট হয়, তাতে অন্নাভাবে কত লোক ক্রমাগত সপ্তাহা-ধিক কাল উপবাস কচ্চে। আবার দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে

নিশ্চয়ই—সেই প্রদেশে সংক্রামক জ্বর, ওলাউটা প্রভৃতি উৎকট রোগ সমূহ উপস্থিত হয়েচে। যদি শীঘ্র এই সমস্ত বিষয়ে রাজ-সহায়তা না হয় তবে নিশ্চয়ই সে দেশ উৎসন্ন যাবে। রাজানুকূল্য--ভিন্ন প্রজাবর্গ কখনই এ বিপদ্ হ'তে অব্যাহতি পাবে না। এক্ষণে নানা দেশ হ'তে চাউল, ময়দা, সুজি, সাগুদানা প্রভৃতি নানা প্রকার আহারীয় দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই প্রদেশে পাঠান কর্ত্তব্য এবং রাজ্য-মধ্যে এই ঘোষণা ক'রে দেওয়া উচিত যে মহাজনেরা শুল্ক ব্যতীত সেই প্রদেশে শস্যাদি আমদানি কর্‌তে পার্‌বে। রাজ--কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ হৌক, যেন নানা স্থানে অন্নচ্ছত্র খু'লে অকাতরে অন্ন বিতরিত হয়, এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের আবাসের জন্য, যেন সুশৃঙ্খলা ক'রে দেওয়া হয়। ভদ্র প্রজাদিগকে রাজ-কোষ হ'তে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া উচিত। আর এই রাজ আদেশ হৌক, যে যত দিন এই দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হ'বে, তত দিন রাজ--কর গ্রহণ হ'বে না; এবং সেই প্রদেশ হ'তে কোন প্রকার শস্য স্থানান্তরিত হ'তে পার্‌বে না। রাজকর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যেন স্বয়ং প্রজাদের সহিত শস্য--ক্ষেত্রে গমন ক'রে শস্য উৎপাদনের নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করেন।

যে সকল প্রজা অন্নাভাবে এক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর্ত্তে অক্ষম হয় নাই, তাহাদিগকে যথাযোগ্য বেতনে নিযুক্ত ক'রে জলাশয় খনন, রাজপথ নির্ম্মাণ, প্রভৃতি সাধারণের উপকার-জনক সৎকার্য্য সমস্ত করা হয়। যাহাতে প্রজাগণের হিতসাধন ও রাজকীর্ত্তিকলাপ যথা বিহিত রূপে সম্পন্ন হয়, সেই সমস্ত কার্য্য কর্‌তে যেন তাঁরা কোন ক্রমেই ব্যয় কুণ্ঠিত না হন্। আরো আদেশ হউক, যে যে স্থানে অন্নচ্ছত্র খোলা হ'বে, সেই সেই স্থানে যেন দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা হয়। কিন্তু সচরাচর দাতব্য চিকিৎসালয় হ'তে যে প্রকার ঔষধ বিতরণের কথা অন্যত্র শুনা যায়, সেখানে যেন সেপ্রকার না হয়। প্রত্যেক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যেন চিকিৎসকেরা স্বয়ং উত্তম উত্তম ঔষধাদি সেবন করাইয়া দেন। উত্তর প্রদেশের সচিব যেন এই দুর্ভিক্ষোপলক্ষে আবশ্যক মতে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক'রে স্থানে স্থানে সত্বর পাঠান, এবং তিনি স্বয়ং ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা যেন অতীব যত্নসহকারে প্রজাগণের সমূহ দুঃখ মোচনার্থে একান্ত মনোযোগী থাকেন। যদি তাঁদের ত্রুটিতে এ সমস্ত আদেশ কোন প্রকারে অমান্য হয়, যদি কেহ উল্লিখিত নিয়মাবলী ভঙ্গ ক'রে, জনমাত্র প্রাণীর হত্যার কারণ হন, জানা যায়,

তা হ'লে তাঁহাদিগকে গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ কর্ত্তে হবে। আর যত দিন দুর্ভিক্ষ সম্যক্ রূপে নিবারণ না হয়, তত দিন প্রজাগণের অভাব, দেশের দুর্ভিক্ষ ও শস্যাদি উৎপত্তি সম্বন্ধে কখন্ কি উপায় অবলম্বন হচ্চে ও কখন্ কি আবশ্যক তদ্‌বিষয়ের দৈনিক বিবরণ রাজধানীতে পাঠান হয়। কুমার! আমার বিবেচনায় রাজ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এবম্বিধ আদেশ ও উপর্য্যুক্ত নিয়মাবলী অবলম্বন করিলে সত্বরই দীন দুঃখী প্রজাসমূহের দুঃখ মোচন হ'বে সন্দেহ নাই।

রাজা। ভাই! তোমার যেমন মহৎ অন্তঃকরণ তেমনি মহতের ন্যায়ই যুক্তি দিয়েচ। দেখুন সেনাপতি মহাশয়! সখা যেরূপ উপদেশ দিলেন, অবিকল সেই সমস্ত আদেশ মন্ত্রীকে লিখে দিন, এবং এও লিখে দিবেন আমরা সত্বরই রাজধানীতে গমন কচ্চি।

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ; কিন্তু আমার বিবেচনায় অধীনস্থ ভূম্যধিকারীদিগকেও এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হ'তে আজ্ঞা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি স্বচক্ষে দেখেচি যে ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে এরূপ নর পিশাচ অনেক আছে, যে প্রজাগণের ভয়ানক বিভ্রাটেও তাহাদের পাষাণ হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না। এতাদৃশ

দুঃসময়েও কর গ্রহণে কিম্বা উৎপীড়নে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থসিদ্ধিই তাহাদের এক মাত্র কার্য্য—আমোদ প্রমোদই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল কৃতান্ত-কিঙ্কর, দ্বিপদ-বিশিষ্ট, স্বেচ্ছাচারী পশুদিগকে সৎকার্য্যের অনুগামী করা রাজ-শাসন ব্যতীত কোন ক্রমে সম্ভবে না। ইহারা অনায়ত্ত, অতএব তাহাদের প্রতি আদেশ হউক, যে এই প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, এ প্রদেশে যত দিন প্রজ্জ্বলিত থাক্‌বে তত দিন তাহারা যেন বিপন্ন প্রজাদিগের নিকট হ'তে কোন রূপ করগ্রহণ না করে। আর এই সময় উত্তরাঞ্চলে যে সকল সৈন্য আছে তাহাদিগকে রাজধানীস্থ সেনানিবেশে আনান কর্ত্তব্য।

রাজা। আচ্ছা, এই সকল আদেশও পত্রে লিখে দিবেন। (সখার প্রতি) আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে শীঘ্রই আমার রাজ্যে একটা মহৎ অমঙ্গল ঘট্‌বে—কেন না এ রাজ্য রত্নগর্ভ ব'লে সকলেরই লক্ষ্য। প্রাচী দেশের সম্রাট্, যিনি পরাক্রমে আমাদের অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহেন, তিনি সর্ব্বদাই এ রাজ্য অধিকারের লোভ কচ্চেন, এবং এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েচেন কখন যে সসৈন্যে এদেশে প্রবেশ করেন বলা যায় না—এক্ষণ পর্য্যন্ত যে ক্ষান্ত আছেন সে কেবল প্রবল পরাক্রম-শালী যবন-

রাজ্য গতিরোধ করেচে ব'লে বৈত নয়—কিন্তু এক্ষণে যবন-রাজাদিগের মধ্যেও গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত—আমার রাজ্যও মন্বন্তরে দুর্ব্বল হচ্ছে—কি হয় কিছু বলা যায় না। আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে।

সেনা। মহারাজ আমাদের আত্মগর্ব্বই ভয়ের কারণ হয়েছে। আমরা প্রজাদিগকে হীন জ্ঞানে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা কচ্চি—তাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ সকল প্রকার উপায়ে কুণ্ঠিত হচ্চি। এই জন্যই তাহাদিগের বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, পরাক্রম, সকলই ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে আস্‌চে—নচেৎ এ ভূমি ভুবন-বিখ্যাত-বীর-প্রসবিনী, এত বীর পুরুষ অন্যত্র কোথাও জন্ম গ্রহণ করেন নাই—এক্ষণেও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদিগের মধ্যে যাঁহারা আছেন, যদি তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া যায়, তবে তাঁহারা কোন জাতি অপেক্ষা বুদ্ধি বিদ্যায় অথবা যুদ্ধকৌশলে ন্যূন হবেন না।

সখা। কুমার! সেনাপতি মহাশয় যা বল্লেন, তা যথার্থই দেশের অমঙ্গলের কারণ। প্রজার সহিত অকৃত্রিম প্রণয় সংস্থাপন করা, রাজার প্রধান রাজ-কার্য্য, প্রণয় দূরে থাকুক আমাদিগের রাজ-পুরুষেরা প্রজাদিগের সহিত আলাপ কর্ত্তেও মানের খর্ব্বতা জ্ঞান করেন। রাজবংশীয়েরা জ্ঞান করেন, আপনারা উন্নতিশীল সুসভ্য, প্রজারা নরাকৃতি

পশু মাত্র। এজন্যই রাজার কোন বিপদে প্রজাগণের সন্তোষ ব্যতীত কখনো দুঃখ আশা করা যেতে পারে না। আমার বিবেচনায় রাজ--পুরুষদিগকে ও প্রজাদিগকে সমশ্রেণীভুক্ত ক'রে সকলকেই তুল্য রূপে স্বাধীনতা প্রদান, উচ্চপদাভিষিক্ত করা এবং সকল কার্য্য বিভাগে তুল্যরূপে হস্তক্ষেপণ কর্ত্তে দিয়ে প্রজাগণের উৎসাহ সম্বর্দ্ধন করা উচিত। তা হ'লে রাজ্যে কোন িপদের আশঙ্কা থাকে না। জাতি--ভেদ--স্বরূপ কুসংস্কার দেশ হ'তে একেবারে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। জাতি-ভেদে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ কর্ত্তেন ব'লেই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশার কথা শুন্‌চি। নচেৎ ভারতভূমি ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণের জননী হ'য়ে এখন পরাধীনতায় কেন রোদন কর্‌বেন। জাতি-ভেদই এই অনর্থের মূল—অনৈক্যতার ভিত্তি। এখনও যদি এ রাজ্যে রাজা প্রজা, বন্ধুতার এক গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকে তবে আমাদের সমকক্ষ শত্রুদল যত কেন প্রবল হউক না, কিছুতেই কিছু কর্ত্তে পারবে না। প্রজারাই আপন রাজ্য রক্ষার্থ একমতাবলম্বী হ'য়ে প্রাণ পণে যত্ন কর্‌বে।

রাজা। অদ্য তোমরা আমাকে যে সকল নীতিগর্ভ সদুপদেশ প্রদান কল্লে, এতে আমি তোমাদিগকে শত সহস্র

ধন্যবাদ প্রদান করি। এই মুহূর্ত্ত হ'তে প্রজা রঞ্জনার্থ আমি দীক্ষিত হ'লেম। তবে সখে! এমন অবস্থায় এস্থানে থাকা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। আমাদিগের কল্যই রাজধানীতে গমন করা কর্ত্তব্য। সেনাপতি মহাশয়, আপনাকে যে সমস্ত আদেশ করা হলো, তৎপ্রতিপালনে সত্বর যত্নবান্ হউন—আর কল্যই আমাদের রাজধানীতে যাওয়ার উদ্যোগ করুন।

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান।)

সখা। তবে গোঁসাইজী আর বিলম্ব করেন কেন?

রাজা। মহাশয় আপনিও তবে গমন করুন। দেখুন যদি আপনি কল্য আমাদের এখানে সাক্ষাৎ না পান, তবে একেবারে রাজধানীতে যাবেন।

উৎ। যে আজ্ঞা, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা। (করজোড়ে প্রণাম)।

(উৎসবের প্রস্থান।)

রাজা। তবে চল সখে, আমরাও যাই।

সখা। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ণকুটীর।

গোবিন সিংহ আসীন।

গোবিন। মা! তুমি যথার্থই কি তোমার স্থবির পিতা মাতাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে। তুমি যে আমাদের জীবনোপায়ের একমাত্র সম্বল। বনদেবী! আমরা যে তোমাকে অবলম্বন ক'রেই জীবন ধারণ কচ্চিলেম। আমাদিগকে একেবারে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে যাওয়া কি তোর উচিত, মা! তোমাকে না দেখে যে আমরা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌চি মা। মা! এত দুঃখ এত যন্ত্রণা আমরা তো কেবল তোমার মুখ দেখে ভুলে ছিলেম। তোর চাঁদ মুখ দেখে আমাদের ক্ষুধা পিপাসা সব দূর হতো। ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক রাজ্যাপহরণ, বনাগমন, সে দুঃখও যে আমার পক্ষে সহজ ছিল। এখন আমার সকল শোক স্মরণ হওয়ায় সমস্ত শরীর

সর্প দংশনের ন্যায় দগ্ধ হচ্চে। প্রাণ! তুই আর কেন আমার দেহে থে'কে অনর্থক কষ্ট সহ্য কচ্চিস্, এই তো তোর বহির্গমনের উপযুক্ত সময়, তবে আর বিলম্ব কেন? শীঘ্র বহির্গত হয়ে শান্তি প্রদান কর্। রে কঠিন প্রাণ! তুই যার বদন কমল এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে সহস্র যুগ জ্ঞান কত্তিস্, আজ্ তিন দিন তার সেই চাঁদ মুখ না দে'খে কোন্ লজ্জায় এ পাপ দেহে আছিস্—আর তোর এ দেহে থেকে প্রয়োজন কি? জগদীশ্বর! তুমি কি আমাকে কেবল দুঃখের ভার বহনের জন্য সৃজন করেছিলে। হা বিধাতঃ! তোমার কি এই বিচার, এত দুঃখ দিয়েও কি তৃপ্ত হ'লে না। বনদেবি! তুমি আমাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেচ, এখন কি সে সব ভুলে গিয়ে তোমার দুঃখী পিতা মাতাকে একেবারে বিস্মৃত হ'লে। তোমার দোষ কি—সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। ম্লেচ্ছ কর্তৃক বন্ধু, বান্ধব, সৈন্য, সামন্ত, যখন কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'লো, সে সময় যদি এ নরাধমের প্রাণ তাদের সঙ্গী হ'তো, তা হ'লে এ যন্ত্রণা আর আমাকে সহ্য কত্তে হ'তো না। এখন কি করি, প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য—নিশ্চয়ই আমি আত্মঘাতী হবো। ওঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই বিপদ্—বিপদ্ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। প্রাণ-

ত্যাগ ক'রে যে দুঃখের একমাত্র শেষ কর্‌বো মনে দৃঢ় সংকল্প করেছিলেম, তাই বা পারি কৈ। এজন্ম তো দুঃখে দুঃখেই গেল আবার পরকালে আত্মহত্যা পাপে নরকানলে দগ্ধ হ'তে হবে, সেই এক বিষম সঙ্কট। কোন দিকেই নিস্তার নাই। আর্‌ যে সহ্য হয় না,—বনদেবি—মা আমার, এমন সময় একবার দেখা দিয়ে তোর বৃদ্ধ পিতার মৃতদেহে জীবন প্রদান কর।

(নেপথ্যে বনদেবীর মাতা।)

নেপথ্যে।—মা! তুমিতো সর্ব্বদাই তোমার দীন দুঃখী পিতা মাতার সেবায় রত ছিলে, কখনতো আমাদের অবহেলা করো নাই। বনদেবি! মা আমার তুমি কোথায় গেলে,—তোমার দুঃখিনী জননীর উপায় কি হবে? হায়! পরমেশ্বর! এক মাত্র জীবন ধারণের সম্বল ছিল তাকেও হরণ কল্লে। না জানি কত পাপ করেছিলেম, এত শাস্তি ভোগ কল্লেম তবু শান্তি হ'লো না। আমার প্রাণে আর সহ্য হয় না, মা গো এক বার দেখে যাও (নিস্তব্ধ)—

গোবিন।—যাই একবার দেখে আসি, উনি বুঝি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মূর্চ্ছা গেলেন। হা বিধাতঃ! আমাকে এই কর্ত্তেই রেখেচ?

(প্রস্থান)

(নীলমাধব ও উৎসবের প্রবেশ।)

উৎ। একি মহাশয় ? এদের যে কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনে, আপনি আমার সহিত উপহাস কচ্চেন নাকি ?

নীল। মহাশয়! আমি কি আপনার সহিত উপহাস কত্তে পারি ?

উৎ। উপহাস নয়, তুমি ব'ল্লে এই পর্ণ-কুটীরে গেলেই তাঁদের দেখা পাবো—তা কৈ—এতো দেখ্‌চি পড়োবাড়ী।

নীল। মহাশয়! এত ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন ? একটু বস্থন কোথায় গেচেন, এলেন ব'লে।

উৎ। কোথায় গেচেন তা না জেনে শুনে সহসা আমাকে এখানে আনাটা কি ভাল কর্ম্ম হয়েচে। তুমি কি আমাকে একটা যে সে লোক মনে কচ্চো নাকি ?

নীল। (স্বগত) এযে দেখ্‌চি ভয়ানক বালাই। এঁর সঙ্গে কথা কওয়াও যে দায়—ভাল কথাতেও ইনি রাগ ক'রে ওঠেন। বিদ্যা বুদ্ধি তো বিলক্ষণ আছে, তবে এমন করেন বে ? বায়ূনাং বিচিত্রা গতি" (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা এই বাড়ীতেই তাঁরা বাস করেন, বোধ হয় কোন কার্য্যানুরোধে নিকটে কোথায় গিয়েচেন, আপনি এস্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি অনুসন্ধান করে ডেকে আন্‌চি।

উৎ। বল কি, ফাঁকি দিয়ে এখানে আমাকে একা ফেলে

যেতে চাও না কি? আমি কি তোমার চাতুরী বুঝ্‌তে পারিনে?

নীল। মহাশয়! আমি আপনার দাসানুদাস, আমাকে এরূপ বলাটা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির অন্যায়।

উৎ। কি, আমার কথা অন্যায়, তবে আমার হিতাহিত জ্ঞান নাই, তবে আমি পাগল, তবে আমি যার তার অন্ন খাই? আচ্ছা ভজিয়ে দেও। কি বল্‌বো বাপু তুমি নিতান্ত দুগ্ধ-পোষ্য বালক, তোমার কথায় রাগ ক'ল্লে, আমার বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অবমাননা করা হয়, নচেৎ এখুনি তোমাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কত্তেম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা—আচ্ছা—

নীল। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এতদূর লেখাপড়ার চর্চ্চা হচ্ছে—ন্যায়-শাস্ত্রের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এত উন্নতি হয়েচে; তবু আজো বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমন অনেক মহাপুরুষ দেখা যায়, যাঁরা এপ্রকার মিথ্যা তর্ক বাঁধিয়া অপরের সহিত কলহ ক'রে থাকেন। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন বরং আচার্য্য মহাশয়ের নিকট চলুন, তথায় এঁকে ডাকিয়ে নিয়ে আপনার যা উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

উৎ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) দেখ' বাবা! কথাটা বলা ভাল হয় নাই। তা তুমি মনে টনে কিছু ক'রোনা। দেখ্‌তে তো

পাঁচ্চো কি ভয়ানক রৌদ্র। সূর্য্য দেব প্রথম যখন পূর্ব্বদিক্ হ'তে উদয় হন, তখন তিনি আমাদের সন্নিকটে থাকা বশতঃ অপেক্ষাকৃত প্রকাণ্ডাকৃতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তখন তাঁহার কিরণ তত অধিক উষ্ণ বোধ হয় না। যেমন আর্দ্র হস্তে প্রথমতঃ অগ্নির উত্তাপ তত বোধ হয় না, কিন্তু ক্রমে যত অধিক সময় অগ্নির উপর রাখো, তত অধিক উত্তাপ বিবেচনা হয়। সেরূপ সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের শীতল রশ্মিতে স্নিগ্ধ থাকা বশতঃ সূর্য্য উদয়ের প্রাক্কালে আতপতাপ তত অধিক উষ্ণ বোধ হয় না। যেমন একখানা বস্ত্র জলে মগ্ন ক'রে, আতপতাপে দেওয়া মাত্রেই উষ্ণ হয় না, কিন্তু কিছুকাল রৌদ্রে থাক্‌লে ক্রমশঃ শুকিয়ে উষ্ণ হ'তে থাকে; সেই সূর্য্যের কিরণ যখন বহুক্ষণ এই পৃথিবীকে দগ্ধ কর্‌তে থাকে, যখন একেবারে অর্দ্ধ গোলকের জীব মাত্রেই সেই কিরণ ভোগ করে, তখন সূর্য্য এই সৌরজগতে তেজোময় ব'লে বোধ হয়। আবার মনুষ্য শরীর সচ্ছিদ্র, যেমন আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হয়, সেই প্রকার লোম কূপ দ্বারা ঐ কিরণ দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা জন্মায়। মস্তকে কেশাধিক্য বশতঃ সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন সময়ে নভোমণ্ডলের মধ্যদেশে অবস্থিতি করে সেই সময় প্রচণ্ড কিরণ, বেগে ধাবিত হয়ে স্বর্ণ সম্মার্জ্জনীর বেশে কেশ-

কূপের মধ্য দিয়া একে বারে অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে, তাতে মস্তক উত্তপ্ত হয়, বায়ু বৃদ্ধি পায়, লোকের জ্ঞানেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, এমন কি মনুষ্যকে পাগল ক'রে তোলে। বাপু! সেই দুই প্রহরের মার্ত্তণ্ড কিরণে তাপিত হ'য়ে, এই পথ চলে আস্‌তে আমার কেমন মতিভ্রম ক'রে ফেলেচে। বাপু, এসমস্ত বিজ্ঞানের কথা, যদি কখন রাজধানীতে যাও তখন তোমাকে আমার গ্রন্থালয় দেখাব। দেখ্‌তে পাবে কত প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, সাঙ্খ্য পাঁতঞ্জল, মাঘ, ভট্টী, জয়দেব, মনুসংহিতা, নানা প্রকার পুরাণাদি গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয় এই তোমাদের আশ্রম, রাজধানীর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ন'চেৎ আমার পুস্তকালয় হ'তে গ্রন্থাদি পাঠ কর্‌লে মনুষ্যত্ব লাভ কর্ত্তে পার। তোমাকে দে'খে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েচি—তা দেখ বাবা আচার্য্যের নিকট গিয়ে প্রয়োজন কি, এখানেই কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করা যাক্।

নীল। যে আজ্ঞা (নেপথ্যে পদধ্বনি) এই বুঝি আস্‌চেন্ পায়ের শব্দ শুনা যাচ্চে। এই এয়েচেন।

(গোবিন সিংহের প্রবেশ)

গোবিন। (দুঃখিত স্বরে) প্রণাম।

উৎ। (জনান্তিকে নীলমাধবের প্রতি) ইনি কাঁদ্‌চেন কেন?

নীল। (জনান্তিকে উৎসবের প্রতি) তাইতো এর এরূপ

অবস্থা হ'লো কেন? দুঃখের কোন বিশেষ কারণ আছে। (গোবিন সিংহের প্রতি প্রকাশ্যে) মহাশয় বসুন, গোস্বামী মহাশয় আপনিও উপবেশন করুন।

(সকলের উপবেশন।)

উৎ। মহাশয়! আমি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আপনার নিকট এসেচি, কিন্তু আপনাকে যেরূপ বিষণ্ণ—ভাবাক্রান্ত দেখ্চি, তাতে ক'রে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাহস হয় না। এ অবস্থায় জিজ্ঞাসা করাও অনুচিত।

গোবিন। আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, যখন এত বড় গুরুতর বিপদেও আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় নাই, তখন পৃথিবীতে এমন কোন কথাই নাই যাতে আমাকে দুঃখিত কর্ত্তে পারে। আপনি অবলীলা ক্রমে বলুন।

উৎ। মহাশয়! আমি যে মহৎ কার্য্যের জন্য এখানে এসেচি সে কথা এক্ষণে বলা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ হয় না। আপনি এখন শোকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন আছেন কিঞ্চিৎকাল পরে বল্‌চি।

গোবিন। ভাবন্ আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রকার কথা হোক্ না কেন আমি অনায়াসে সহ্য কর্ত্তে পার্‌বো "সমুদ্রে পাতিতা শয্যা শিশিরেণ বুতোভয়ম্'।

নীল। মহাশয় ভালইতো, বরং কিঞ্চিৎকাল পরে সুস্থ হ'য়ে এঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বল্‌বেন।

গোবিন। ভগবন্ আমার কি সুস্থ হবার সময় আছে যে আমি সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌বো আমার তো সকল সময়ই সমান, নিদ্রাদেবীর ক্রোড় যে এমন মহাস্বাস্থ্যকর, যাতে পৃথিবীর জীব মাত্রেই শান্তি লাভ করে, আমি সেই সুখ-লালসায় যখন চক্ষু মুদ্রিত করি তখন আমাকে দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি নরকানলের পিশাচের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। কোন দিকে শান্তির লেশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

উৎ। মহাশয়! পৃথিবীর নিয়মই এই "চক্রবৎ পরি-বর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

গোবিন। তা অন্যের পক্ষে হ'তে পারে আমার পক্ষে দেখচি, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ দুঃখানিচ। সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক সুখ যে পৃথিবীতে আছে, তাও আমার বোধ হয়না।

উৎ। মহাশয়! শাস্ত্রেরকথা কখন বিফল হয়না, অবশ্যই আপনি সুখী হবেন তার আর সন্দেহ নাই।

নীল। মহাশয় দিবা প্রায় অবসান হযে এল, আপনার যা বক্তব্য আছে এসময় বল্লে ভাল হয়না?

উৎ.। মহাশয়! আমি মহারাজাধিরাজ অঙ্গনাদেশাধিপতি কন্দর্পেশ্বর সিংহের কোন কার্য্য-বশতঃ আপনার নিকট এসেছি।

গোবিন। মহারাজ কন্দর্পেশ্বর সিংহ যে আপনাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আমার দ্বারা মহারাজের যে কোন কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারে এমন তো কিছু দেখ্‌তে পাই না।

উৎ। আমাদিগের মহারাজ আপনার পরমা সুন্দরী কন্যা বনদেবীকে এক দিবস দেখেছিলেন, এবং তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হ'য়ে আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

গোবিন। অ্যাঁ কি বল্লেন আঃ (পতন ও মূর্চ্ছা)।

উৎ। একি! ইনি সহসা এরূপ হ'য়ে পড়্‌লেন কেন?

নীল। তাইতো, হায় হায়! কি হ'লো. ইনি এরূপ হ'লেন কেন?

(উভয়ের গোবিন সিংহকে সচেতন করিবার চেষ্টা।)

উৎ। মহাশয়! এখানেতো কেউ নাই, আপনি যদি একটু জল আনেন্।

নীল। তার জন্য চিন্তা কি, আমিই জল আন্‌চি।

(নীলমাধবের প্রস্থান)

উৎ। (স্বগত) ইনি একথা শুনে সহসা যে এরূপ হ'লেন, এর কারণ তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাক্‌বে, নচেৎ এরূপ হ'বেন কেন? শুভ কার্য্যের কথাতে লোকের আনন্দ প্রকাশ পায়, এঁর দেখ্‌চি সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারে মূর্চ্ছা।

(জল লইয়া নীলমাধবের প্রবেশ)

এনেছ দাও, (জল প্রদান ও চৈতন্যের চেষ্টা)

গোবিন। অ্যাঁ—মহাশয়! আপনারা আমার চৈতন্য সম্পাদনে বৃথা চেষ্টা ক'রে কেন আমাকে পুনঃ দুঃখের অঙ্কে নিপতিত ক'ল্লেন। আহা! আমিতো অচৈতন্য অবস্থায় পরম সুখে ছিলাম, পৃথিবীর সুখ-বিচ্ছেদ-জনিত কোন ক্লেশই ভোগ ক'ত্তে হয় নি। কেন আপনারা আমার চৈতন্য করালেন? ভগবন্! আমি শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত, আমার কথায় আপনারা ক্ষুব্ধ হ'বেন না। আপনারা যদি আমাকে চেতন না ক'রে আমার মৃত্যুর সাহায্য কর্ত্তেন, তবে প্রকৃত আত্মীয়ের কার্য্য হ'তো। কোথায় গেলে মা আমার—(রোদন)।

উৎ। মহাশয়! আপনি সুস্থির হউন, আপনার দুঃখের কারণ জান্‌তে না পে'রে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হ'চ্চি।

গোবিন। ভগবন্! আপনি আমার দুঃখের কথা কি শুনবেন? আমি সকল দুঃখ অতিক্রম ক'রে কেবল একমাত্র সন্তান অবলম্বন ক'রে কাল যাপন ক'চ্ছিলেম——

উৎ। তার পর কি হ'লো?

গোবিন। মা আমার দরিদ্রের সম্বল ছিলেন, বোধ হয় আমার দুঃখের পূর্ণাহুতি দিতে অদ্য তিন দিন হ'লো কোন্ দিকে চ'লে গেছেন। অরণ্য মধ্যে কোন দুর্ব্বৃত্ত দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত বা হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হ'য়েচেন তার কিছুই নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারিনে।

উৎ। বলেন্ কি মহাশয়, এতে আপনার তো দুঃখ হ'তেই পারে, শুনে আমারই যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হ'চ্চে তাহা অন্তর্যামী ভগবান্‌ই দেখ্‌তে পাচ্চেন। আপনি এর জন্য অধিক খেদ ক'র্‌বেন না। আপনি পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, আপনিতো জানেন, এই পৃথিবীতে কেহই কারো নয়, সম্বন্ধ জীবনাবধি। সকলেই জগদীশ্বরের সন্তান, তিনি নিলে কার সাধ্য যে রক্ষা কর্‌তে পারে। মনুষ্যকে জ্ঞান চৈতন্য দিয়া, স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, কেবল জন্ম মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে রেখেছেন। এতে মনুষ্যের হস্ত ক্ষেপণের কোন ক্ষমতাই নাই। যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়েচেন সকলকেই এক সময় অবশ্যই যে'তে হবে,

অতএব মায়া-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কাতর হওয়া মহতের অনুপযুক্ত।

গোবিন। ভগবন্! আমি সকলই অবগত আছি, কিন্তু মন যে কোন প্রকারে প্রবোধ মানে না। আমি যত মনে করি দুঃখে অভিভূত হওয়া দুর্ব্বলতা মাত্র, কিন্তু থে'কে থে'কে মন নিরন্তর শোকে আকুলিত হ'চ্চে। কি করি, কোন মতেই সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা।

উৎ। মহাশয়! আপনি সর্ব্ব-নিয়ন্তার ধ্যানে রত থে'কে, দিন-যামিনী পরমানন্দ ভোগ করুন্, এবং সকল পার্থিব অমঙ্গল-চিন্তা অন্তর হ'তে একেবারে তিরোহিত ক'রে তাঁহাকেই আত্ম-সমর্পণ করুন। আর দেখুন মহাশয়, তাও বলি, এ বনে মহর্ষি কেশবাচার্য্যের আশ্রম, তাঁহার তপঃ-প্রভাবে হিংস্র জন্তুরাও এখানে জাতীয়-স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরীহ গ্রাম্য পশুর ন্যায় সচরাচর বনে বিহার ক'চ্চে, আমার নিশ্চয় বোধ হয়, আপনার কন্যা জীবিত আছেন, হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক কখনই বিনষ্ট হন নাই, অনুমান হ'চ্ছে বনে ভ্রমণ ক'ত্তে ক'ত্তে তিনি কোন অপরিচিত নিবিড় জঙ্গলে গিয়ে থাক্‌বেন, পথ-ভ্রম-বশতঃ গৃহে প্রত্যাগমন ক'ত্তে পারেন নাই। যাহা হউক আপনি চিন্তিত হ'বেন না, অচিরাৎই তাঁহার দেখা পাবেন।

গোবিন্। ভগবন্! আমার যে দুরদৃষ্ট, আমার ভাগ্যে কি তা ঘট্‌বে? আর কি মায়ের সে সুধা--মুখ দেখ্‌তে পাবো, পুনঃ কি এই হতভাগ্য পিতাকে মধুর সম্ভাষণে বাবা ব'লে ডাক্‌বেন?

উৎ। আপনি উৎকণ্ঠিত হ'বেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে ভগবানের কৃপায় অবশ্যই পুনরায় তাঁর দেখা পা'বেন।

গোবিন্। ব্রহ্ম-বাক্য অমোঘ, আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সিদ্ধ হ'বে। অদ্যাবধি আপনার এই আশ্বাস--বাক্য অবলম্বনই আমার জীবন ধারণের উপলক্ষ হ'লো।

উৎ। আমিও নিতান্ত হতভাগ্য, মহারাজ আমাকে বিশ্বাস ক'রে এ শুভকর্ম্মের ভারার্পণ ক'রেছিলেন, তা আমার অদৃষ্টের দোষেই বিফল হ'লো।

গোবিন্। ভগবন্! সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা অদৃষ্টে না থাক্‌লে ঘটে না। আমি এমন কি পুণ্য ক'রেচি যে মহারাজকে কন্যা দান কর্‌বো—এ সকল পূর্ব্ব জন্মের ফলাফল।

উৎ। এতে যে আমাদের মহারাজ কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'বেন, আমি কেবল তাই ভেবেই অস্থির হ'চ্চি। মহারাজ

যখন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন তখন আমি কি উত্তর দিব? রাজ-ধানীতে যেতে আমার পা স'র্‌চে না।

নীল। তা কি ক'র্‌বেন? সকলই ভগবানের ইচ্ছা, বিধাতা বিমুখ হ'লে তা অতিক্রম করে কার সাধ্য?

উৎ। তবে আমি এখন আসি, আর আপনাকে বৃথা ক্লেশ দেওয়ার প্রয়োজন কি?

গোবিন্। ভগবন্! আপনারা যা'বেন শুনে অন্তঃকরণ আরো ব্যাকুল হ'চ্ছে। এতক্ষণ পরস্পর কথা বার্ত্তায় কথঞ্চিৎ ভাল ছিলাম। আপনারা চ'লে গেলে যে কি হবে ব'ল্‌তে পারি না।

উৎ। আপনি আর ও সব কথা মনে কর্ব্বেন্ না, কাবণ শোকের আন্দোলনে দুঃখের বৃদ্ধি বই কখনই হ্রাস হয় না। তবে এখন আমি আসি (সকলের উত্থান)।

গোবিন। দেব! প্রণাম করি।

উৎ। জয়োঽস্তু।

গোবিন। মহারাজকে আমার অভিবাদন জানাবেন।

উৎ। সে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম।

নীল। আমিও এখন যাই।

গোবিন। যাবেন, আচ্ছা, (প্রণাম)।

নীল। জয়োঽস্তু। (উভয়ের প্রস্থান)।

গোবিন। হায় হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, বিপন্ন ব্যক্তির এক ঘট্‌তে আর হয়। রেঃ হত বিধাতঃ! তোর কি কঠিন নিয়ম—উঃ। আমি যেন দুঃখ-সাগরের হিল্লোলে ক্রমাগত প্রতাড়িত হ'য়ে তটের সমীপবর্ত্তী হ'য়েছিলেম, আবার এক প্রকাণ্ড তরঙ্গের পুনরাকর্ষণে সমুদ্র-গর্ব্ভে হাবু ডুবু খাচ্চি। দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির কি দুরাবস্থা। এক বার দুঃখে পতিত হ'লে কতকাল দুর্ভাগ্যের সহচর অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে ক্রমান্বয়ে শাসিত হ'তে থাকে। হায়! মা অদ্য নিকটে থাক্‌লে এ হতভাগা পিতার কি সৌভাগ্যের কারণ হ'তো। মা আমার রাজ--মহিষী হ'তেন, আমি নিশ্চয়ই মহারাজ কন্দর্পেশ্বর সিংহকে কন্যা সম্প্রদান ক'ত্তেম। আমার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত, এই জীর্ণ শীর্ণাবস্থায় কখন মৃত্যু হয় বলা যায় না। যদি এ অবস্থায় কন্যাটিকে সৎপাত্রে অর্পণ ক'রে তাকে সচ্ছন্দে রে'খে যে'তে পাত্তেম, তা হ'লেও চরমাবস্থায় সুখের মুখ দে'খে মৃত্যুর আগমন-জন্য সাদরে অপেক্ষা করতে পাত্তেম। এখন আমি কি করি? হা জগদীশ্বর! তুমিই দিয়েছিলে তুমিই নিলে; আক্ষেপ কি? (নেপথ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি) যাই, আবার ওখানে কি হ'লো দেখিগে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দস্যুর বাটীর বহির্ভাগ।

সখার স্কন্ধে ভর দিয়া রাজার প্রবেশ।

রাজা। ভাই! আমি যে আর চ'ল্‌তে পারি না, শরীর হ'তে এত রক্ত নির্গত হ'য়েচে যে তাতে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়েচি। এখন কি করি?

সখা। কুমার! এখানে ব'সে কিঞ্চিৎ সুস্থির হউন, এ দেখ্‌চি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী, এস্থানে বোধ হয় আপনার কোন ক্লেশ হবে না, এবং স্বাস্থ্যজনক দ্রব্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যে'তে পারে।

রাজা। আচ্ছা, তবে বসো।

সখা। (স্বগত) এখনও রক্ত বন্ধ হয় নাই, শীঘ্র রক্ত বন্ধ কর্‌বার উপায় করা উচিত, নচেৎ ক্রমশঃ আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো মহাশয়! এ বাড়ীতে কেউ আছেন? মহাশয়েরা বাড়ীতে কেউ আছেন?

(নেপথ্যে) কে ও, কে ডাক্‌চ?

সখা। আমরা দুটী অপরিচিত ব্যক্তি, এক্ষণে আপনার কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করি।

(নেপথ্যে)। আজ্ঞে যাচ্ছি।

হরিনামের মালা হস্তে নরোত্তম দাসের প্রবেশ
এবং দণ্ডবৎ স্খলন।

নর। একি! ইনি এরূপ হ'লেন কি প্রকারে? ওঃ এখনো যে রক্ত প'ড়্‌চে, হরি বল, হরি বল, হরি বল।

সখা। মহাশয়, সে কথা পরে নিবেদন কচ্চি, জল আর একটু পুরাতন বস্ত্র পেতে পারি কি?

নর। অবশ্যই পাবেন, এ অবস্থায় উপকার না ক'র্‌লে তার জন্মই বৃথা (স্বগত) এ রক্ত বন্ধ হ'লে, এর পর যে রক্ত পাত হবে তা কে বন্ধ ক'র্‌বে? (প্রকাশ্যে) আমি তবে শীঘ্রই নিয়ে আস্‌চি।

রাজা। লোক্‌টী অত্যন্ত দয়াশীল। ইনি যে ভদ্রলোক তা এঁর কথাতেই টের পাওয়া গেল।

সখা। আজ্ঞে হ্যাঁ লোক্‌টীযে ধার্ম্মিক তার আর সন্দেহ নাই।

(জল ও বস্ত্র লইয়া নরোত্তমের পুনঃ প্রবেশ)।

নর। এই নিন, আর গৌণ কর্‌বেন না! আপাততঃ রক্তটা বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা করুন। (জল দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত ও বস্ত্র দ্বারা বন্ধন এবং নরোত্তমের মধ্যে মধ্যে আর একটু জল দিন ভাল ক'রে বাঁধুন ইত্যাদি বলা)।

রাজা। ভাই! এখন অপেক্ষাকৃত জ্বালাটা ক’মেচে, রক্তটাও বোধ হয় বন্ধ হ’য়ে এলো। (নরোত্তমের প্রতি) মহাশয়! আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে চির দিনের তরে আবদ্ধ রইলেম, আপনি আমার মহৎ উপকার কর্‌লেন।

নর। আজ্ঞে এমন কথা বল্‌বেন না, আমি নরাধম, দাসানুদাস, আমার কি সাধ্য যে লোকের উপকার করি। প্রভু তোমারি ইচ্ছা।

সখা। মহাশয়! আপনার নাম কি? আপনিই কি এই গৃহের অধিকারী?

নর। আজ্ঞে আমি একটা মানুষ, আমার আবার একটা নাম, জিজ্ঞাসা কর্‌লে চিহ্ন স্বরূপ একটা বল্‌তে হয়, তাই বলি আমার নাম নরকোত্তম দাস দে।

রাজা। কি বল্‌লেন, নরোত্তম দাস?

নর। আজ্ঞে আমার রাশ নাম নরোত্তম দাস বটে, কিন্তু সে নামের উপযুক্ত নই ব’লে, আমি বল্‌তে, নরকোত্তম দাসই ব’লে থাকি। আজ্ঞে এ বাড়ী ঘর আপনাদেরই, আমি প্রহরী মাত্র।

দারা পুত্র ঘর বাড়ী কেহ নয় কার।
পথের সম্বল কেবল হরি নাম সার॥

রাধা কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরি বল মন। মহাশয়! আহত হ'লেন কেমন ক'রে?

সখা। আজ্ঞে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক।

নর। বলেন কি মহাশয়, এ যে সর্ব্বনাশের কথা, আ-হা-হা-হা! চৈতন্যের কৃপায় ইনি যে রক্ষা পেয়েচেন এই পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। ব্যাঘ্র কি প্রকারে ধ'র্‌লে মহাশয়?

রাজা। আমরা মৃগয়া হ'তে প্রত্যাগমন কচ্ছিলাম, এমন সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হ'লো, তখন বোধ হ'লো যেন প্রভঞ্জন ক্রোধ ভরে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পৃথিবী ধ্বংস ক'চ্চে। বট, অশ্বত্থ, প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলের মূলোৎপাটন ক'রে দিগ্ দিগন্তরে নিক্ষেপ ক'চ্চে। নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষ মনুষ্য পশু পক্ষাদি গগন-মার্গে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে জড়াজড়ি ক'চ্চে। একেবারে সমস্ত পৃথিবী তিমিরাবৃত, তখন বোধ হ'লো যেন মহা প্রলয় উপস্থিত। আমাদের সঙ্গী, সৈন্য, সামন্ত, অশ্ব, গজ প্রভৃতি কোথায় গেল তার কিছুই নির্ণয় কর্‌তে পার্‌লেম না। আমাদের যে কি অবস্থা হয়েছিল তা কিছুই বল্‌তে পারি না। কেবল এই মাত্র স্মরণ হয়, যেন বায়ু ভরে ঊর্দ্ধ দিকে উঠ্‌ছিলাম, তার পরেই অচেতন হ'লেম।

চৈতন্য প্রাপ্ত হ'য়ে দেখি এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গুহাতে পড়ে আছি। এবং ভগবানেব অনির্ব্বচনীয় কৃপায় আমার জীবনদাতা বন্ধুও সেই স্থানে পড়ে আছেন। বন্ধু-মিলনে আমি যেন তখন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম, উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ ক'রে অপার আনন্দ-সুখ ভোগ কর্ত্তে লাগ্‌লেম এবং কৃতজ্ঞতা-সহকারে সেই আনন্দময়কে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ কর্‌লেম। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তখন আমাদের শরীরে কোন আঘাতই লাগে নাই।

নর। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনি পর্ব্বতকেও তৃণ কর্ত্তে পারেন তৃণকেও পর্ব্বত কর্ত্তে পারেন। (স্বগত) তিনি তোমা-দের এ কাল্‌টুকু বাঁচিয়ে না রাখ্‌লে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় কৈ? শাস্ত্রের কথা কখন মিথ্যা হয় না "যার মরণ যথা ঘুনিয়ে আসে তথা" (প্রকাশ্যে) তার পর কি হ'লো মহাশয়?

রাজা। তার পর উভয়ে সঙ্গী লোক জনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেম, অরণ্য মধ্য দিয়া যেমন গমন কচ্চিলেম, হঠাৎ এক ভয়ানক ব্যাঘ্র আমার বাম পদে নখাঘাত কর্‌বা মাত্র, ইনি তৎক্ষণাৎ তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড ক'রে আমাকে কালের গ্রাস হতে রক্ষা কর্‌লেন।

নর। (স্বগত) বাঘের হাতেতো রক্ষা পেয়েছ এখন ঘোগের হাতে বাঁচলে হয়। আমাদের সৌভাগ্য, যে ইনি

সঙ্গে ছিলেন। (প্রকাশ্যে) তবে ইনি সঙ্গে না থাক্‌লে তো বিষম বিপদ্ উপস্থিত হ'তো।

সখা। যিনি অচৈতন্যাবস্থায় গিরি-গুহায় রক্ষা করেছেন, তিনিই এ বিপদে রক্ষা করেছেন, তবে আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র।

রাজা। দেখ ভাই! আমি এখন অনেক সুস্থ হয়েছি চ'লে যে'তে বোধ হয় বিশেষ ক্লেশ হবে না, তবে চল আমরা এখন যাই।

নর। বলেন কি? এ অবস্থায় কি কেহ কখনো যায়, আর আমিই বা কি ক'রে যে'তে দিতে পারি। (স্বগত) এ দেখ্‌চি যে'তে চায়, পাওয়া ধন হারালেম নাকি, কাপড় খানা কি বৃথা নষ্ট কর্‌লেম অ্যাঁ! এতটা পরিশ্রম কি ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো, না, তা কখনই যে'তে দেওয়া হবে না। দেখি চেষ্টা ক'রে; আমার কৌশল কি বৃথা হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয় যদি অনুগ্রহ ক'রে এ নরাধমের প্রতি কৃপা করেচেন তবে অদ্য অতিথি স্বীকার ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ও যদো।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

নর। বেটা! যাই কিরে শিগ্‌গির আয়। মহাশয়! আপনারা তামাক সেবা করেন কি?

রাজা। তামাক খে'য়ে থাকি, তা আবশ্যক করে না।

নর। সেকি মহাশয় ?

(যদোর প্রবেশ)।

দেখ, ঐ যে নতুন হুকোটা আছে, বেশ ক'রে জল ফিরিয়ে দুটো নল ক'রে শিগ্‌গির তামাক আন্।

যদো। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

নর। মহাশয় কড়া তামাক অভ্যাস, কি ভ্যালসা আন্‌বে।

রাজা। একটা হ'লেই হয়।

নর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ভ্যালসা তামাক নিয়ে আসিস্।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞা।

নর। আর দেখ্ রেধো বেটাকে ডেকে দে তো।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞা। রেধো দাদা! কর্ত্তা ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। বল্ যাচ্ছি।

(তামাক লইয়া যদোর প্রবেশ ও নরোত্তমের হস্তে হুকা প্রদান)।

নর। তামাক ইচ্ছা করুন। (যদোর প্রতি) ওরে বেটা বৈঠক নিয়ে আয়।

(যদোর জিহ্বা কাটিয়া প্রস্থান।)

(বেধোর প্রবেশ।)

নর। ওরে বেটা কোথায় থাকিস বাড়ীতে একজন ভদ্র লোক এয়েছে একখানা বিছানা পায় না। যাঃ—শিগ্‌গির এক খানা বিছেনা নিয়ে আয়।

রেধো। যে আজ্ঞা—

[রেধোর প্রস্থান]

নর। (উচ্চৈঃস্বরে) তাকিয়ে নিয়ে আসিস।

রাজা। কেন এত ক্লেশ ক'চ্চেন ? আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে, শীঘ্র বাড়ী না গেলে কোন মতেই সুস্থির হ'তে পাচ্ছিনে।

নর। আজ্—ই--তো আর বাড়ী গিয়ে পৌঁছ্‌তে পার্‌বেন না, এই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর অধীনের প্রতি যদি দয়া করেছেন তবে নিরাশ কর্‌বেন না।

সখা। আপনার কথাতেই আমাদের যথেষ্ট সৎকার হয়েছে, তবে কি না আমরা এখানে থাক্‌লে অন্যান্য যে সমস্ত লোক আছে, তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হবে, নচেৎ এখানে থাক্‌বার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

(রেধোর ও যদোর বিছানা, বৈটক, ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ)

নর। এখানে পেতে দে, বেশ করে ঝেড়ে পাতিস্ যেন ধূল টুল থাকেনা। (বিছানা পাতিয়া ভৃত্যদ্বয়ের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওদিক্‌কার উদ্যোগ কর্‌গে।

রাজা। আচ্ছা, দেখ ভাই! ইনি যখন এত অনুরোধ কচ্চেন, অদ্য রজনী এখানে অতিবাহিত ক'রে কল্য অতি প্রত্যূষে যাওয়া যাবে। ইনি যে বল্‌চেন অদ্য গিয়ে পহুঁ-ছিতে পার্‌বো না, তা যথার্থ বটে।

নর। (স্বগত) হয়েচে বাবা অনেক কষ্টে স্বীকার করি-য়েচি। আর ভাবনা কি, মন স্থির হও, মুক্তার মালা টাঁলাতো তোমারি! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে গাত্রোত্থান করুন, ঐ খানে গিয়ে ভাল হ'য়ে বসুন।

(রাজা ও সখার বিছানায় উপবেশন, নরোত্তম ভূমিতে উপবিষ্ট।)

রাজা। ওকি, ওখানে বস্‌লেন যে? আপনি এইখানে উঠে বসুন।

নর। আজ্ঞে না, আমি এই খানেই বেশ আছি। আমি কি ও বিছানার উপযুক্ত; আপনাদের সঙ্গে একত্র বসি আমার এমন কি সাধ্য।

সখা। না, না, না, এখানে উঠে বসুন ওখানে বসাটা ভাল দেখায় না।

নর। বসার আর ভাল মন্দ কি, এক স্থানে বস্‌লেই হয়। মৃত্তিকা, আর বিছানায় প্রভেদ কি। সকলই মিথ্যা

কেবল এক হরি নামই সত্য, আ-হা হা ! প্রেমানন্দ গোস্বামী ব'লে গেছেন।

"ওরে মন, সদা হরি বল, হরি বল ভাই।
হরি না ভজিয়া লাখ যদি জান, সকলি জানিও ছাই ॥
হরি নাম সুধা জিহ্বায় না চেকে, কি সুধা চেকেচ আর।
চিনি, কলা, ফেণি, মিশ্রিত করিয়া, কি সুধা পেয়েচ তার ॥
সোণায়, রূপায়, জড়িয়ে থাকিলে, যমে কি ছাড়িবে তায় ?
হরিব রূপায় ধূলায়ে লোটালে, নামেতে তরিয়ে যায় ॥
এখন ঘরের বাহিব হইতে দোসর তেসর চাও।
শমন নগরে গমন করিতে তখন কজন পাও ?
দোলায় ঘোড়ায় চড়িয়ে বেড়াচ্ছ উদ্দেশ না পাও এবে।
কহে (করজোড়ে প্রণাম) প্রেমানন্দ দাস তখনি জানিবে শমনে বাঁধিবে যবে ॥

সখা। অদ্য আমাদের শুভ দিন বল্‌তে হবে, এতাদৃশ হরি-পরায়ণ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হ'লো।

নর। (টিট্‌কারী ও গাল্‌-চাপ্‌ড়াইয়া জিব্‌কাটিয়া করজোড়ে) এমন কথা বল্‌বেন না, আমি—কীটস্থ কীট—আমার কি সাধ্য যে হরি কথা মুখে উচ্চারণ করি, তবে কি না পাগলের মত বৃথা জীবন অতিবাহিত করা ভাল হয় না, তাই পাগলের মত যা মুখে আ'সে তাই বলি।

রাজার রাজ্য পাঁট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিনা হয়।

মহাশয়! এই দেহ মেটে ভাণ্ড, কখন যে ভেঙ্গে যাবে তার ঠিক নাই, তবে এই মাত্র আমাদিগের স্মরণ করা উচিত, যে এক সময় অবশ্যই মর্ত্তে হবে। রাধা রাণী, রাধা রাণী, তোমার ইচ্ছা! বিমুখ ক'রো না।

রাজা। ইনি দেখচি চমৎকার ব্যক্তি—এরূপ সাধু ব্যক্তি তো কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই।

নর। আমি নরাধম, দীন হীন কাঙ্গাল; আপনাদিগের সঙ্গে সদালাপে আজ্ পবিত্র হ'লেম। অত্যন্ত পথ-শ্রান্তি হয়েছে, এক্ষণ পদ-প্রক্ষালনান্তে কিঞ্চিৎ জল-যোগ ক'রে আমাকে ত্রাণ করুন। (উচ্চৈঃস্বরে) রেধো।

নিপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

রাজা। থাক্ ওসকলে প্রয়োজন কি?

নর। আজ্ঞা তবে তো আমার সকলি বিফল হ'লো, যদি দাসের প্রতি কৃপাই ক'ল্লেন, তবে আর আমাকে বঞ্চিত করেন কেন?

(রেধোর প্রবেশ।)

নর। দেখ্! এই পুষ্করিণী 'থে'কে পিতলের কল্সীতে করে এক কলসী জল নিয়ে আয়। কলসীটা বেশ ক'রে মেজে আনিস্।

সখা। পুষ্করণী বুঝি অতি নিকটে ?

নর। আজ্ঞা এই তো। পুষ্করণীটী নিকটে না হ'লে ঠাকুর সেবার জল আন্‌তে বড় কষ্ট হয়, আর অনেক দূর থে'কে আন্‌তে হ'লে মনটাও বড় তৃপ্ত হয় না।

রাজা। নিকটে বটে ? তবে চল আমরাই ঘাটে গিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আসি।

নর। আজ্ঞা এবিষয়ে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে, আমরা নিতান্ত নিকৃষ্ট জাতি, আহ্নিকের জলদিতে সাহস হয় না।

সখা। সে জন্য বল্‌ছিনা, তবে কি না পুষ্করণীতে হস্ত পদ প্রক্ষালনে শরীরের গ্লানি দূর হবে ; আর প্রফুল্ল মনে উপাসনাও হবে।

নর। তবে রেধো তুই সঙ্গে যা, দেখিস্ বেটা সাব-ধানে নিয়ে যাবি, বুঝ্‌লি তো।

রেধো। আজ্ঞা, অচ্ছা।

(রেধো, রাজা ও সখার প্রস্থান।)

নর। (স্বগত) ফাঁদে তো পড়েছে, এখন ধর্ত্তে পাল্লে হয়। আরে আমার কথায় না ভোলে এমন মানুষ তো দেখ্‌তে পেলেম না। ভেলা হরিনামের চিজ্ পেয়েছিলেম। এযে কি বস্তু তা কেউ জান্‌তে পাল্লে না। মনে যাই

কেন থাক্ না, মুখে এক বার হরির নাম বল্‌বামাত্রই অম্‌নি গ'লে যায়, তার পর যা ইচ্ছা তাই কর। এমন কি হরির নামের ঝুলি হাতে থাক্‌লে সাত খুন মাপ্। যা হউক কাজ্‌তো গুছিয়েছি, মা কালীর ইচ্ছায় শেষ পর্য্যন্ত চালাতে পার্‌লে হয়। তাই বা না পার্‌বো কেন? মা যার সহায় তার কিসের ভয়। মা! বার্ বার্ এই বার্ যেন অনায়াসে কার্য্য সম্পন্ন হয়। তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়। মা! এই বার সিদ্ধি হ'লে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজা দেব।

(আবদুল্লা ও শেয়ার আলির প্রবেশ।)

আব। ও নরা চাচা বক্‌ছিস্ কি?

শেয়ার। আরে চাচা আজ্ যে বড় সাঞ্জের বেলাই ডাক্?

নর। আরে চুপ্ চুপ্—আস্তে, আস্তে।

আব। কেন্‌রে কি হয়েছে, অ্যাঁ কিছু আছে নাকি?

শেয়ার। আরে কনা মোর দেল্টা চাঙ্গা করে নি।

নর। আরে বেটা লাফাস কেন? কাজের সময় তো কোন বেটাকে পাওয়া যায় না। ভাগ্‌গি রেফাতুল্লা আর নবিবক্স ছিল তাই জোগাড় জাগাড় ক'রে কোন মতে কাজ নিয়েছি। দেখ্ শেয়ার আলী! আমার আগে

বড় ভয় হয়েছিল ; পাছে যদো আর রেধো ব'লে ডাক্‌লে ওরা না বুঝ্‌তে পারে।

আব। তা একথাটাই যদি সমজ্‌ কর্‌তে না পারে তবে এ কাজে এইয়েছে কেন্‌।

শেয়ার। ওরা দুজনও কেবল কোম্‌ ছাবাল নয়। ওরাও অনেক কাজ করেছে তায় আবার তোমার সঙ্গে। আচ্ছা ভাল পুছ্‌ করি—কাতলা না চুন পুঠি।

নর। ওরে চুন পুঠি নয়রে চুন পুঠি নয়। রুই কাতলা দুই আছে।

শেয়ার। বলিস কিরে হুঁ--(উভয়ের বগল বাজাইয়া নৃত্য)।

নর। আরে রইশ, আগে নাচা ভাল না। কাজ্‌ হোক তার পরে নাচিস এখন। দেখ দুবেটার কাছে কিন্তু দুখানা তলোয়ার আছে।

আব। আরে রেখেদে তোর তেরাল—ঢের তেরাল দেখা আছে। এক লাঠিতে তেরাল কৈ থাক্‌বে, তুই দোয়া করিস।

শেয়ার। আরে রেখেছিস্‌ কনেরে, বল্‌না এখনি সেরে দিই।

নর। তারা পুকুরে সন্ধ্যাহ্নিক কর্‌তে গেছে রেফা-তুল্লাকে সঙ্গে দিয়েছি। তা দেখ্‌ এখন কিছু বলা হবে

না—জলটল খেয়ে শুক্ তার পর নিকেশ করা যাবে এখন। দেখ বেটী যখন দেয়—সব রকমে যোগাড় করে দেয়। এক বেটার পা আবার খোঁড়া, তারে নাকি আজ্ বাঘে ধ'রে ছিল।

আব। বল্‌ছিস কিরে—আহ্লাদে মোর গাটা নেচে উঠছে - ভাল, মাল্ টাল্ আছে তো।

নর। আরে সব সাচ্চা—খাসা হীরে মুক্ত।

শেয়ার। হীরা, মুক্তা; সোণা টোনা নাই?

নর। আরে সোণা রূপাও আছে (স্বগত) বেশ হয়েছে শালারা হীরে মুক্তা বোঝে না কেবল সোণা রূপাই চায়। এ বোঝে না, সোণা রূপার চাইতে হীরে মুক্তার দাম বেশী।

শেয়ার। দেখ নরা চাচা! তুমি ভাই সব কাজে মোদের ঠকাও, এবারকার সোণা রূপা মোরা নিবো, মোর কবিলার নত নাই, নত চেয়েলো নত না দিতে পাল্লি আর জান্ রাখ্‌বে না।

নর। সোণা, রূপা গুলো সব কি তোরাই নিবি? আচ্ছা একাজে আমি আর কোন কথাই কব না, তোদের যা ইচ্ছা আমায় দিস এখন। যা; তোরা এখন তৈয়ের টোয়ের হ গিয়ে।

আব্। আল্লার ফজলে মোরা তৈয়ার সকল সুমেই আছি, কেবল তোমার হুকুম চাই।

নর। ঐ বুঝি আস্‌চেরে।

[রাজা সখা ও রেধোর প্রবেশ।]

হরি বল, হরি বল, প্রভু তোমারই ইচ্ছা।

রাজা। এ দুটী লোক কে মহাশয়?

নর। আজ্ঞে আপনাদেরি প্রজা।

(শেয়ার আলি ও আব্দুল্লা উভয়ে ছেলাম দিয়া দণ্ডায়মান)।

শেয়ার। মোরা দে মশারই নেয়োত অতিতি সেবার দুই বোঝা পাতা দিয়ে গেলাম। কর্ত্তা মোরা এখন যাই।

(সেলাম দিয়া উভয়ের প্রস্থান)।

নর। আঁ্যা বসুন, আজ্ঞে আমি একটু জল খাবার উদ্যোগ ক'রে নে আসি।

সখা। এমন বিশেষ প্রয়োজন ক'চ্চে না।

নর। এমন কথা আজ্ঞে কর্‌বেন না।

প্রস্থান।

রাজা। দেখ ভাই! আমার মন এত চঞ্চল হচ্ছে কেন? এত যে যত্ন এত যে সমাদর তবু যেন কিছুতেই

তৃপ্তি পাচ্ছিনে। কেবল পদে পদেই ভাবি-বিপদের আশঙ্কা হ'চ্চে!

সখা। মন চঞ্চল হ'বার তো কথাই কুমার! পথ জনিত ক্লেশ, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আঘাত, তাতে আবার সঙ্গী সৈন্য সামন্তের বিচ্ছেদ, এতে কার মন না উৎকণ্ঠিত হয়?

(কলসী কক্ষে যষ্টি হস্তে একটী বৃদ্ধার প্রবেশ)।

বৃদ্ধা। আ--হা--হা রাম লক্ষ্মণ গো রাম লক্ষ্মণ! তোমাদের কি কেউ নেই বাছা।

রাজা। কেন? আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন কেন?

বৃদ্ধা। না এমন কিছু না। তোমাদের রূপ দে'খে মনে বড় দুঃখ হ'লো, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম। তোমাদের বুঝি কেউ নাই।

সখা। কেন, আমাদের দেখে দুঃখিত হ'লেন কেন?

রাজা। কেন আপনি নিস্তব্ধ হ'লেন যে?

বৃদ্ধা। না ভাবছিলেম কি তোমাদের বুঝি কেউ নেই বাছা।

রাজা। কেন, আপনি পুনঃ পুনঃ ও কথা বলচেন যে।

বৃদ্ধা। বলছিলেম কেন, বোধ হয় বাছা তোমাদের

মা বোন্ নেই; থাকলে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে ছেড়ে দিয়েছে। আহা রূপ দে'খে আমার বুক ফেটে যা'চ্ছে, ননীর পুতুল গো ননীর পুতুল।

সখা। মা! আমাদের দে'খে আপনি বারম্বার খেদ ক'চ্চেন কেন? যদি আপনার মনোবেদনার কোন কারণ থাকে, তবে আমাদের নিকট বলুন। সাধ্য মতে অবশ্যই আপনার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা কর্‌বো।

বৃদ্ধা। বাবারে আমার পৃথিবীতে কেউ নাই। আমি রাক্ষসী সকলকেই খেয়েছি, আপনাকে আপনি খেতে পারিনে ব'লেই আমি হতভাগিনী বেঁচে আছি। বাবা! মা কথা আজ্ কত দিন শুনি নাই, আজ্ তোরা মা ব'লে আমার নিবান আগুন জ্বেলে দিলি। (রোদন)।

রাজা। মা আর কাঁদ্‌বেন না, অদৃষ্টের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। কর্‌বেন কি বিধাতার সৃষ্টিতে এরূপই চ'লে আসছে। এবিষয়ে যত আন্দোলন কর্‌বেন ততই কষ্ট পাবেন।

বৃদ্ধা। বাবা যখন তোরা আমাকে মা ব'লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কল্লি, তখন আর আমি তোদের না ব'লে পারিনে। এ বাড়ীতেও কি কেউ কখন আসে বাবা?

রাজা। কেন মা—কি হয়েছে? ভদ্রলোকের বাড়ী

এখানে আসাতে দোষ কি মা? গৃহস্বামীকে দেখ্‌চি এক জন কৃষ্ণ-পরায়ণ ব্যক্তি, বিপদে পড়্‌লে এমন সমস্ত ধার্ম্মিকের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধা। রেখে দেও বাবা ধার্ম্মিক; ও সব ভণ্ডামি গো ভণ্ডামি। জান না তো বাবা "বাইরে হরি-নামের ফোঁটা ভিতরে শীমুলের কাঁটা"। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ওরা ডাকাইত।

রাজা। (সচকিতে) বলেন কি মা?

বৃদ্ধা। আর ব'লবো কি বাপু, বাড়ী ভরা লোক, তোমরা জল খেয়ে যেই শোবে, অমনি তারা মার্ মার্ ক'রে এসে প'ড়বে।

সখা। মা! আপনি একথা আমাদের পূর্ব্বাহ্নে ব'লে যথার্থ মায়ের কার্য্য ক'ল্লেন; আমরা আপনার ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও শোধ কর্‌তে পা'রবো না।

বৃদ্ধা। তবে বাছা, আমি এখন যাই, অনেকক্ষণ এসেছি। দে'খো বাবা আমার একথা যেন পেরকাশ টেরকাশ না হয়। তা হ'লে আমার গদ্দান থাকৃবে না। তোমরা দে'খে শুনে যা হয় কর।

(প্রস্থান)।

রাজা। দেখ ভাই! মন অন্তর্যামী এই জন্যই বোধ হয় আমার মন চঞ্চল হ'য়েছিল। এখন কি করি, এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধারের পথ কি?

সখা। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পরমেশ্বর আছেন, তিনিই রক্ষা করবেন। কুমার! ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বনই এ সময়ের এক মাত্র উপায়। আপনি ভীত হবেন না। বিপন্ন ব্যাক্তির বিপদ্ হ'তে নিষ্কৃতি পাওরার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য; ভগ্নোদ্যম হ'লে সামান্য বিপদও সহসা বলবৎ হ'য়ে ব্যাঘাত জন্মাতে ত্রুটি করে না। উৎকট সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন নিশ্চয় কালগ্রাসে পতিত হবে জেনেও প্রতিকার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকে না, আমরাও সেই রূপে আত্ম রক্ষার্থ নিশ্চেষ্ট হব না। ঝঞ্ঝা-বাতে তরি জলমগ্ন হওয়ার সম্ভব বিবেচনায় অগ্রেই কি নাবিক হাল্ ছাড়ে? আমরা ক্ষত্রিয়, বিশেষ রাজ্য-মধ্যে আপনি প্রধান বীর পুরুষ, সামান্য দস্যুর উপদ্রবে আমাদের ভয় কি? অদ্য বোধ হয় এই সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপাচারী দুর্ব্বৃত্ত দিগের মৃত্যু উপস্থিত। এই জন্যই ভগবানের চক্রান্তে আমরা এ স্থানে এসে পড়িছি। আরো দেখুন, যদি এ বিপদে আমাদের কোন ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা থাক্‌তো তবে পরমেশ্বর এ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে পূর্ব্বাহ্ণে আমাদিগকে

সতর্ক ক'রে দেওয়ার জন্য, কখনই এ কথা প্রকাশ ক'র্ত্তে সুমতি দিতেন না।

রাজা। ভাই! তুমি সঙ্গে থাকৃতে আমার ভয় কি? উত্তর যেমন এক মাত্র অর্জ্জুনের সহায়ে কৌরব সৈন্যদিগকে পরাভূত করেছিল, আমিও সেইরূপ তোমার সহায়তায় দস্যু দিগকে পদতলে দলিত ক'র্ত্তেম, কিন্তু কি করি দুর্ব্বিপাক-বশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে আমি এখন স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম হ'য়ে প'ড়েছি। হায় হায়, ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ম'র্তে হ'লো। শত্রু বিনাশক এই অসি শত্রুর পদতলে পড়ে থাক্‌বে এও কি ক্ষত্রিয়ের প্রাণে সহ্য হয়?

সখা। কুমার এখন আক্ষেপের সময় নয়। যাতে সকল দিক্‌ রক্ষা পায় তাই করুন।

রাজা। ভাই! আমি তো এবিপদ্‌ হ'তে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় দেখি না।

সখা। উপায় আছে। কিন্তু তা বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

রাজা। কেন ভাই! এমন কথা বল্‌চো? তুমি বল্‌তে সাহস পাও না, একথা শুনে যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; আমি বিলক্ষণ জানি তুমি আমাকে যে পরামর্শ দেবে তা অবশ্যই মঙ্গল—জনক।

সখা। মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখলেম—এস্থানে আপনার থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

রাজা। বল কি! ক্ষত্রিয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ ক'রে আমি কি কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য কর্‌বো? প্রাণ যায় সেও ভাল তবু যেন লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্ত স্থল না করে। লোকে যদিও সময়, স্থান, ও অবস্থা বিশেষে শত্রুর হস্ত হ'তে পলায়ন ক'রে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তা ব'লে কেউ কি কখন অকৃতঘ্নের ন্যায় জীবন—দাতা বন্ধুকে কালের গ্রাসে সমর্পণ ক'রে আত্ম-প্রাণ-রক্ষার্থে চ'লে যেতে পারে?

সখা। তা পারে না বটে। এখন আপনি বেশ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে দেখুন আপনি এখানে থাক্‌লেই বা কি হ'তে পারে, আর না থাক্‌লেই বা কি হ'তে পারে। আপনি এখানে থাক্‌লে, আমাকে একাকী শত্রু হস্তে ফেলে যাওয়াতে যে মনো-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বেন, কেবল আপনার সেই শান্তি লাভ দেখছি; নচেৎ আর কোন উপকারই নাই। আপনি যদিও বীর-চূড়ামণী, কিন্তু আঘাত প্রযুক্ত একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন—অসি উত্তোলনের ক্ষমতা রহিত। অতএব আপনাকে ও আমার আত্ম—শরীর রক্ষা ক'রে দস্যু দল বিনষ্ট করা অত্যন্ত দুষ্কর হবে—এমন

কি এ অবস্থায় নিশ্চয়ই আমাদের উভয়কেই কালের গ্রাসে পতিত হ'তে হবে। কিন্তু যদি আপনি এখান হ'তে চ'লে যান তখন আর আপনাকে রক্ষার্থ কোন চেষ্টা পেতে হবে না। তখন আমি ধর্ম্মের প্রসাদে অনায়াসে দস্যুদল-পরাভব কর্ত্তে পার্‌বো। আমি সাহস ক'রে ব'লতে পারি দুরাচার পাপাত্মা ভণ্ড তপস্বিগণ যত কেন প্রবল হউক না, অক্লেশে আমি তাহাদিগকে পদতলে দলিত ক'রে, আপনার গৌরব বৃদ্ধি কর্‌তে পার্‌বো। আপনি তাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ ক'র্‌বেন না। আর যদিও ঘটনা-ক্রমে আমার কোন অমঙ্গল হয়, আপনি অনায়াসে তাহার প্রতিশোধ নিতে পারবেন। বিশেষ আমার প্রাণ হ'তে অ পনার জীবন অধিকতর মূল্যব ন্। আমার মৃত্যু হ'লে জগতের কোন ক্ষতি নাই, তাতে কেবল এইমাত্র হবে, যে এক জন মনুষ্য জন্ম-গ্রহণ করেছিল এক্ষণে তার মৃত্যু হ'লো, কিন্তু আপনার জীবনের উপর লক্ষ লক্ষ পরিবারের প্রাণ নির্ভর করে; আপনার অভাবে রাজ্যে বিপ্লব হ'বার সম্ভব এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রকারের অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় আপনার এখানে থাকা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। আপনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হউন; আমি দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগকে শমনসদনে প্রেরণ ক'রে পশ্চাদ্বর্ত্তী হচ্চি।

রাজা। ভাই! আমরা কেন উভয়েই এস্থান পরিত্যাগ করি না, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হ'চ্চে না। না—তাহলে তো যাওয়া না যাওয়া সমান ফলই হ'লো। আমাদের দুই জনকে এখানে না দেখ্‌লে দস্যুগণ নিশ্চয়ই আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হবে। ওঃ কি ভয়ানক—উভয় সঙ্কট।

সখা। আপনি কোন আশঙ্কা কর্‌বেন না। আপনি অগ্রসর হউন আমিও যাচ্চি।

(নেপথ্যে। হরি বল হরি বল) ঐ বুঝি ভণ্ড বৈটা আস্‌ছে।

(নরোত্তমের ভৃত্যদ্বয়ের সহিত জল খাবার দ্রব্যাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ ও সম্মুখে রাখিবা করজোড়ে দণ্ডায়মান।)

নর। এসকল আপনাদের উপযুক্ত নয়। ঠাকুর যেমন বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ ক'রেছিলেন, সেই প্রকার অনুগ্রহ ক'রে এই সকল যৎসামান্য দ্রব্য গ্রহণে দাসকে চরিতার্থ করুন।

সখা। আচ্ছা খাবো এখন, তুমি আহার করো গিয়ে।

নর। আজ্ঞে সেটা কি ভাল দেখায়? (স্বগত) খাও আর না খাও আমার কর্ম্ম হ'য়েচে। (প্রকাশ্যে) অগ্রে

মহাশয়দের সেবা হউক, তার পর আমি পেসাদ পাবো এখন!

সখা। আমরা কিঞ্চিৎ পরে খাবো, তুমি আহার করোগে।

নর। আজ্ঞে না।

সখা। (বিরক্ত হইয়া) আঃ যাও না।

নর। যে আজ্ঞা তবে আমি যাই। (স্বগত) আর কেন খোসামুদি বাবা, যাই এখন তয়ের হইগে। আব্দুল্লা বেটা এখনও আসে নাই। (প্রকাশ্যে) কোন অপরাধ নেবেন্ না।

(নরোত্তম ও ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান)।

সখা। আর বিলম্ব করা ভাল হয় না আপনি শীঘ্র গমন করুন। পথে কোন স্থানে অপেক্ষা কর্‌বেন না।

রাজা। ভাই! তবে আমি চল্লেম, কিন্তু কেবল আমিই চল্লেম, প্রাণ রইল তোমার কাছে। তুমি শীঘ্র যাতে রাজধানীতে পৌঁছুছিতে পারো তার বিশেষ চেষ্টা ক'র্‌বে। তোমায় আর অধিক কি ব'ল্‌বো। জগদীশ্বর! তোমার নাম বিপদ্-ভঞ্জন তোমার সে নামে যেন কলঙ্ক হয় না, তুমি আমার বন্ধুকে এ বিপদে রক্ষা ক'রো, আমি যাই।

সখা। যে আজ্ঞা আসুন, সাবধানে যাবেন।

রাজা। তুমিও সতর্কতার সহিত কার্য্য ক'রো, তবে আমি এখন চ'ল্লেম।

(প্রস্থান)।

সখা। আর চিন্তা নাই আমার জীবনাধিক বন্ধুর এখন আর কোন বিপদ্ হবে না। আমি দস্যুদলের একমাত্র প্রাণী-কেও জীবিত রেখে কখন প্রত্যাগমন কর্‌বো না। পাপাত্মারা অনেক পান্থবাহীদিগকে কৃত্রিম উদার প্রকৃতি দেখিয়ে, অব-শেষে তাহাদের অমূল্য জীবন রত্ন অপহরণ করেছে। এরূপ পাপিষ্ঠদিগের নরকেও স্থান নাই। আমি অদ্য সেই নৃশংস-দিগের প্রভাব প্রতিহত ক'রে পথিকদিগকে নিঃশঙ্ক-চিত্ত কর্‌বো। মন! তুমি যে জন্য এত উদ্বিগ্ন ছিলে, এখন তোমার সে চিন্তা দূরীভূত হ'য়েচে; রাজকুমার এখন অনেক দূর গিয়েছেন, তবে এখনো তুমি চঞ্চল হ'চ্চো কেন? একাকী শত্রু-হস্তে পতিত ব'লে কি কাপুরুষত্ব তোমাকে আক্রমণ করেচে? না, তাতো কখনই হ'তে পারে না, তোমার ভয় কি? যদি তুমি অশিক্ষিত দস্যু-দল পরাভবে ভগ্নোদ্যম হও তবে তুমি সহস্র সহস্র বীরপুরুষের বিপক্ষে রণক্ষেত্রে কোন্ সাহসে দণ্ডায়মান হবে? তবে কি তুমি বন্ধুর জন্য ব্যাকুল? তা হ'তে পারে। কেন'না তাঁহার একাকী এই বন-মধ্যে গমন সময়ে কোন না কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মন,

তজ্জন্য তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া বৃথা, যিনি নদীতে জলমগ্ন ব্যক্তিকে কুম্ভীরের গ্রাস হ'তে রক্ষা করেন, যিনি নিদ্রিতাবস্থায় মনুষ্য জাতির তত্ত্বাবধারণ করেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ উদ্ধার করেন, তিনিই তাঁহাকে রক্ষা কর্‌বেন। মন! তুমি তজ্জন্য ভীত হইও না, প্রস্তুত হও, হস্ত! আর বিলম্ব কেন? অসি গ্রহণ কর। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) অসি! অনেক দিন তুমি কোষে থে'কে তৃষিত হয়েছ। অদ্য তোমার আহ্লাদের সীমা নাই, অদ্য তোমাকে দস্যু-রক্তে পরিতৃপ্ত কর্‌বো—রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন কর্‌বো।

নেপথ্যে। আলী আলী কালী কালী হো—আলী আলী কালী কালী হো।

সখা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) দুরাচার ভণ্ড তপস্বিগণ, আর তোদের হরিনামকলুষিত কর্ত্তে দিবনা, আয়, এখনি তোদের নিঃশেষ করি। পৃথিবী আর তোদের ভার সহ্য কত্তে পারে না।

(দস্যুগণের প্রবেশ ও ঘোরতর যুদ্ধ, একেবারে ১০।১২ জনের যত্যা—অবশিষ্ট কয়েক জনের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন।)

সখা। রে ভীরু শৃগালগণ, পালাস্ কোথা? আর রক্ষা নাই। আমি তোদের জন-প্রাণীকেও জীবিত রাখ্‌বো না।

(পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ ও সকলের পতন।)

নর। (আহতাবস্থায় পতিত হইয়া কাতর-স্বরে)—বাবা—আমার—পাপের—এত দিনে—সমুচি—শাচ্।

সখা। (নরোত্তমের প্রতি) পিশাচ্, দুরাচার, হয়েছে? কেমন, হরিনামের তিলক কেটে আর কাকেও ভুলাতে চেষ্টা করবে? পাপ করলে এক দিন শাস্তি ভোগ ক'র্ত্তে হয়, এখন বুঝেছ? (নরোত্তমের কঠিন দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত তনুত্যাগ) ওঃ দুরাত্মার প্রাণ নির্গত হ'লো। কি ভণ্ড! যাহারা পৃথিবীতে ছদ্মবেশী রূপে, কৃত্রিমতার আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের নাম ক'রে অধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ইহকালেও শাস্তি পায় এবং পরকালেও মহা ক্লেশ-ভোগ করে। এখন সেই বৃদ্ধা যিনি প্রাণ-দানের মূল সেই জননীকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে শীঘ্র যাই এখানে আর থেকে প্রয়োজন কি?

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সখার বাড়ীর অন্তঃপুর।

(কমলা দেবী, বিমলা দেবী, সোহাগ ও পুষ্পের প্রবেশ)

বিমলা। দেবী বসুন (উভয়ের উপবেশন) আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য।

কমলা। দিদি এমন কথা ব'লো না, কেন, আমি কি কখনো তোমাদের বাড়ীতে আসিনি ?

বিমলা। আস্‌বেন না কেন, আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আমরা আপনাদের আশ্রিত বৈত নয়।

কমলা। দিদি ও তোমাদের কেমন কথা, ওতে আমি বড় লজ্জা পাই। সংসারে কেহ কার আশ্রিত নয়, আমরা সকলেই পরমেশ্বরের আশ্রিত। দিদি কার কপালে কখন্ যে কি ঘটে তা কি কেউ বল্‌তে পারে ?

বিমলা। শত্রুরও কপালে যেন আমাদের মত দুর্দ্দশা না ঘটে, আমরা যখন অকূল সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিলেম,

তখন যদি আপনারা আশ্রয় দিয়ে না রাখ্‌তেন, তাহ'লে এতদিনে পথের ভিখারিণী হ'য়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌তে হ'তো। ভাগ্য-ফলে পরমেশ্বর কোথায় ছিলেন তাই আপনাদের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলুম, নচেৎ আমাদের অদৃষ্টে যে কি দুর্দ্দশা হ'তো তা ভগবান্‌ই জানেন।

কমলা। দিদি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমাদের দেশে এসেছিলেন। মহারাজার দেব-লোক গমনের পর আমার কন্দর্পের উপর রাজ্য-ভার প'ড়লো, তখন বাছা আমার রাজ-কার্য্য কিছুই জান্‌তো না। রাজ-কার্য্যকে সমুদ্রের ন্যায় জ্ঞান ক'ত্তো, তখন মাধবই এক মাত্র কাণ্ডারি হ'য়ে রাজ্য-শাসন ক'রেছিল। আহা! মাধব আমার কি সুশীল, কি সুবোধ, কি শান্ত, কি সাহসী, মাধব ছিল ব'লেই রাজ্য-রক্ষা হ'চ্ছে নচেৎ আমাদেরও যে কি দশা হ'তো তা বলা যায় না। এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এদের দুজনকে চিরজীবী করুন তা হ'লেই সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

বিমলা। মাধবকে আপনি ভাল বাসেন ব'লেই একথা ব'ল্‌চেন। সে বালক, সে রাজ-কার্য্যের কি বোঝে।

মাধব, কুমারের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে ব'লে আপনি মনে করেন মাধবই বুঝি সব করে। কাঁটার মুখ কাকেও চুকিয়ে দিতে হয় না, আপনা আপনি সূচপানা হয়। পুষ্প দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বাছা? সোহাগ তুইও কি বস্‌তে বল্‌তে পারিস্‌নে।

পুষ্প। বোস্‌না সোহাগ। (উভয়ের উপবেশন)।

বিমলা। ভাল দেবি, কুমারের কি আর কোন সমাচার পেয়েছেন?

কমলা। না দিদি, আর কোন সংবাদই পাই নাই, কেবল পথ পানে চেয়ে র'য়েছি; সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন মমতা আবার মায়ের প্রতি সন্তানের তেমনিটী বিধি ক'রে দিতেন তা হ'লে আর বাছারা ভুলে থাকৃতে পার্‌তো না। বোধ হয় আবার আর কোন বনে গিয়ে থাক্‌বে। আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি, এবার বাড়ী এসে যখন প্রণাম কর্‌বে তখন এই ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো আর বল্‌বো বাবারা চিরজীবী হও, শীগ্‌গির বিয়ে কর, ছেলে পিলে হউক, তার পর তোমরা যেমন আমাদিগকে জ্বালাচ্ছ তোমাদের ছেলেরাও যেন তোমাদিগকে তেম্‌নি ক'রে জ্বালায়, তখন টের পাবে মা বাপের কেমন সুখ। দিদি! আজ কদিন ধ'রে নিদ্রা হয় নি।

বিমলা। দেবি বল্‌বো কি আমারও পোড়া চোকে নিদ্রে নেই। বাতাসে দরজা নড়ে আর অমনি চম্‌কে উঠি মনে করি বাবা বুঝি ঘরে এলো।

কমলা। তা আর হবেনা বোন, ওদের মৃগয়ায় যাওয়াতো নয় কেবল আমাদের কষ্ট দেওয়া, এখন কি আর মৃগয়ায় যাওয়ার সময় আছে?

পুষ্প। রাজকুমার মৃগয়া মৃগয়া ব'লেই পাগল। অলপ্‌পেয়ে বেটারাও যেমন, খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই কেবল ব'ল্‌চে ঐ বনে বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ নানাবিধ শীকারী জন্তু আছে, রাজ-কুমারও অমনি ব'ল্‌তে না বল্‌তেই চ'ল্লেন।

সোহাগ। তাই যদি রাজার মত যাওয়া হ'তো তা হ'লেও বাঁচতুম। (দেবীর প্রতি) জানেন তো স্বর্গীয় মহা-রাজারা যখন মৃগয়াতে যেতেন, ছমাস পূর্ব্বে বনে বাড়ী ঘর প্রস্তুত হ'তো। কত দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, উট, বলদ সঙ্গে যেতো। কত হাট, বাজার বসতো, বনই যেন রাজ বাড়ী ব'লে বোধ হ'তো। কত হোম, নৈবেদ্য, যাগ, যগ্‌গি হ'তো কত মুনি-কন্যারা আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, এখন সে সব স্বপ্ন ব'লে বোধ হয়।

কমলা। শুন্‌চো পাগলীদের কথা, তোদের কি সে সকল কথা মনে আছে!

পুষ্প। মনে আবার নেই, কত লোককে খাওয়াতুম কত বিলাতুম, আমরাই বা কত খাতুম, সে এক কার-খানা ছিল। সে কি মৃগয়া ব'লে বোধ হ'তো? এখনকার নতুন ধরণ, শীকারের নাম শুন্‌লেন, আর অমনি ডেড়া ডাণ্ডা নিয়ে চ'ল্লেন। এই যে লোকে কথায় বলে "ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে" এও তাই।

বিমলা। পুষ্প ভাল কথা মনে করেচিস। দেবি! কুমারের বিবাহের বিষয় কি ক'ল্লেন?

কমলা। দিদি, ওকথা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগ্‌চে, আমি যে কেবল নিশ্চিন্ত আছি তাও নয়। আমার ইচ্ছা এক ঘরে দুটী মেয়ে পাই তা হ'লে দুজনের একসঙ্গেই বিয়ে দি। তাতো কোন খানেই পেয়ে উঠ্‌ছিনে। মন্ত্রী মহাশয় ব'লে·ছিলেন, কলিঙ্গ দেশের রাজার নাকি দুটী মেয়ে আছে, যদিও কূলে একটু খাট, তবু রাজ ভট্টকে পাঠিয়ে ছিলুম। মনে কল্লুম হয় হোক্ কূলে খাট, মেয়ে দুটী সুন্দরী হ'লেই হ'লো। তা রাজ ভট্ট এসে ব'ল্লেন, তার একটী মেয়ে নাকি বড় সুন্দরী নয়, এতেই মন তত এগুচ্চে না।

বিমলা। দেবি, আপনার এ তো সামান্য ইচ্ছা নয়। এ ইচ্ছা পূর্ণ শীঘ্র হয় কি না সন্দেহ।

কমলা। কেন দিদি, আমার এ ইচ্ছা কি মন্দ?

বিমলা। না দেবি আমি মন্দ বল্‌ছিনে। আপনার যেমন মন, যেমন ভালবাসা সেই রকম কাযই ভাব্‌চেন কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিতে ঠিক্ এক রকম সুন্দরী দুটী মেয়ে এক ঘরে পাওয়া কি কম কথা।

কমলা। দিদি সুন্দরী না হউক কুৎসিৎ না হ'লেই হ'লো।

বিমলা। দেখুন আমি বলি কি, দুটীকে একত্র বিয়ে না দিয়ে, বরং আগে রাজকুমারের রাজবংশে বিবাহ দিন, পরে রাধামাধবের একখানে দেখে শুনে দেবেন এখন।

পুষ্প। ইনি তো বেশ বল্‌চেন।

কমলা। তুই এর কি বুঝিস্ তুই চুপ কর্‌না—(বিমলা দেবীর প্রতি) এও কি হয়, একথাতে আমি মনে বড় ব্যথা পেলেম, অমন কথা দিদি তুমি মুখেও এনো না। কন্দর্প আর রাধামাধব এরা যে দুজনের সন্তান, তাতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনে, সর্ব্বদাই মনে করি ওঁরা দুটীই আমার সন্তান, তুমি যেন ওদের কেউ নও, একথাটা বলা কি তোমার ভাল হ'য়েচে দিদি।

বিমলা। আমি তা মনে করে বলিনি দেবি, আপনি নাকি বল্‌চেন একবাড়ীতে দুটী সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায়না তাতে ও কথা বল্‌চি। আমি কি জানিনা যে আমার মাধবকে আপনি সন্তানের মত ভাল বাসেন। তা আপনি কিছু মনে টনে কর্‌বেন না।

কমলা। মনে আবার কর্‌বো না, সর্ব্বদাই মনে কর্‌বো, যাবৎ বেঁচে থাক্‌বো তাবৎ মনে কর্‌বো, ম'লেও যদি মনে কর্‌বার উপায় থাকে তাও কর্‌বো।

বিমলা। আমাদের প্রতি আপনার এমনি দয়াই বটে। আপনার ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও শোধ দিতে পারবো না। রাধামাধবকে আমি কেবল পেটে ধরেচি মাত্র,—আপনিই যা হয় দেখে শুনে কর্‌বেন।

কমলা। কর্‌বো কি বোন্‌, এখনকার ছেলে পুলেদের ভাব ভঙ্গি দেখে হাত পা পেটের ভেতোর যায়। ছেলেদের মত না জেনে আগে কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

বিমলা। রাজকুমার আমাদের তেমন ছেলে নন। আমি বেশ জানি আপনি যা কর্‌বেন তার প্রতি তিনি কথাও কবেন না।

কমলা। তাতো জানি দিদি, তবু তাদের মত না নিয়ে করাটা ভাল হয় না।

পুষ্প। দেবী যা ব'ল্‌চেন তা ঠিক্, আজ্ দুই তিন দিন হ'লো চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর মেজো কর্ত্তার সেজো ছেলে কি কাণ্ডটাই ক'র্‌লে।

কমলা। কি ক'রেছিল রে পুষ্প?

পুষ্প। দেবি বল্‌তে হাসি পায়, মেজো কর্ত্তা, দক্ষিণ পাড়ার রায়েদের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রেছিলেন, অপরাধের মধ্যে এই বাবুকে আগে বলেন নি। বাবু তোলো হাঁড়ীর মত মুখ ক'রে রইলেন। মেজো কর্ত্তা ও বাড়ীর আর আর কর্ত্তারা কত রকম বুঝালেন, হাতে ধ'রে কত ব'ল্লেন তা কিছুতেই শুনেন না। অবশেষে বাবু ব'ল্লেন আমি কখনই এ বিয়ে ক'রবো না। সম্বন্ধ ক'রে থাকো তোমরা বিয়ে করোগিয়ে। তার পর তার মা এসে ব'ল্লেন কর্ত্তারা সম্বন্ধ ক'রেচেন এতে কি তোমার নারাজ হওয়া উচিত, পিতা মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্ত্তে হয়, তাতে দিব্বি মেয়ে, কূলে মানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী। বাবু অমনি চ'টে উঠে ব'ল্লেন, তোমরা গিয়ে কূল ধুয়ে খাও, ও কি লেখা পড়া জানে, আমি কি একটা পশু বিয়ে করবো।

বিমলা ও কমলা উভয়ে। রাম রাম!

পুষ্প। মা মাগী কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, বাবু একবার

ফিরেও চাইলেন না। তখন শিশ্ দিয়ে লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে চ'লে গেলেন। মিন্সেরা অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিমলা। কলিকাল, না জানি আরো কি হয়।

কমলা। কেমন দিদি এখন শুন্‌লেন তো।

বিমলা। আপনি বৃথা ভাবেন, যারা হতভাগা ছেলে তাদেরই এই দশা।

সোহাগ। লেখা পড়া শিখলে, মেয়ে মানুষের আলাদা মেজাজ হয়, মান্যি মাননা এক জিনিষ একেবারে উঠে যায়। বোসেদের বাড়ীর নগেন বাবুর স্ত্রী ভাল লেখা পড়া জানে, রাত দিনই জুতো মোজা পায়ে দিয়ে বই হাতে ক'রে বেড়ায়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখা হ'লে বলে এ বই খানা দিব্বি লিখেচে। শকুন্তলা কাদম্বরীর চেয়েও এর ভাষা উত্তম। শাশুড়ী মাগী ৬০ বৎসরের বুড়, বাটনা বাট্‌বে, কুটনো কুট্‌বে, জল আনবে, রান্ধবে; বলবো কি দেবি এতে যদি একটু ত্রুটি হয়, বাবু অমনি রেগে টঙ্। বউ ছুঁড়ী অমনি সুযোগ পেয়ে এক কথা দশ রকম ক'রে লাগায়, বাবুও অগ্নি তেলে বেগুণে জ্বলে উঠেন। বুড় মাগী হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে বাবুর দৃক্‌পাত নাই।

বিমলা। পোড়া কপাল; অমন বৌকে লাতি মেরে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে হয়।

সোহাগ। মা ঠাক্‌রুণ বল্‌তে দুঃখ হয়, শাশুড়ী মাগীর যদি শরীর কোন দিন অসুস্থ হয় আর যদি কাজ কর্ম্ম কত্তে না পারে তবে বৌ ছুঁড়ী অমনি আগুথাক্‌তে বাবুর কাণে মন্ত্র দেয় "উনি তো আজ আমার উপর রাগ ক'রে শুয়ে র'য়েচেন, আমি কি রাগকে ভয় করি না কাজকে ডরাই, ভগবান্ আমাকে খাট ক'রে রেখেচেন মাথার কুনকুননী আর অম্বলের ব্যারামেই গেলুম। নইলে উনি যে কাজ করেন তা আমি এক নিমিষেই কর্ত্তে পারি।"

কমলা। সোহাগ! তোরা এ সকল খবর কোথা থেকে পাস্।

কমলা। তোমার বাড়ীর ওটী আর আমার বাড়ীর এটী এরা পাড়ার সব খবর রাখে, এরা সংবাদ পত্র, এরা খবর পাবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

পুষ্প। মা ঠাক্‌রুণ তাও বলি, এক এক মাগী শাশুড়ী আবার এমনি আছে তাদের কথা শুন্‌লে আপনি অবাক্ হবেন এখন।

কমলা। ঐ শুন আবার এক কাহিনী।

বিমলা। কি, বল্‌তো শুনি।

সোহাগ। যখন বিয়ে করে———

পুষ্প। রোস্ রোস্ আমি বলি——

সোহাগ। তোর কাছে আর কার কথা কবার যোটী নেই, বল্ ভাই তুই বল্।

পুষ্প। দেখুন দেবি, যখন বিয়ে ক'রে ঘরে আনে তখন শাশুড়ী মাগীর আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। রাত দিন খাওয়ান দাওয়ান লোকের কাছে কত সুখ্যাতি কর্ত্তে থাকে, তার আর লেখা জোখা নাই। যেই একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে, অমনি শাশুড়ী মাগী আর এক মূর্ত্তি ধ'রে বসে! তখন বৌটীর খাওয়ার দোষ, পরার দোষ, কথার দোষ, দোষ ছাড়া আর কথা নাই।

বিমলা। বৌ আদরের সামগ্রী তার আবার খাওয়ায় পরায় দোষ কি লা?

পুষ্প। সে আপনাদের কাছে, অখিল বাবুর মার কথা যদি শুনেন মাগী যেন কালনাগিনী, বৌটী খেতে বস্‌লে ওত পেতে থাকে, যদি একটু দেরি হয় অমনি বলে, "খেতে বসলে এ যুগ আর সে যুগ;" আর যে দিন কাজের তাড়ায় শীগ্‌গির খাওয়া হয়, সে দিন বলে "মা গো কি আলক্ষ্মীই আমার ঘরে ঢুকেছে, 'এক পাথর ভাত রাক্ষসের মত দু গরসে তুলে ফেল্লে।" যদি ময়লা কাপড়

খানা পরে থাকে তবে বলে "আমার ঘরে কি পোতনীই ঢুকেছে," আর যদি ফরসা কাপড় একখানা কোন দিন পরে তা হ'লে বলে "কি গেদারি বৌ আমার, রোজ রোজ এক এক খানা পাট্ ভাঙ্গা কাপড় নইলে পরা হয় না"— "বাপের বাড়ী খুদের কুঁড়ো, শ্বশুর বাড়ী রুয়ের মুড়"। আবার বৌটীর নামে দশ কথা পাঁচ কথা অখিলের কাছে লাগাতেও ছাড়ে না, অখিল যদি কিছু না বলে, তবে মাগী অমনি বলে, "অখিলে কি মাগমুখোই হ'য়েছে, ছোঁড়াকে বৌট কি করেছে, যাদু আমার বাঁচলে হয়।"

বিমলা। থাক্ ওসব কথা আর শুন্তে চাইনে। ঘৃণায় ম'রে যাই আগে আমাদের ঘরে বৌ আসুক তখন সকলকে দেখাব কেমন ক'রে ভালবাস্তে হয। লেখা পড়াও শেখাবো, বশেও রাখ্বো।

কমলা। আমরা বেঁচে থাক্তে যে বৌ ঘরে আস্বে তাতো বোধ হয় না।

বিমলা। আস্বেনা কেন দেবি, আপনি পুণ্যবতী, ধার্ম্মিকা, আপনার বৌ ঘরে আসবে না, তবে আর কার আস্বে? কত লোকের ছেলে পুলের বিয়ে করিয়ে দিচ্চেন, আপনার ছেলের আবার বিয়ের ভাবনা কি? পরমেশ্বর

করুন আপনি শীগ্‌গিরই যেন পৌত্রের মুখ দে'খে সুখী হ'ন।

(নেপথ্যে কিঞ্চিৎ গোলমাল)

কমলা। পুষ্প দেখ্ তো বাইরে কিসের গোল হ'চ্চে।

(পুষ্প গমনোদ্যত।

সোহাগ। ওকি তুমি যাচ্ছ কেন? তুমি বসো, আমি যাচ্ছি।

কমলা। ওদের আবার দুজনের সমাদর চল্লো, যে হয় একজন যা না বাছা, জেনে আয়।

সোহাগের প্রস্থান।

কমলা। কিসের গোলটা দিদি?

বিমলা। রাজ বাড়ীতে আবার গোলের অভাব কি? কত লোক আস্‌ছে কত লোক যাচ্ছে। রাজকুমার তো বাড়ীতে এলেন না?

কমলা। তোমার যেমন কথা দিদি, ওদের বাড়ী ব'লে মায়া আছে না দয়া আছে, যে বাড়ীতে আস্‌বে।

(সোহাগের ত্রস্ত-ভাবে প্রবেশ)

সোহাগ। দেবি! রাজকুমার এসেচেন—রাজকুমার এসেচেন।

বিমলা। আঃ বাঁচলেম, মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিব।

কমলা। চল দিদি আমরা যাই।

বিমলা। চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার শয়ন ঘর।

(রাজা আসীন।)

রাজা। (স্বগত) আমি কি অকৃতজ্ঞ, দস্যু দমনের জন্য বন্ধুকে একাকী বন-মধ্যে ফেলে এসে আমি কি ভয়ানক নিষ্ঠুর দস্যুর ন্যায় কার্য্য করেচি। তিনি যদিও সদুপদেশ দ্বারা আমাকে দস্যু-হস্ত হ'তে মুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু আমি কোন্ বিবেচনায় তাঁহাকে একাকী কালের হাতে ফেলে এলাম। আমি কি যথার্থ বন্ধুর ন্যায়—না—আমি যমের সহোদরের ন্যায় কার্য্য করেচি। উঃ কি ভয়ানক কথা, দস্যু-হস্তে! (গাত্রোত্থান) আমি এখনই সেখানে যাবো। আমি কোথায়? নির্দ্দয় দুরাচারদিগকে বধ করিব, এই দণ্ডেই

আমার বন্ধুকে নিরাপদে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বো ; (নিস্তব্ধ) তিনি কোথায়—আর আমি কোথায়। তিনি বন-মধ্যে দস্যু-হস্তে আমি রাজ অট্টালিকায় স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে। মন! যাঁর বিচ্ছেদ এক মুহূর্ত্ত সহ্য কর্ত্তে পার্ত্তে না অনায়াসে তুমি তাঁকে কি প্রকারে পরিত্যাগ ক'রে এলে? জগতে স্বার্থপর ব্যক্তির নাম নিয়ে সকলেই উপহাস ক'রে থাকে, অদ্যাবধি আমিই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল হ'লেম। স্বার্থপর ব্যক্তিরা আপনার বিপদ্‌ আশঙ্কায় বন্ধুর জন্য বিপদ্‌-গ্রস্ত হয় না। আপনার দুঃখকে কষ্টকর জ্ঞানে বন্ধুজনের দুঃখে দুঃখিত হয় না! আপনার সুখ, আপনার জীবন, অধিকতর মূল্যবান্‌ মনে করে। আমিও তদ্রূপ আচরণ করেচি। বন-মধ্যে বন্ধুর সঙ্গে থেকে আমার মৃত্যু হ'লে পৃথিবীতে কলঙ্ক ভাজন হ'তে হ'তো না, এবং আমার মনও এতাদৃশ বিগর্হিত অপরাধ-জনিত মনস্তাপে দগ্ধীভূত হ'তো না। আমি পামর, জ্ঞানশূন্য পশু। যিনি কত শত বার আমাকে কালের কবল হ'তে রক্ষা করেচেন, আমি তাঁকেই জেনে শুনে কীনাশের হস্তে নিক্ষেপ করে এলুম একি সামান্য কৃতঘ্নের কর্ম্ম যদি অচিরাৎ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তবে এ কলঙ্ক বহনের জন্য পাপ-জীবনের দুঃসহ-ভাব আর ধারণ কর্‌বো না। (ক্ষণেক চিন্তা)

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

বনদেবি ! এত দুঃখেও তোমাকে ভুল্‌তে পারি নাই। তোমার পাণিগ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক কর্‌বো মনে বড় আশা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বন্ধু-বিচ্ছেদরূপ আতপ-তাপে আমার হৃদয়-সরোবর একেবারে শুষ্ক ক'রে ফেলেচে। যদি শীঘ্র এসে প্রণয়-বারি সিঞ্চন না কর, তবে নিশ্চয় যেখানে চির-শান্তি বিরাজমান সেই নিকেতনে গমন কর্‌বো। বনদেবি! আমার জীবনাশার সহিত তোমার আশাও পরিত্যাগ করতে হ'লো। (অকস্মাৎ ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি) কি চাও ?

ভৃত্য। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় দ্বারে উপস্থিত, অনু-মতি হ'লে এসে সাক্ষাৎ কর্‌তে পারেন।

রাজা। এখন আবার কেন বিরক্ত কর্ত্তে এলেন। আচ্ছা আস্‌তে বল্‌গে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) যারা গভীর-বনমধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করে, তারাও আমা অপেক্ষা সুখী। একাকী নির্জ্জনে ব'সে দুঃখের আন্দোলনে কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভ কর্‌বো এ দেখ্‌চি তাতেও ব্যাঘাত।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজকুমার! অভিবাদন করি।

রাজা। বসুন, মন্ত্রী মহাশয়! আমি তো পূর্ব্বেই বলেচি, যতদিন না আমার বন্ধুর দেখা পাই ততদিন আমি রাজ-কার্য্যও কর্‌বো না, জন-সমাজে মুখও দেখাবো না। আপনি কেন আমাকে বৃথা ক্লেশ দিতে এসেচেন।

মন্ত্রী। রাজকুমার! আমি রাজ-কার্য্যানুরোধে আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে আসি নাই। শুন্‌লেম্‌ আপনি নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় আছেন এজন্য আপনাকে দেখতে—এ—এ—

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! যদি প্রিয় বন্ধু রাধামাধব সিংহ আমার নিকটে থাকেন তবে যাবজ্জীবন রোগাক্রান্ত হ'য়ে শয্যায় প'ড়ে থেকে কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি, আমি তাঁর বিচ্ছেদে নিতান্ত অধীর হ'য়েচি, পৃথিবীর কোন বস্তুই আমার নিকট ভাল বোধ হ'চ্চে না। মন্ত্রী মহাশয়! আমি কোন্‌ মুখে আমার জীবন-দাতা বন্ধুকে নির্দ্দয় দস্যু-হস্তে ফেলে এলেম।

মন্ত্রী। আপনি সদ্‌বিবেচক ও পণ্ডিত। বিজ্ঞের ন্যায়ই কার্য্য করেচেন, আপনি সেখানে থাক্‌লে আরো বিপদের আশঙ্কা ছিল। আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির এই যৎসামান্য বিপদে অভিভূত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কুমার! আপনি

তো জানেন রাধামাধব সিংহ বীর-চূড়ামণী। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ এই মহীতলে আছে কি না সন্দেহ। তিনি রণ-ক্ষেত্রে যে সকল অদ্ভুত কৌশল ও অসীম বীরত্ব দেখিয়েচেন, বোধ করি ক্ষত্রিয় কূলে-জন্মগ্রহণ ক'রে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ ব্যতীত অন্য কোন বীরপুরুষ এতাদৃশ রণদক্ষতা দেখাতে সক্ষম হ'য়েচেন কি না সন্দেহ! তিনি রণ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হ'লে কার সাধ্য যে তাঁর অসি-সম্মুখে অগ্রসর হয়। সামান্য কয়েক জন দস্যুর বধের কারণ এতাদৃশ বীরপুরুষকে রেখে এসেচেন, এজন্য আপনার কাতর হওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ। আপনি দেখ্‌বেন সিংহ যেমন হস্তী যূথকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেলে, সেইরূপ কুমার রাধামাধব সিংহও দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে সত্বর দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় রাজ-ধানীতে উদয় হবেন।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! তাঁর বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্য আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ভণ্ডাচারী দস্যুদিগকে বিনষ্ট ক'রে তিনি যে শান্তি সংস্থাপন কর্‌বেন তাও আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। কিন্তু দস্যুরা কপটাচারী, কাপট্য-জালে আবদ্ধ ক'রে পাছে ছলনা দ্বারা কৌশলক্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করে এই ভয়েই আমার হৃদয় সর্ব্বদা কম্পিত হ'চ্চে। বিশেষ বন্ধুকে একাকী দস্যু-হস্তে অর্পণ ক'রে চ'লে আসাতে লোক-

সমাজে কলঙ্ক-ভাজন হয়েচি, সেও মমস্তাপের এক প্রধান কারণ।

মন্ত্রী। রাজকুমার! তজ্জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি রাজার ন্যায়ই কার্য্য করেচেন। যে সকল ব্যক্তিরা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, যারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনায় অক্ষম, হয় তো তারাই নিন্দা কর্ত্তে পারে। নচেৎ যাঁরা বিদ্বান্, যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ এবং যুদ্ধকৌশলে পণ্ডিত, যাঁদের নিন্দা প্রকৃত নিন্দা ব'লে গণ্য, তাঁরা এই ঘটনায় আপনার দোষারোপ না ক'রে বরং আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! যখন বন্ধু-জননী এসে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, আমার প্রাণাধিক জীবন-সর্ব্বস্ব রাধা-মাধবকে কোথায় রেখে এলে? তখন আমি কি উত্তর দিব? কি ব'লে মুখ দেখাবো? আমি কোন্ মুখে বল্‌বো যে আমি তাঁকে দস্যু দমনের জন্য একাকী বনমধ্যে রেখে এসেচি।

মন্ত্রী। রাজকুমার! তিনি রাজকুলোদ্ভবা, রাজমহিষী এবং বীর-প্রসবিনী। তিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর্ত্তে সক্ষম। তিনি এ অনায়াসে বুঝতে পার্‌বেন; কুমার! আপনি রাধা-মাধব সিংহকে রেখে এসে যুক্তি-সিদ্ধ কার্য্যই করেচেন।

রাজা। তিনি যদিও বুদ্ধিমতী ও সদসদ্ বিবেচনা কর্ত্তে সক্ষমা, তথাপি দেখুন মাতৃ-স্নেহে যশোদা-রাণী, এমন পুতনা-হত্যাকারী বাসুদেবের সামান্য গোচারণকেও অতি প্রকাণ্ড বিপদ্‌জ্ঞানে মূর্চ্ছা যেতেন। সন্তানের বিপদের কথা শুন্‌বা মাত্রই মাতৃ-স্নেহ অপর সকল ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি জন্মায, এবং সকল বিষয়েই সদসদ্ বিচারে মাতাকে অক্ষম করে।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

রাজা। (হস্ত দ্বারা আহ্বান করিয়া) আসুন।

সেনা। (মন্ত্রীর প্রতি) রাজকুমার এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়ে থাক্‌বেন।

রাজা। সেনাপতি মহাশয়! আমার কি আর সুস্থির হবার যো আছে। প্রিয় বন্ধু রাধামাধব সিংহ না এলে আমি আর কোন মতেই সুস্থ হ'তে পাচ্চিনে।

সেনা। সে জন্য আপনি বৃথা চিন্তা ক'চ্চেন, কুমার রাধামাধব সিংহের রণ-দক্ষতার বিষয় জেনেও আপনি কেন বৃথা আকুলিত হ'চ্চেন। কুমার! আমি বল্‌চি রাধামাধব সিংহ হয় তো অদ্যই রাজধানীতে পৌঁছিবেন।

(পুষ্প দাসীর প্রবেশ।)

পুষ্প। রাজকুমার! দেবী আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌চেন।

রাজা। তুমি শীঘ্র মার্ কাছে যাও বল গিয়ে আমিই সেখানে যাচ্চি।

[দাসীর প্রস্থান।]

রাজা। মহাশয়! আপনারা একটু বসুন। আমি একবার মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

(প্রস্থান।)

সেনা। রাজকুমার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হয়েচেন?

মন্ত্রী। হ্যাঁ কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করেচেন বটে; যাঁর সহিত অকৃত্রিম প্রণয়, তাঁর বিচ্ছেদে মন চঞ্চল হবারই তো কথা—বিশেষ তায় আবার বন-মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েচেন।

সেনা। কষ্ট যে পেয়েচেন তার আবার কথা, ভগ-বানের কৃপায় যে রক্ষা পেয়েছেন, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

মন্ত্রী। দেখুন সেনাপতি মহাশয়, আমার কতকগুলি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক আছে। কিন্তু এমন একটু সময় পাই না, যে আপনার সহিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ করি।

সেনা। আমাকে বলবেন তাতে আবার সময়ের অপেক্ষা কি? যখন ইচ্ছা তখনই বল্‌তে পারেন।

মন্ত্রী। আচ্ছা, এখনই সংক্ষেপে বল্‌চি। আপনি অনুমোদন ক'র্‌লে সে কার্য্য অনায়াসেই সমাধা হবে। দেখুন, স্বর্গীয় মহারাজার পরলোক-গমনান্তে রাজ্ঞী কত বৎসর রাজ্য-শাসন করেচেন। এক্ষণে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েচেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সাম্রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ক'রে গেছেন আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা এ পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন উপকার কর্‌তে কি অধিকার বিস্তৃত কর্‌তে পার্‌লেম না। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেচি, অর্পণা রাজ্য আমাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত কর্‌বো।

সেনা। অপর্ণা রাজ্য একটী যৎসামান্য রাজ্য নহে, বিশেষ তথাকার রাজার সহিত আমরা সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। রাজা শৈলসুত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের অনুগত, তাঁহার সহিত শত্রুতা কি ছলনা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ।

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয়। রাজ্যের সম্বন্ধে ধর্ম্মের সংস্রব অতি কম দেখ্‌বেন। তা হ'লে এক ব্যক্তির হত্যার কারণ অন্য ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করা রাজার পক্ষে ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ; তবে দেখা উচিত যে লোকে নিন্দা করে কি না। আমার যুক্তিতে লোকতঃ নিন্দা হ'তে পার্‌বে না। কৌশলে কার্য্য কর্‌লে লোকে তাহার প্রশংসাই কর্‌বে।

সেনা। আচ্ছা, কি কৌশল অবলম্বন কর্ত্তে চান ?

মন্ত্রী। মহাশয়! মানস থাক্‌লে কৌশল অবলম্বনের অভাব কি ? অনুসন্ধান কর্‌লে সকল রাজারই কোন না কোন রূপ দোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়ই যায়। চক্রান্তবলে তাহারই একটী দোষ ভয়ানক রূপে পরিণত ক'রে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কর্‌লেই হ'লো।

সেনা। মহাশয়! কাক যেমন কোন দ্রব্য লুকাই-বার সময় আপন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া বিবেচনা করে যে সমস্ত পৃথিবীই অন্ধ হইল, আপনার চক্রান্তের পাছে পরিণামে সেই ফল হয়, এই ভাবনা। আপনি যতই কেন চক্রান্ত জাল বিস্তার করুন না, আমি নিশ্চয় বল্‌চি এ সম্বন্ধে ভয়ানক গোল উপস্থিত হবে। যদিও আমা দের ভয়ে পৃথিবীস্থ সমুদায় রাজা সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর না হউন, কিন্তু মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ-জনিত ক্রোধ সর্ব্বদাই তাহা-দিগের হৃদয়ে জাগরিত থাক্‌বে। সুযোগ পাইলেই প্রতি-শোধ দিতে ত্রুটি কর্‌বে না।

মন্ত্রী। (সহাস্যে) বাপু! যদি রাগ এবং বিদ্বেষই তাহাদের মনে উদিত হ'লো, তবে কৌশলের গুণ কি ? এমন কৌশল ক'র্ত্তে হবে যে, সম্পূর্ণ দোষ তাহাদের স্কন্ধে রেখে রাজ্যটী হস্তগত করা যায়।

সেনা। আচ্ছা মহাশয়! আপনি কোন্ প্রণালীতে কার্য্যটী আরম্ভ এবং শেষ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন?

মন্ত্রী। প্রথমতঃ অপর্ণা দেশের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে প্রলোভন দ্বারা হস্তগত করিয়া তাহাদিগের কর্ত্তৃক কোন একটী ঘৃণিত অপবাদ উত্থাপন কর্‌তে হবে, এবং সেই অপরাধে হঠাৎ গোপনে রাজা শৈলস্থতকে রুদ্ধ কর্‌তে আদেশ দিব। তৎপরে তাহার প্রার্থনানুসারে অন্যান্য রাজাদিগের প্রতিও বিচারের ভারার্পণ কর্‌বো। কিন্তু দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নিজ-হস্তে রাখ্‌বো। রাজ্যের বিভ্রাট্ আশঙ্কায় সাধারণের সন্তোষের জন্য প্রকৃত সদ্বিচার হইবে, কোন অন্যায় হইবে না ইত্যাদি ঘোষণা প্রকাশ করিতেও ত্রুটি কর্‌বো না। বিচারে দোষ সাব্যস্ত ক'রে রাজাকে রাজ্য-চ্যুত কর্‌বো। এবং সম্পূর্ণ গ্রাস না ক'রে সাক্ষীগোপাল সিংহকে কয়েক দিনের তরে সিংহাসনে রেখে ক্রমে রাজ্যটী এই সাম্রাজ্যভুক্ত কর্‌বো।

সেনা। মহাশয় অন্যান্য রাজারা যদি বিচারে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত না করেন?

মন্ত্রী। নিতান্ত অসম্ভব; এক রাজা অন্য রাজার ধ্বংসে সুখী হবে; বিশেসতঃ এদেশের রাজাদিগের একতা নাই। আর একান্তই যদি দোষ সাব্যস্ত না

করে, তবে এক দোষ হ'তেই যেন অব্যাহতি পেলেন অমনি অন্য এক দোষে আবদ্ধ ক'রে অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌বো।

সেনা। অন্য দোষ আবার কি?

মন্ত্রী। কেন? আমাদিগের সহিত তিনি মিত্রতা ব্যবহার করেন না, বাণিজ্য দ্রব্যাদির শুল্ক অপরিমিত রূপে গ্রহণ করেন।

সেনা। এ অপরাধে কোন রাজা রাজ্য-চ্যুত হ'তে পারেন না।

মন্ত্রী। তিনি আমাদের রাজ-দূতের যথোচিত সম্মান না ক'রে তাঁহাকে হত্যা কর্‌তে চেয়েছিলেন।

সেনা। হত্যা করেন নাই, চেয়েছিলেন, আর তারই বা বিশেষ প্রমাণ কি? এ অপরাধে রাজ্য-চ্যুত করাও নিতান্ত অসঙ্গত।

মন্ত্রী। অপরাধের কি অন্ত আছে। তিনি অমিত-ব্যয়ী, রাজ্য-শাসনে অক্ষম, তাঁহার প্রজারাই তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট। এ প্রকার ব্যক্তি সিংহাসনের অযোগ্য।

সেনা। আপনার এ বিবেচনা নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রজার সন্তোষ আর অসন্তোষের দোষ গুণের ভাগী রাজা, আমাদের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা কি? তাঁর প্রজা-

বৃন্দ তাঁকে যে ভাল বাসে না তাতো ইতিপূর্ব্বে কখন শুনা যায় নাই। প্রজারা তাঁহার বিচারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট, আমরা কেন অনর্থক এক জনের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে যাবো?

মন্ত্রী। পৃথিবীর নিয়মানুসারে সাম্রাজ্য বিস্তার কর্ত্তে গেলে এই রূপই কর্ত্তে হয়। নচেৎ দেশ আবিষ্কার করে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা সুকঠিন।

সেনা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার যথার্থ অভিসন্ধি, যত ছলনা চক্রান্তে আবৃত করুন না কেন, পৃথিবীর সূক্ষ্ম বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনায়াসে দেখ্‌তে পা'বে। এক্ষণে এ দেশে বিদ্যা বুদ্ধির আলোচনায় সাধারণের অন্তঃকরণ উৎকর্ষ লাভ করেচে। সকলেই আপন মঙ্গলা-মঙ্গল, ভাল মন্দ বিবেচনায় ক্ষমতাশীল। অন্য কথার প্রয়োজন কি, পৃথিবীতে কি সভ্য কি অসভ্য, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, এমন কি পাগলেও আপনার ক্ষতি বুঝ্‌তে পারে। দেখুন মন্ত্রীই পক্ষান্তরে রাজা, আপনি এই সাম্রাজ্যের শান্তি সংস্থাপক। প্রজারা সকলেই আপনাকে ভক্তি করে। আপনার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আপনার যশঃ-সৌরভে দশ দিক্ পরিপূর্ণ। সকলেরই বিশ্বাস, যে আপনি জীবিত থাক্‌তে রাজ্যে কোন অমঙ্গল কি বিশৃঙ্খলা ঘট্‌বে না। এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ধনী, নির্দ্ধন, ভূম্যধিকারী,

কৃষি, গৃহী, সন্ন্যাসী, প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিশ্বাস, যে আপনি বিদ্যমানে তাহাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা পাবে। আপনার সাম্রাজ্যের কোন বিপদ্ উপস্থিত হ'লে তাহারা সকলেই কায়মনোবাক্যে সাহায্য কর্‌বে, এবং তাহাদের বিপদেও আপনি রক্ষা কর্‌বেন। মনে করুন, যদি কোন নবযৌবন-সম্পন্না কুলবধূ কোন লম্পট প্রতাপশালী নর কর্ত্তৃক সতীত্ব নাশাশঙ্কায় অনন্যোপায় হইয়া আপনার শরণাগত হয়, তখন কি আপনি আশ্রয় দিয়াও তাহার সতীত্ব নষ্ট করেন? রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে পৃথিবীতে সে-ই মহাপ্রলয়। শরণাপন্ন, আশ্রিত, নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বিপদ্‌গ্রস্ত বা দণ্ডিত করা কলঙ্কের পরাকাষ্ঠা। যে রাজ্যের বিস্তৃতি-জন্য আপনি কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হ'তে চা'চ্চেন, এতে কি বাস্তবিক সেই রাজ্যের উপকার হবে? কখনই না; আশু উপকার হ'তে পারে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের মূল স্থাপন ক'চ্চেন। অত্যাচারেই রাজ্য নষ্ট হয়। যখন যে রাজ্যে অত্যাচার প্রবল কিম্বা অবিচার আরম্ভ হয়েছে, তখনই তার ধ্বংস। যদি সে দেশের লোকের শক্তি থাকে, তবে তাহারা স্বয়ং প্রতিশোধ প্রদান ক'রে স্বাধীন হয়। নচেৎ অপর কোন রাজ-সহায়তা গ্রহণে অন্যত্র অধীনতা-স্বীকার কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হয় না। আপনি এ কার্য্যে ক্ষান্ত হউন।

সকলেই ঐতিহাসিক যশের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু কে কবে এতাদৃশ অদ্ভুত, ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্যাবলম্বন ক'রে আপনার নাম চির-কলঙ্কে কলুষিত করে? প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে, আমার কার্য্যে লোকে হিংসা করুক, আমাকে সকলে অনুকরণ করুক, কিন্তু কে এমন অভিলাষ করে যে আমাকে সকলে ঘৃণা করুক? আপনি এ কার্য্য কর্‌লে সকলেই আপনাকে হীন জ্ঞান ক'র্‌বে। আপনি যখন এ পদবীতে অভিষিক্ত হন লোকের মনে বিশ্বাস, এতদিনে আমাদিগেব দুঃখ দূর হ'লো। আপনার প্রতি সাধারণের এতাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস আপনিই উচ্ছেদ কর্ত্তে চান্‌ এ কি সামান্য মনস্তাপের কারণ! প্রজারা মনে ক'র্‌বে যাহাকে আমরা এত বিশ্বাস কর্‌তেম, যাহাকে আমরা প্রগাঢ় ভক্তি ও মান্য কর্‌তে,ম তিনিই আমাদিগের মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিলেন, অতএব আপনি এ কার্য্যে বিরত হউন। নচেৎ এ কলঙ্ক হ'তে আর পরিত্রাণ পাবেন না।

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয়! আমি যা মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করেচি, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" তা কর-বোই কর্‌বো। আমি যাহা আদেশ করি আপনি তাতে দ্বিরুক্তি না ক'রে অতীব যত্ন-সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন। এ কার্য্যের ভাল মন্দ, সুখ্যাতি অখ্যাতি, আমার আপন স্কন্ধে

ধারণ করলেম। এ কার্য্যে কোন অদূরদর্শী ব্যক্তি আমাকে অবিচারক মন্ত্রী মনে ক'র্ত্তে পারে, কিন্তু জ্ঞানবান্ রাজনীতিজ্ঞ মনে ক'রে প্রশংসা ক'র্বে তার আর সন্দেহ নাই।

সেনা। আমাকে যে রূপ অনুমতি ক'র্বেন নিতান্ত অনিচ্ছা থাক্‌লেও নিয়মানুসারে বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাহা ক'র্ত্তে হবে। কিন্তু সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, কুমার রাধামাধব সিংহ কখনই আপনার এ যুক্তিতে অনুমোদন কর্‌বেন না। হয় তো শেষে হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

মন্ত্রী। আমি একেবারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে জানাব, শেষে বাধ্য হ'য়ে তাঁকে নিরস্ত থাক্‌তে হবে।

সেনা। বোধ হয় রাজ্ঞী এবং রাজকুমার এঁরাও এতে অসন্তুষ্ট হবেন।

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয়! সেটী আপনার ভ্রম। অসন্তুষ্ট হওয়া কেবল কথার কথা। কবে শুনেচেন যে রাজত্ব বৃদ্ধি হ'লে রাজা দুঃখিত হয়? ছলে, বলে কিম্বা কৌশলে, কোন প্রকারে রাজত্ব বৃদ্ধি ক'ত্তে পার্‌লেই কর্ম্মচারীরা প্রশংসা ভাজন ও আদরণীয় হয়। আচ্ছা মহাশয়! রাজা শৈলসুত যবনের সহায়তায় নিরপরাধে তাহার পিতৃব্যকে সিংহাসন-চ্যুত ক'রে আপনি রাজা হ'য়েচেন,

সেটী কি তাঁর ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য হ'য়েচে? সে জন্য কি তিনি সিংহাসন-চ্যুত হ'তে পারেন না?

সেনা। একার্য্য অন্যায় ক'রেচেন বটে—

মন্ত্রী। থাক্ এখন আর ওসব কথায় প্রয়োজন করে না। রাজকুমার আস্‌চেন—

(রাজকুমারের প্রবেশ ও সকলের গাত্রোত্থান।)

রাজা। আপনারা বসুন। (সকলের উপবেশন) মন্ত্রী মহাশয়! আমি যা ব'লেছিলেম তাই ফ'ল্লো। বন্ধু-জননী অত্যন্ত কাতরা হ'য়েচেন। এ কথা শুনে তাঁর যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হ'য়েচে তা আর কি ব'ল্‌বো, এবং যে প্রকার আক্ষেপ ক'ত্তে লাগ্‌লেন তাতে আমার অন্তঃকরণ আরো চঞ্চল হ'য়েচে। এখন কি করি?

মন্ত্রী। কুমার! আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হ'চ্চে, কুমার রাধামাধব সিংহের কোন বিপদ্ হয় নাই।

সেনা। হয় তো তিনি অদ্যই রাজধানীতে পৌঁছিবেন। যে সৈন্যদল তাঁর অনুসন্ধানে গিয়েচে তাদের একজনও এপর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই।

(নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য।)

রাজা। অনতিদূরে মঙ্গল-সূচক বাদ্য শুনা যা'চ্চে।

সেনা। বোধ হয় কুমার রাধামাধব সিংহ এলেন।

(রাজদূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হউক। কুমার রাধামাধব সিংহ রাজধানীতে এসেচেন।

রাজা। এসেচেন, চলুন তবে আমরা অগ্রসর হ'য়ে নিয়ে আসি।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(বনদেবীর প্রবেশ।)

বন। মহর্ষির নিকট রাজধানীর কথা যে শুনেছিলেম এই কি সেই রাজধানী? রাজধানী যে কাকে বলে তাতো কখন দেখি নাই, বোধ হ'চ্চে এই নগরের শোভা দেখেই মহর্ষিরা প্রধান প্রধান রাজধানীর ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ; চারি-

দিকেই বিধাতার নূতন সৃষ্টি ব'লে বোধ হয়। ভাল, আমি যাঁকে দেখ্‌বার জন্য এত নদ নদী এত পর্ব্বত-গুহা অতিক্রম ক'রে এসেচি, তাঁর নিকটে যেতে আমার ভয় কি? তিনি যে প্রকার ধার্ম্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ তিনি আমাকে কখনই উপেক্ষা কর্‌বেন না। আমার কোন চিন্তা নাই, তিনি আমাকে ভাল বাস্‌বেনই। যদি তিনি আমাকে ভাল না বাসেন তাতেই বা আমার ভয় কি? আমি বাড়ী থেকে যে দৃঢ় সংকল্প ক'রে বেরিয়েচি, সেই পথ অবলম্বন ক'রে, তাঁর নিকটে থেকে অনিমিষ-লোচনে সেই প্রফুল্ল-বদন নিরীক্ষণ ক'রে তৃষিত নয়ন পরিতৃপ্ত কর্‌বো। যখন বন-মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তখন কত কথা বল্‌বো, কত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো মনে করেছিলেম—জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম্ না কেন? কে জানে কেন? সকল ত্যাগ ক'রে সকল কষ্ট সহ্য করে যদিও বা এখানে এলেম—তা কৈ তাঁকে তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এই পথ দিয়া যে কত শত লোক যাতায়াত ক'চ্চে, এদের কাকেও চিনিনে কখনও দেখিও নি—বুক বেঁধে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তেও ভরসা হয় না। কি ব'লেই বা জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে পাছে রাগ করে। ছিলেম বনে, এ দেখ্‌চি লোকারণ্য—আমার বড় ভয় হ'চ্চে। আমি কেন এখানে এলেম?—বন-মধ্যে

যে সকল হিংস্রক জন্তুর সম্মুখে প'ড়েছিলেম, তারা যদি সেই সময় আমাকে গ্রাস ক'র্‌তো, তা হ'লে আমাকে আর এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'তো না। (ক্ষণেক চিন্তা) ভাল, হিংস্রক জন্তুরা আমাকে দেখে পলালো কেন? আমি অবলা সহায়-হীনা, তাদের আক্রমণ নিবৃত্তি কর্‌বার তো আমার কোন ক্ষমতাই নাই, তবে কেন তারা আমাকে দেখে পলায়ন ক'ল্লে—বুঝেছি—দয়া ক'রে। তারা যখন আমাকে দয়া ক'রেচে তখন মনুষ্যকে ভয় কি? আহা! তাঁর কি প্রফুল্ল বদন! এমন যে পরম গুরু পিতা মাতা—যাঁদের হ'তে এ পৃথিবীর মুখ দেখেচি, যাঁরা আমাকে না দেখে তিলার্দ্ধ সুস্থির থাকৃতে পার্‌তেন না, যাঁদের শেষ অবস্থায় আমিই একমাত্র অবলম্বন, অনায়াসে তোমার ভুবন-বিজয়ী মুখ দেখিয়ে তাঁদের নিকট হ'তে অন্তর্হিত ক'রেচ। অভাগিনী তোমার চরণ ধ'রে মিনতি ক'চ্চে, অধিনী অবলাকে আর কষ্ট দিও না, শীঘ্র এসে দেখা দেও। যদি তাঁর দেখা না পাই, তবে নিশ্চয়ই জলে অথবা অনলে প্রবেশ ক'রে সকল দুঃখের শেষ ক'র্‌বো। পথ চ'লে চ'লে পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেচে, আর যে এক পা চ'লে অনুসন্ধান করি, এমন ক্ষমতা নাই। যাই, ঐ বৃক্ষ-মূলে ব'সে দেখি কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় কি না।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

(একদিক্ হইতে পুষ্পের প্রবেশ।)

পুষ্প। (যাইতে যাইতে) এক পাল দাসী র'য়েচে তবু পুষ্প নইলে কোন কাজ হয় না। রাত দিন এত বকি, তবু কোন কাজ গুচিয়ে ক'র্ত্তে পারে না। দেবী আমাদের সতী লক্ষ্মী, তিনি তো আর কাকেও কিছু ব'ল্বেন না। তিনি কিছু না বলাতেই তো, ওদের এতো স্পর্দ্ধা বেড়েচে। আমি কিছু ব'ল্লেই অমনি মাগীরা গজ্ গজ্ ক'র্ত্তে থাকে। দেবীর ভয়ে আমায় কিছু বল্‌তে পারে না, তা নইলে এত দিন ওরা আমার গলা টিপে মার্‌তো।

(অপর দিক্ হইতে সোহাগের প্রবেশ।)

সোহাগ। ও দিদি! গজর গজর ক'রে ব'ক্তে ব'ক্তে কোথায় যাচ্চিস্?

পুষ্প। যাব আর কোন্ চুলোয়, আমার কি আর এক দণ্ড মর্‌তে অবকাশ আছে?

সোহাগ। বালাই, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? মরুক তোমার শত্রু। কেন? আর যে দশ গণ্ডা দাসী রয়েচে তারা কি করে?

পুষ্প। ছার কপাল! ও গুলো কেবল দেখ্‌বার, আর ভাত মার্‌বার; ওদের দিয়ে যদি কোন কাজ হ'তো তা

হ'লে আর আমার ভাবনা কি? দুঃখের কথা ব'ল্‌বো কি, এক দণ্ড যদি বাড়ী না থাকি, একেবারে নয় নত্ব ক'রে বসে।

সোহাগ। আমরা আরো মনে করি, আজ কাল দিদি খুব সুখে আছে।

পুষ্প। সুখ তো ভারি, সূয্যিও উঠ্‌লো পুষ্পও উঠ্‌লো, তায় আবার সমস্ত রাত দিন ব'কে ব'কে পিত্তি ওঠে, তবে হয়।

সোহাগ। পোড়া কপাল অমন লোকের। ঝাঁটা মেরে কুলোর বাতাস দিয়ে দূর ক'রে বিদেয় ক'রে দিতে হয়। যদি কাজ ক'র্ত্তেই না পার্‌বি, তবে ম'ন্দে এসেছিস্ কেন? ঘটীও তো আছে—ভিক্ষা ক'ল্লেই তো পারিস্।

পুষ্প। এই, আমার কপালে দুটো লাথি মার্‌তো বোন্। পোড়া কপালিরা বলে কি, যে আমার যন্ত্রণাতেই অস্থির। আচ্ছা দিদি! তোরা তো ছোট বেলা হ'তে দেখ্‌চিস্, আমি কবে কার মন্দ ক'রেচি?

সোহাগ। না দিদি! মিছে কথা বল্‌বো কেন, আমরাতো ভাই তোমার কখনো কোনো উচ্চ বাচ্চা শুনিনি। বলি এখন কোথায় যাচ্চিস্?

পুষ্প। জানই তো বোন্ বাড়ী থেকে আর বেরোবার

যো নাই, শুন্‌লেম মহানন্দ বাবুর বাড়ীর অনন্ত, শ্বশুরবাড়ী যাবে। আহা, মেয়েটা আমার বড় নেওটো ছিল লো, তার জন্যে মনটা কেমন ক'চ্চে তাই বলি একবার দেখে আসি।

সোহাগ। তোমার বোন্ কার উপর না মায়া, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার কথা শুন্‌লেই তুমি কাঁদ।

পুষ্প। চল্ বোন্ দুজনেই যাই, মেয়েটাকে গিয়ে দেখে আসি। কদিন তো আর বের হইনি, আজ একটু অবসর পেয়েছি তাই মনে ক'র্‌লেম পাড়ায় গিয়ে দুটো দুখের সুখের কথা ক'য়ে আসি।

সোহাগ। না বোন্ আজ পা'ল্লেম না। পুরুত ঠাকু-রের বাড়ীতেই অনেক ক্ষণ হ'য়ে গেল, আবার এখন তোমার সঙ্গে গেলে বেলাটা যাবে।

পুষ্প। পুরুত ঠাকুরের বাড়ী গেছ্‌লি কেন?

সোহাগ। মাঠাকৃরুণ মঙ্গলচণ্ডীর বর্ত্ত ক'রেছিলেন, তাই ভুজ্যি নইবিদ্যি দিতে গেছ্‌লেম। বোন্ বল্‌বো কি মাগীটা নইবিদ্যি দেখে যে কত কথা ব'ল্‌তে লাগলো, শুনে আমার গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারতে লাগ্‌লো; ব'ল্লে সোণা নেই রূপা নেই, ও নেই তা নেই, রাজবাড়ীর কি এই নইবিদ্যি। আমিও খুব পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে

এসেছি। বলি, মঙ্গলচণ্ডীর বর্ত্তে কি হাতী ঘোড়া দান ক'র্‌বে, না ছালা বোচ্‌কা বেঁধে দেবে?

পুষ্প। খুব ক'রেচিস্‌ বামুনিদের কিছুতেই মন উঠে না, এত নিচ্চিস্‌ এত পাচ্চিস্‌, তবু পেলেম না, খেলেম না, ঘুচলো না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কল্যেণে, গোঁসাইজী বাড়ী ফিরে এলেই তো আবার কত পাবি কত খাবি কত ধূম হবে।

সোহাগ। গোঁসাইজী কি আজও আসেন নি?

পুষ্প। না বোন্‌ আমরা কেবল পথ পানে চেয়ে রয়েচি।

সোহাগ। দেখ্‌ ভাই গোঁসাইজী এলে আমরা যেন আগেই জান্‌তে পাই।

পুষ্প। তোকে আর জানাবো না, গোঁসাই জী এলেই তোকে আগে খবর দেবো, তবে ভাই আমি এখন যাই।

(প্রস্থান।)

সোহাগ। (যাইতে যাইতে পেছন ফিরিয়ে চাহিয়া) মাগীর কথা শুনে মাথার চুল পায়ের তেলো পর্য্যন্ত জ্বলে উঠে। উনি আবার সকলকে নিন্দে করেন—ওঁর তো কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। এই যে পাড়ায় গেলেন, কত আকুণ্ডু কুণ্ডু বাধিয়ে আস্‌বেন এখন। তার বেলা কোন কথাটী নেই। ধন্যি মেয়ে মানুষ যা হোক্‌, এক পাল মাগী ওর

যন্ত্রণায় অস্থির, সমস্ত দিন খেটে মাগী গুলো যে পেটভরে দুটো খাবে, তাও ওর চক্ষে সয় না। পোড়া কপালী (মুখ ঝামটা) (হঠাৎ বনদেবীর প্রতি দৃষ্টি) ওমা ইনি আবার গাছতলায় ব'সে কে–পরমেশ্বর কত রঙ্গই দেখালেন--বেঁচে থাক্‌লে আরো কত দেখ্‌বো। এক বিন্দু মেয়ে তার আবার ভেক্‌ দেখ, তুমি কে গা?

বন। আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক জন দীন দুঃখী।

সোহাগ। তা আর বল্‌তে হবে না, সেটী আমি আগেই টের্‌ পেয়েচি।

বন। কি টের্‌ পেয়েচেন মা?

সোহাগ। না; বল্‌ছিলেম কি, রাজধানীতে এ রকম লোক অনেকেই ভেক্‌ ধ'রে ভিক্ষা কর্ত্তে আসে।

বন। মা! দাতার ধর্ম্ম কখন নষ্ট হয় না। তবে, যে ছলনা করে তার পাপের ভোগ সেই ভোগে।

সোহাগ। (স্বগত) বয়স অল্প কিন্তু কথার ভাব ভঙ্গিতে একে সাধারণ ভিখারিণী ব'লে বোধ হয় না। আগে শক্ত কথাটা ব'লে ভাল করিনি। (প্রকাশ্যে) না বল্‌ছিলেম কি, রাজধানীতে এ রকম অনেক লোক ভেক্‌ ধ'রে আসে, তা সকলেই তো সমান নয় আপনার ভাব দেখে বোধ হয়, আপনি সামান্য ভিখারিণী নন।

বন। মা! অভাবেই লোকে ভিক্ষা করে, ভিখারিণী সকলের নিকটেই ঘৃণার পাত্রী—তার আবার সামান্য অসামান্য কি?

সোহাগ। মা! আপনি যতই কেন বলুন না আপনি যেমন তেমন ভিখারিণী নন।

বন। মা! আমি ভিক্ষা কর্ত্তে আসি নাই।

(বনদেবীর পদতলে সোহাগের পতন)

সোহাগ। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার নিকট বড় অপরাধ করেচি।

বন। ছি, ছি, ছি, করেন কি? এতে আমার মহা-পাপ হয়।

সোহাগ। মা! আমায় ছলনা ক'চ্চেন কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্ছে আপনি মানুষ নন। আপনি কোন দেবতা। আমাকে বলুন আপনি কে?

বন। আমি দেবতাও নই গন্ধর্ব্বও নই, আমি বনবাসিনী।

সোহাগ। তবে এখানে এসেচেন কেন মা?

বন। আমি কুমার রাধামাধব সিংহের অন্বেষণে এসেচি। তাঁর সহিত আমার বনে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আপনি কি বল্‌তে পারেন, তিনি কোথায় থাকেন?

সোহাগ। মা আমি কুমার রাধামাধব সিংহের বাড়ীর দাসী। আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন। দেবী আপনাকে দেখে কত সুখী হবেন এখন।

বন। দেবীর কাছে যেতে আমার বড় ভয় হ'চ্চে। কিরূপ সম্ভাষণ কর্‌তে হয় তা আমি জানিনে। কি ব'ল্‌তে কি ব'ল্‌বো।

সোহাগ। আপনি তার জন্য চিন্তা ক'র্‌বেন না। আপনি তাঁকে দেখেন নি ব'লেই একথা ব'ল্‌চেন। রাগ যে কাকে বলে তা তিনি জানেন না। আমরা এতদিন তাঁর কাছে আছি, তা একদিনও একটা রুষ্ট কথা শুনিনি। আমি বল্‌চি আপনি চলুন, তাঁকে দেখে আপনি কত সুখী হবেন এখন। আর কুমারের সহিতও দেখা হবে।

বন। তবে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(উৎসবানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ)

উৎ। এতটা কষ্ট এতটা পরিশ্রম সকলই বিফল হ'লো? এখন কি ব'লে রাজ-সমীপে দণ্ডায়মান হবো তাতো ভেবে স্থির ক'ত্তে পাচ্ছিনে। আমি তো উত্তমাশার ন্যায় রাজকুমারের নিকট দর্শন দিব, কিন্তু আমি যে কেবল কুয়াশা তাতো আর তিনি জানেন না। আমার নিতান্ত

দুরদৃষ্ট। কি যে এক রকমের সময় পড়েচে, যে কর্ম্মে হস্ত-ক্ষেপ করি তাতেই একটা না একটা বিঘ্ন ঘটে। আশা ক'রে যখন যে কার্য্যে পদ প্রসারণ করি, তখনই অমনি অজ্ঞাত কূপে পতিত হই। যখন সময় সুপ্রসন্ন ছিল, তখন দুঃসাধ্য কার্য্যও অতি সহজে সুচারু রূপে সম্পন্ন হ'তো, এখন সামান্য কার্য্যেও লজ্জা পেতে হয়। একার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই অবৈধ হয়েছে। তখন ব'ল্লেই হ'তো যে মহারাজ, একার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদন হবে না। "আশ্রিতা-নাম্ সদা ভয়ং"। কি আশ্চর্য্য, স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্নও সামান্য অর্থের লালসায় বিক্রয় ক'র্‌তে হয়। অর্থই অনর্থের মূল। এর জন্য লোকে দাসত্ব স্বীকার কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না, আবার সেই অর্থ অবহেলন-পূর্ব্বক অপব্যয় কর্‌তেও ক্রুটি করে না। যে আর্য্য জাতির ভয়ে পৃথিবী কম্পিত ছিল, যে আর্য্য জাতি ভারত-ভূমিকে গৌরবান্বিত ক'রে ছিলেন, যে আর্য্য জাতির বেদ-প্রভাবে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিও সশঙ্কিত থাক্‌তেন, সেই আর্য্য জাতি এক্ষণে সামান্য অর্থের নিমিত্তে রাজ-কিঙ্কর হয়েচে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেখানে সেখানে যেতে হ'চ্চে—যা করা অবিধি তা ক'ত্তেও দ্বিরুক্তি করা যায় না। তা আমি কি ক'র্‌বো, আমি তো আর সাধ্য মত চেষ্টা ক'ত্তে ক্রুটি করি নাই, এতে যদি মহা'

রাজ বিরক্তি প্রকাশ করেন, করবেন। আমরা ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাই আমাদের উপজীবিকা, না হয় ভিক্ষা ক'রেই উদর পরিপূরণ ক'রবো।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নমস্কার গোঁসাইজী, মঙ্গল্‌তো?

উৎ। আর ওকথা জিজ্ঞাসা করোনা। এই সময়টা যদি অধ্যয়নের জন্য ব্যয় ক'ত্তেম, তাহ'লে মহাভারত খানা মুখস্থ ক'রে ফেল্‌তে পার্ত্তেম। দেখ মহাভারত কি চমৎকার গ্রন্থ। বেদব্যাসের রচিত। ব্যাসদেব গোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করার মনন ক'রে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিনের নিকট গমন করেন। অনবসর বশতঃই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হৌক, তাঁরা লিখ্‌তে অসম্মত হ'য়ে, গণেশকে লিখ্‌তে বলেন। গণেশ স্বীকৃত হ'য়ে ব্যাসদেব গোস্বামীকে বলেন, আমি লেখনী হস্তে ধারণ ক'ল্লে আমার লেখনী আর স্থগিত থাক্‌বে না। ব্যাসদেব ব'ল্লেন আমার শ্লোকের অর্থ না বুঝে তুমিও লিখ্‌তে পা'রবে না। উভয়ে এই প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে গ্রন্থ লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ব্যাসদেব গোস্বামী কোন স্থানে শ্লোকের অর্থ এরূপ জটিল ক'রে গিয়েচেন যে তাহার অর্থ সংগ্রহ করা নিতান্ত সুকঠিন—তাকেই লোকে ব্যাস-কূট ব'লে ব্যাখ্যা করে।

দূত। যে কর্ম্মে গেছ্‌লেন সে কর্ম্মের মঙ্গল তো?

উৎ। আর মঙ্গল—কিছুই ক'রে উঠতে পারি নাই।

দূত। বলেন কি? আপনি যে বড় সর্ব্বনাশের কথা কহিলেন। মহারাজ আপনার জন্য বড় ব্যস্ত আছেন।

উৎ। ব্যস্ত থাক্‌লে কি হবে? এতো আর মাটির জিনিস নয় যে হাতদিয়ে গ'ড়ে আন্‌বো। দেখ, রাজা রাজড়ার এক কাণ্ডই আলাহিদা। "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকূলেষুচ"।

দূত। আমি সেই কথা বল্‌ছি মহারাজ সে কর্ম্মের জন্য ভারি ব্যস্ত আছেন, একথা শুন্‌লে আরো ব্যস্ত হবেন।

উৎ। রেখে দেও তোমার ব্যস্ত—এক জনের সর্ব্বনাশ এক জনের পৌষ মাস। স্থূলেই ভুল তা আমি কি ক'র্‌বো। তুমি এখন কোথা যা'চ্চো।

দূত। আমি কুমারজীকে একখানা পত্র দিতে যাচ্চি।

উৎ। রাজকুমার লিখেচেন বুঝি? রাজকুমার এখন কি ক'চ্চেন?

দূত। মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আর সেনাপতি মহাশয়ের সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা ব'ল্‌চেন। আপনি এখন সেখানে যাবেন?

উৎ। হাঁ যেতেতো চাই।

দূত। যান আর দেরি ক'র্বেন না। তবে আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

উৎ। (স্বগত) আমার যাওয়ার কথা দেখ্চি রাজধানীতে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েচে। কার্য্যটা সম্পন্ন ক'রে আস্তে পা'ল্লে সুখের বিষয় ছিল। এখন লোককে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। যাই, আর বৃথা চিন্তা ক'র্লে কি হবে ?

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাগান।

[রাজকুমার আসীন]

রাজা। আমার কি দুর্ভাগ্য, এমন মহামূল্য রত্ন হাতে পেয়ে হারালেম। লোকে রত্নের অন্বেষণে গিরি-গুহায় অথবা সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ ক'রে কত কষ্ট ভোগ করে, সৌভাগ্য-ক্রমে সেই মণি আপনা হ'তেই আমার নিকট উপস্থিত হ'য়েছিল। দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ তখন সাদরে গ্রহণ না করাতেই বোধ হয় অভিমান-ভরে অন্তর্হিত হয়েচে। আহা কি চমৎকার রূপ-লাবণ্য, কি সুঠাম গঠন, কি মধু-মাখা কথা—আমি তাহ'তে জন্মের মত একেবারে বঞ্চিত হ'লেম। আমার বোধ হয়, 'তিনি মানবী নন; এমন রূপ-মাধুরী মানবীতে কখন সম্ভবে না। কোন মায়াবিনী মনুষ্য-রূপ ধারণ ক'রে আমায় ছলনা ক'রতে এসেছিলেন। বন-

মধ্যে তাঁর সহিত যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি যেরূপ সদালাপে পরিতুষ্ট করেছিলেন, তাঁর পিতা মাতার কথা যেরূপ বর্ণন করেছিলেন, তাতে মায়াবিনীই বা কিরূপে সম্ভবে? বিশেষতঃ মহর্ষি কেশবাচার্য্য একজন যোগ-প্রভাবশালী মহাত্মা, তা হ'লে তিনি অনায়াসেই জান্‌তে পা'র্‌তেন। যাই হউক্ না কেন, আমার সর্ব্বনাশের জন্যই যে এসেছিলেন তার আর কোন সন্দেহ নাই। মন! তুমি যে আশালতা অবলম্বন করেছিলে তার তো মূলোৎপাটন হয়েচে, তবে কেন বৃথা চিন্তায় আকুলিত হ'য়ে আর আমাকে দগ্ধ ক'চ্চো? যখন সেই সরল-প্রাণা মনোহারিণীর পাণি-গ্রহণে বিমুখ হ'লেম, তখনই জন্মের মত আমার অন্তর হ'তে পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ একেবারে তিরোহিত হ'য়েচে। এখন আমার জীবন ধারণ কেবল দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্য; আর আমার বেঁচে থাকায় ফল কি? এখন আমার জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান।

(সখার প্রবেশ)

রাজা। এস, পত্র পেয়েছিলে?

সখা। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। ব'সো। (সখার উপবেশন) গোঁসাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েচে?

সখা। আজ্ঞে হাঁ হয়েছিল।

রাজা। এখন কি করি? আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিক্‌ই শূন্যময় দেখি। এমন যে সুশীতল-মলয়-মারুত-প্রস্ফুটিত-সুরভি-কুসুম-পরিমল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হ'চ্চে, তাও আজ আমার নিকট অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হ'চ্চে। যে গোলাপ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হ'য়ে প্রত্যহ আমাকে মৃদু মধুর হাসিতে পরিতৃপ্ত ক'র্‌তো, আজ যেন সেই বিষাদে মলিন হ'য়ে একেবারে মুদিত হ'য়ে র'য়েচে। যে কমলিনী মানসসরোবরে নৃত্য কচ্চিলো, অকস্মাৎ প্রবল ঝড়ে তাহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে উড়িয়ে নিয়ে গেল। জগতের কোন বস্তুই আমার অন্তঃকরণে সুখ-দায়ক ব'লে বোধ হ'চ্চে না।

সখা। কুমার! যে কর্ম্মের উপায়ান্তর নাই, তার জন্য চিন্তা ক'রে ভাবি-বিপদ্ আহ্বান করা, আপনার ন্যায় সদ্-বিবেচকের অনুচিত। আমাদিগের চেষ্টার তো কোন ক্রুটি হয় নাই। বরং যদি অন্য কোন উপায় থাকে তা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য; আপনি সর্ব্বদা চিন্তাকুলিত থাক্‌লে রাজ-কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা। পাছে বসুন্ধরা জল-মগ্না হয়, এজন্যই মহাসাগরের তরঙ্গ সহসা নিবৃত্ত হ'য়ে থাকে।

রাজা। আমি সব বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু এখন বুঝেও

বুঝ্‌তে প্যাচ্ছিনে। আমার হৃদয়-মন্দিরে সেই বিশ্ব-বিমোহিনী ললনার প্রতিমূর্ত্তি, ক্ষণে ক্ষণে চপলার ন্যায় প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে দাহন ক'চ্চে—আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। ভাই, আমি কি আর তাঁকে দেখ্‌তে পাবো না?

সখা। কুমার! শোকে, মোহে যত আবৃত হবেন, ততই কষ্ট পাবেন। মানব-জীবনের দুঃখ ভার লাঘব কর্‌বার জন্যই পরমেশ্বর শোককে ক্ষণ-স্থায়ী ক'রে দিয়েচেন। অতএব ধৈর্য্যই এ রোগের মহৌষধি।

রাজা। সেই মোহিনী-মূর্ত্তি একবার যার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হ'য়েছে, তাহা নিরঙ্কিত করা কি কষ্ট, সে ব্যতীত অন্যে জান্‌তে পারে না। আমি শোক তিরোহিত কর্‌বার জন্য মনের কপাট যত দৃঢ়রূপে বন্ধ করি, সে ততই সজোরে হৃদয়-দ্বার ভগ্ন ক'রে অনায়াসে প্রবেশ করে—আমি কোনক্রমেই তাহাকে নিবারণ ক'র্‌তে পারি না।

সখা। সহজে অপসারিত করা যায় না বটে, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। চেষ্টাতে অসাধ্যও সিদ্ধ হয়। শোক বিস্মৃত হবার চেষ্টা করুন অবশ্যই শান্তি-লাভ ক'র্‌বেন।

রাজা। মরুভূমি কি কখন জল সেচনে উর্ব্বরা হয়? আমার এখন শান্তির চেষ্টা জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি। যেই

মনে করি তাঁকে ভাব্‌বো না, অমনি সেই 'তাঁকে' শব্দ, মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার নিকট আবির্ভূত হয়।

সখা। আপনি যখন এত যত্নেও কৃতকার্য্য হ'তে পাচ্চেন না, তখন অন্যের সহায়তা গ্রহণ করাই উচিত।

রাজা। এমন দয়াবান্ কে আছেন যে আমার দুঃখ দূর ক'র্‌বেন?

সখা। কেন? কোন রাজকুলোদ্ভবা পরমাসুন্দরী সরলার পাণি-গ্রহণ করুন, সেই দেবীই আপনার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হ'য়ে বর্ত্তমান অধিকারিণীকে সিংহাসন-চ্যুতা ক'র্‌বেন।

রাজা। ভাই! তুমি যতই কেন বল না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'চ্চে তাঁর বিচ্ছেদে কোন যুবতীই আমার অন্তঃকরণে স্থান পাবে না। কেন একটী রাজ-কন্যাকে দুঃখের সাগরে ভাসাবো? আমার ইচ্ছা একবার আমি বনে প্রবেশ ক'রে, তাঁর বিশেষ অন্বেষণ করি। তাঁকে পাই, আমার পরম সৌভাগ্য, নচেৎ যাবজ্জীবন বনে বাস ক'রে, কোন প্রকারে দিন অতিবাহিত ক'র্‌বো। এমন যে রাজ্য-সুখ, সেও আমার পক্ষে এখন বিষবৎ বোধ হ'চ্চে।

সখা। যখন এই রাজ্য-শাসনের ভার আপনি গ্রহণ ক'রেচেন, তখন আপনি যাবজ্জীবন বনে থাক্‌লে উপায়হীন

প্রজাদের গতি কি হবে? দেখুন সীতার বিচ্ছেদে রামচন্দ্র কাতর হ'য়েও রাজ্য-শাসনে কখন পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজ্যে অরাজক তা হ'লে তজ্জনিত পাপ রাজারই হয়। অতএব আপনি রাজধানীতে থেকে রাজ্য-শাসন করুন, আমিই বনে গমন ক'রে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধান করি।

রাজা। ভাই হে! বৃথা কেন আমাকে রাজ্যের প্রলোভন দেখাচ্চো, আমি কি আর রাজ্য-শাসনে সক্ষম আছি? সেই ললনার বিচ্ছেদানল আমার বুদ্ধি ও বলকে একেবারে দগ্ধ ক'রে ফেলেচে। এখন আমি কেবল জড় পদার্থের ন্যায় রয়েছি। তুমি রাজ্য-শাসন কর, আমি বনে গমন ক'রে তাঁর অনুসন্ধান করি।

সখা। আপনি এক্ষণে শোকে তাপে জর্জ্জরীভূত হ'য়ে যে প্রকার কাতর হ'য়েছেন, বনের কষ্ট আপনার কখনই সহ্য হবে না।

রাজা। এখন আমার যে অবস্থা হ'য়েচে, রাজ্যে থাকা না থাকা উভয়ই সমান; বরং বনে থাক্‌লে আমি অনেক সুস্থ থাক্‌তে পার্‌বো।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজকুমার অভিবাদন করি।

রাজা। বসুন।

মন্ত্রী। (উপবেশন)

রাজা। আপনি এমন অসময়ে এখানে এলেন কেন?

মন্ত্রী। রাজ্ঞীর কোন আদেশ নিয়ে এসেছি।

রাজা। তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; তিনি কি অনুমতি ক'রেছেন? বলুন।

মন্ত্রী। আপনার পরিণয়েচ্ছা অবগত হ'য়ে রাজ্ঞী যেমন সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন, আবার গোঁসাইজীর প্রমুখাৎ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে তেমনি দুঃখিত হ'য়েচেন। যখন সে বিষয়ে হতাশ হওয়া গেল তখন অবিলম্বে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া তাঁর অভিপ্রায়; ইতিপূর্ব্বে আপনি যখন বনে ছিলেন, তখন কলিঙ্গ দেশের রাজ-দুহিতার সহিত আপনার বিবাহ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হ'য়েছিল; যদি আপনার অভিমত হয়, তবে সেই শুভকর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন কর্‌বার চেষ্টা করা যেতে পারে। কলিঙ্গ-দেশাধিপতিও এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ ক'রেচেন।

রাজা। মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, তৎ প্রতিপালনে ত্রুটি ক'র্‌লে তুষানলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, আমার উদ্দেশ্য-বিবাহ-সম্বন্ধে আরো চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো কত দূর কৃতকার্য্য হ'তে পারি। যদি একান্তই বিফল হই, তখন বিবাহ করি না করি বিবেচনা ক'র্‌বো।

আপনি মার নিকট আমার শত সহস্র প্রণাম জানিয়ে বিনয়-সহকারে ব'ল্‌বেন, তিনি যেন এ বিষয়ে আমাকে কোন আজ্ঞা প্রদান না করেন।

সখা। কুমার! আপনার এই কথা শুনে রাজ্ঞী অত্যন্ত দুঃখিত হবেন—তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! আমি আপনাকে আর অধিক কি ব'ল্‌বো, মা যাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন আপনি তাই ক'র্‌বেন। তিনি অসন্তুষ্ট হ'লে আমার আর নিস্তার নাই।

মন্ত্রী। আপনার উদ্দেশ্য সাধন জন্য কি উপায় অবলম্বন ক'র্ত্তে ইচ্ছা ক'চ্চেন?

রাজা। আমি মানস করেছি আমি স্বয়ং বনে গিয়ে তাঁর অন্বেষণ ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। বলেন কি রাজকুমার, এ যে ভয়ানক সর্ব্বনাশের কথা! আপনি স্বয়ং সেখানে গেলে রাজ্যের কি গতি হবে? বিশেষতঃ অর্পণা দেশ অধুনা আমাদের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়েছে; সে রাজ্যের শাসন-প্রণালী এ পর্য্যন্ত শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয় নাই—প্রজারা সময়ে সময়ে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত ক'চ্চে; শীঘ্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপন না ক'র্‌লে

রাজ্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে, তাহারও আশ্চর্য্য নাই, এমন সময়ে রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাওয়া নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ।

রাজা। আমি যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি, তখন আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? আমার নিকট রাজ্য যেন শ্মশান সদৃশ বোধ হ'চ্চে। আপনিই যা হয় একটা বিবেচনা ক'রে করুন গিয়ে।

মন্ত্রী। ভেক কি কখন পৃথিবীর ভার সহ্য ক'র্‌তে পারে? আপনি এতে ঔদাস্য প্রকাশ ক'ল্লে, আমার কি শক্তি যে আপনাকে প্রবোধ দেই। যদি সেই কথাটির অনুসন্ধান করা আপনার মানস হয়, তবে এত লোক জন সত্ত্বেও আপ-নার স্বয়ং বনে গমনের আবশ্যক কি? আজ্ঞাতে যে কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হ'তে পারে, তাতে কেন বৃথা ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌বেন?

সখা। মন্ত্রী মহাশয় তো ভালই ব'লেচেন। আদেশ কর্‌বামাত্র যখন সহস্র সহস্র লোক বনে গিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর অনুসন্ধান করে, তখন আপনার বনে যাওয়া প্রয়োজন কি?

রাজা। ভাই, বনে যাওয়া যদি আমার কষ্ট বিবেচনা হ'তো তবে কেন তোমাদের উপদেশ অবহেলা ক'র্‌বো।

আমি বনে গেলেই তাঁর দেখা পাব, এই আশাতেই আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়েছে। যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁর দেখা না পাই, তবে যে বন একদা তাঁর প্রভায় উজ্জ্বল ছিল, সেই বন আমার আবাস-ভূমি হবে।

মন্ত্রী। রাজকুমার! বনে যাওয়ার কথা আর মুখে আন্‌বেন না। বন-গমনের কথা শুনে প্রাণ যে কেমন ক'চ্চে, তা অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন। যদি এই মুহূর্ত্তে মস্তকে বজ্রাঘাত হয় তাও অনায়াসে সহ্য ক'র্‌তে পারি, কিন্তু আপনি বনবাসী হবেন এ কথা কোন মতেই সহ্য হয় না।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! আমার জন্য আর আক্ষেপ ক'র্‌বেন না। আমার মা যাতে কষ্ট না পান তাই ক'র্‌বেন। পিতার পরলোক-গমনান্তে জননী আমার মুখ দেখেই সকল শোক সম্বরণ করেছিলেন। আমি নিতান্ত বালক ছিলাম, পাছে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল হয়, এজন্য সকল চিন্তা সকল পরিতাপ অন্তর্হিত ক'রে, রাজ্য শাসনে ও আমার লালন পালনে প্রবৃত্ত হয়েন। আশা করেছিলেন আমি বড় হ'লেই সুখের দেখা পাবেন। আমি তাঁর নিতান্ত হত-ভাগ্য সন্তান, সুখী করা দূরে থাক, এক্ষণে পাগলের ন্যায় মত্ততার পরবশ হয়ে তাঁকে চির দুঃখে নিমগ্ন ক'র্‌তে চল্লেম।

সখা। কুমার! আপনি বনে গেলে রাজমাতা কি কখন

রাজধানীতে থাকতে পারবেন? তিনিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা ক'রবেন। তখন আপনি তাঁকে ফেলে কোন প্রকারে বিশেষ অনুসন্ধানার্থে যেখানে সেখানে ইচ্ছা ক'রলেই যেতে পারবেন না, তা হ'লে আপনার বনে যাওয়া না যাওয়া সমান হবে। আপনি রাজধানীতে থাকুন, লোক জন সঙ্গে নিয়ে আমি বনে গমন করি।

মন্ত্রী। রাজকুমার! আপনি গেলে আমরাও আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হবো। আপনি বনবাসী হ'য়ে সুখী হ'লে আমাদেরও সুখ।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! আমার মনের ভাব সখার কিছুই অবিদিত নাই। আপনার নিকট সকল কথা ব'ল্‌তে আমার লজ্জা হ'চ্ছে। আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে কল্য প্রত্যুষে আমার বনগমনের আয়োজন ক'রে দিবেন। আমার শরীর অত্যন্ত কাতর হ'য়েছে, আমি এখন চল্লেম।

(সকলের গাত্রোত্থান ও রাজার প্রস্থান)

সখা। মন্ত্রী মহাশয়! বসুন। এতো দেখ্‌চি বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত। ইনি যেরূপ উন্মত্ত হয়েচেন তাতে নিবৃত্তি করা সুকঠিন। এখন কি করা যায়—আপনি কি বলেন?

মন্ত্রী। আমি আর কি বল্‌বো আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হয়েছি। এসকল কন্দর্পের লীলা খেলা, এর

মধ্যে আমার কোন বুদ্ধিই প্রবেশ ক'চ্চে না। দেখুন দেখি কি আশ্চর্য্য! ইনি পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে লোককে কত উপদেশ দিয়েছেন, এখন ওঁকে উপদেশ দিলে বুঝতে পারেন না।

সখা। মন্ত্রী মহাশয়! এটী মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা। যাহারা অপরের বিপদে বিজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ দেয়, তাহারাও আত্ম-বিপদের সময় অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করে। এ অবস্থায় যাতে কুমারকে সৎপরামর্শ দিয়ে বাধ্য ক'র্‌তে পারেন তারই চেষ্টা করা উচিত।

মন্ত্রী। আমার বিবেচনায় শীঘ্র দার পরিগ্রহ করাই উচিত। তা হ'লে এসকল চিন্তা ক্রমে হ্রাস হয়ে আস্‌বে।

সখা। উনি তাতে সম্মত হ'চ্ছেন কৈ? আপনি যেরূপ ব'ল্লেন তাহ'লে তো আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। আমি এ সম্বন্ধে অনেক ব'লে দেখেছি। তাতে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস দেখি না। এ ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় থাকে আপনি বলুন, তারই চেষ্টা করা যাক্।

মন্ত্রী। আমি তো আর কোন উপায় দেখিনে।

সখা। তবে আপনি বিশেষ অনুরোধ ক'রে যাহাতে শীঘ্র উনি দার-পরিগ্রহ করেন, তার চেষ্টা করুন। আপনাকে কুমার যে প্রকার মান্য করেন, বোধ হয় আপনার কথা কখনই অবহেলা ক'রবেন না।

মন্ত্রী। বলেন কি মহাশয়! আপনার ও কুমারের এক আত্মা আপনি যাতে কৃতকার্য্য হ'তে পা'ল্লেন না, তাতে আমি যে কৃতকার্য্য হবো এমন তো বোধ হয় না। আচ্ছা আপনি ব'ল্‌চেন আমি সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো।

সখা। যা হউক মহাশয়! উঁহাকে কোন মতেই বনে যেতে দেওয়া হবে না। যদি একান্তই আমাদের কথা না শোনেন, তবে রাজ্ঞীকে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা জন্মাতে হবে। কুমারের যে প্রকার মাতৃভক্তি, তাতে তিনি কোন ক্রমেই মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার'বেন না।

মন্ত্রী। এই উচিত পরমার্শ বটে। রাজ্ঞী অনুরোধ ক'র্‌লে ওঁকে বাধ্য হয়ে রাজধানীতে থাক্‌তে হবে।

সখা। কুমারকে রাজধানীতে রেখে, বরং ওঁর সন্তোষের জন্য সেই কন্যাটীর অনুসন্ধানে লোক জন সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

মন্ত্রী। কোন প্রয়োজন করে না; সে কেবল বৃথা অর্থ ব্যয়। বনের মধ্যে কি না কি দেখেচেন তার ঠিক্ কি? আর যদি প্রকৃতই মনুষ্য হয়, তবে গোঁসাইজীর মুখে যে প্রকার বৃত্তান্ত শুন্‌লেম, তাতে বোধ হয় সে আর বেঁচে নাই। কোন হিংস্রক জন্তুতে তাকে বিনষ্ট ক'রেচে।

সখা। অর্থ ব্যয় নিষ্প্রয়োজন হ'লেও, সামান্য অর্থের

জন্য কুণ্ঠিত হওয়া এ সময় উচিত নয়। ওঁর প্রতীতির জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় তুচ্ছ কথা।

মন্ত্রী। এ পরামর্শ নিতান্ত অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু আপনার কষ্ট ক'রে যাওয়ার প্রয়োজন কি? কয়েক জন সৈন্য-সহ একটী বিশ্বাসী লোক পাঠান যাক্। পাওয়া যায় ভালই।

সখা। তবে চলুন তাহারই উদ্যোগ করিগে।

মন্ত্রী। আচ্ছা চলুন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সখার বাটী।

সখা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! প্রণয়ের গতি কি ভয়ানক প্রবল! মনুষ্যের সকল বৃত্তিই যত শীঘ্র উত্তেজনা হয়, আবার তত শীঘ্র অবসাদনা জন্মে, কিন্তু প্রণয়ের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহার উত্তেজনা অতি শীঘ্রই জন্মে। অবসাদনা কোনক্রমেই হতে চায় না। নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রম হলে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্ধ হয়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিদ্বেষ জন্মে, এমন কি আহারাদিতেও অভিলাষ থাকে

না। কুমারের এমন যে প্রফুল্ল বদন তা একেবারে মলিন হয়ে গিয়েচে। চক্ষু সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দিকে টান্‌চে। যদি এখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাতেও কোন বিষম সঙ্কট উপস্থিত হবার আশ্চর্য্য নাই। আমি তো কোন উপায় ভেবে ঠিক্ পাইনা। কি ক'রে তাঁর মনঃশান্তি ক'র্‌বো, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারিনা। যদি অন্বেষণ ক'রে বনদেবীকে পাওয়া যায়, তাহা হলে তো আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়, তবে যে কি হবে সেই এক বিষম চিন্তা।

(সোহাগের প্রবেশ।)

সখা। কি চাও ?

সোহাগ। আমাদের বাড়ীতে একটী অপূর্ব্ব সন্যাসিনী এয়েছেন্, তাঁর রূপের কথা আর কি বল্‌বো, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। এমন মিষ্টি কথা কখন শুনিনি। মায়ের সঙ্গে কথা কচ্চেন যেন অমৃত ঢেলে দিচ্চেন! তিনি তাঁকে পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত খুসি হয়েচেন তা আর কি বল্‌বো—আমাকে একশ-বার আশির্ব্বাদ কচ্চেন আর্ বল্‌চেন সোহাগ তুই পথে থেকে মাণিক কুড়িয়ে এনেচিস্।

সখা। তুমি তাঁকে পেলে কি করে ?

সোহাগ। আমি পুরুত বাড়ী থেকে আস্‌ছিলেম, আমা-

দের তেমাথা পথে দেখি ব'সে কাঁদচেন, দেখে আমার বড় ভক্তি হলো, আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম মা! আপমি কাঁদেন কেন? তাতে তিনি আপনার নাম ক'রে ব'ল্লেন, আপনার সঙ্গে না কি তাঁর কি কথা আছে, তাতেই আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এয়েচি।

সখা। আমার সঙ্গে কথা আছে?

সোহাগ। আমরা কত ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লেম তা তিনি কিছুই বল্লেন না। আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চেন। এবার বনে নাকি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সখা। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল? আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এসোতো।

(সোহাগের প্রস্থান)

সখা। বনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল—কৈ না? আমার সঙ্গে যে কোন সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, এমন তো স্মরণ হয় না। কেবল বনদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল; তিনি তো সন্ন্যাসিনী নন্—তাঁর তো এখানে আস্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কে এলো? হয় তো কোন সন্ন্যাসিনী বনমধ্যে আমাকে দেখে থাক্‌বেন—আমি তাঁকে দেখিনি, অথবা দেখে থাক্‌বো স্মরণ হচ্চে না। জগদীশ্বর কি এমন দিন দেবেন ইনি বনদেবী হবেন? আহা! যদি যথার্থই বনদেবী

হন, তবে আজ রাজধানী আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। জগদীশ্বর কি তা কর্‌বেন? (বনদেবীকে আসিতে দেখিয়া) একি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না কি একাগ্র চিত্তে চিন্তা কর্‌চি বলে আমার ভ্রম হচ্চে। সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই বর্ণ, তবে কি ইনিই বনদেবী?—ইনি যে বনদেবী তার আর সন্দেহ নাই।

(সোহাগের সহিত বনদেবীর প্রবেশ।)

সোহাগ। আপনার যা কথা থাকে বলুন, আমি এখন কাজ করি গে।

বন। যাবেন—

(সোহাগের প্রস্থান।)

সখা। আপনি এখানে কেমন করে এলেন—কৈ কিছু বল্‌চেন না, যে?

বন। বল্‌তে পা—

সখা। আমার নিকটে বল্‌তে আপনি সঙ্কুচিত হবেন না।

বন। বল্‌তে পারিনে।

সখা। আমার নিকট বল্‌তে কেন লজ্জা কচ্চেন?

বন। মনে করি লজ্জা কর্‌বো না, কিন্তু লজ্জা যেন আপনি এসে উপস্থিত হয়।

সখা। আপনি বৃথা কেন লজ্জা কচ্চেন, বলুন?

বন। আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, আমি এসেছি।

সখা। আপনি কি একা এসেচেন?

বন। না।

সখা। তবে আপনাকে কে সঙ্গে নিয়ে এলো?

বন। তাঁর নাম জানিনে।

সখা। আপনি তাঁকে কোথায় পেলেন?

বন। কেন আপনি কি জানেন না?

সখা। আমি কি ক'রে জান্‌বো?

বন। কেন আপনিই তো তাঁকে রেখে এসেছিলেন।

সখা। আমি রেখে এসেচি?

বন। কেন, আপনি যখন বন-মধ্যে মধুর সম্ভাষণে মোহিত ক'রে চ'লে এলেন, অমনি তিনি এসে ব'ল্লেন তুমি তাঁর অনুসরণে চলো আমি তোমাকে সাহায্য ক'র্‌বো। এমন মোহিনীমূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই—ঠিক্ যেন আপনার মত। আমি যখন বাড়ী হ'তে এলেম তখন আমার হৃৎকম্প হ'তে লাগ্‌লো, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভয়ে চক্ষু মুদিত ক'র্‌লে সেই মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পেতেম না। চক্ষু উন্মীলন ক'রে যেমন দেখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তেম আর তাঁকে দেখ্‌তে পেতেম না। তাঁর সাহায্যেই আমি এখানে এসেচি।

সখা। (স্বগত) বিসয়টি কি? ইনি কি ব'ল্‌চেন? (প্রকাশ্যে)

অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলেম। আমি আপনারই অন্বেষণে বনে যাচ্ছিলাম।

বন। কি? আমারই অন্বেষণে বনে যাচ্ছিলেন—না গিয়ে ভালই করেচেন। যেতে বড় কষ্ট—সে কষ্টের কথা মনে হ'লে এখনো ভয় হয়।

সখা। কষ্ট ক'রে আপনার আস্‌বার প্রয়োজন ছিল কি? আমিই তো যাচ্ছিলেম্।

বন। আমি থাক্‌তে পার্‌লেম্ কৈ? আপনি চ'লে এলেন, আমার মন যে কি রকম ক'র্ত্তে লাগ্‌লো তা আমি ব'ল্‌তে পারিনে! মনে ক'র্‌লেম্ আপনাকে ডেকে আপনার সঙ্গে আসি; আপনি যে তাড়াতাড়ি চ'লে এলেন, আমি আর ডাক্‌বার অবকাশ পেলেম্ না।

সখা। আচ্ছা, এসেচেন ভালই করেচেন। আমার কতকগুল কথা আছে, আপনি একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

বন। মনোযোগ দিয়ে আবার কি রকম শুন্‌তে হয়? আপনি ব'লবেন আমি শুন্‌বো—আমি ব'ল্‌বো আপনি শুন্‌বেন্।

সখা। (স্বগত) আহা সরলতার কি মধুর ভাব! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আপনি শুনুন।

বন। বলুন্।

সখা। আমাদের রাজকুমার, যিনি এই অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—যিনি রূপে গুণে অভেদ কন্দর্প—যাঁর দয়া গুণে সকলে বশীভূত—আমরা যাঁর প্রতিপাল্য তিনি আপনার পাণিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ ক'রেচেন।

বন। বেশ্ তো। পাণিগ্রহণ কর্‌বেন? কর্‌বেন। আপনার কাছে তো রাত্ দিন থাক্‌তে পার্‌বো?

সখা। তা কি ক'রে পার্‌বেন? আপনি রাজমহিষী হবেন, রাজ-অন্তঃপুরে থাক্‌বেন।

বন। না, না, তবে আমি চাইনে। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন। আমি আপনারই অন্তঃপুরে থাক্‌বো।

সখা। তা কি হ'তে পারে? তিনি যখন আপনাকে বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন, তখন আমি আপনার পাণিগ্রহণ কি ক'রে ক'র্ত্তে পারি?

বন। কেন, তাতে দোষ কি? না—আপনিই আমার পাণিগ্রহণ ক'র্‌বেন।

সখা। আপনি পাণিগ্রণের অর্থ বুঝেচেন তো?

বন। বুঝ্‌বো না কেন? আপনিই তো ব'লেচেন যে পাণিগ্রহণ করে তার অন্তঃপুরে থাক্‌তে হয়।

সখা। (স্বগত) আহা! সরলতায় মলিনত্ব স্পর্শ ক'র্ত্তে

পারে না; দাসত্বের ভাব এঁর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। (প্রকাশ্যে) আপনি রাজাকে পাণি দান করুন- তা হ'লে এই অসীম সাম্রাজ্যের রাজরাণী হ'তে পার্‌বেন, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'র্ত্তে পার্‌বেন, দাস দাসীতে পরিবেষ্টিতা হ'য়ে সুখে কাল যাপন ক'র্ত্তে পার্‌বেন। রাজা আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়েচেন।

বন। ব্যস্ত হ'লেই যদি পাণিগ্রহণ ক'র্ত্তে হয়, তবে আমিও আপনার জন্য ব্যস্ত, আমি আপনাকে পাণি দান ক'ল্লেম।

সখা। এ কথাটা বলা ভাল হয় নাই। পাণি দান এক জনকে ক'ল্লে আর অন্য কাকেও পতিত্বে বরণ করা যায় না। সতীর সর্ব্বস্ব রত্ন স্বামী। একবার পাণি দান ক'রে অন্য পুরুষকে বরণ করা দূরে থাকুক, মনে স্থান দিলেও পাপ হয়। অতএব আপনি ওকথায় ক্ষান্ত দিয়ে মহারাজকে পতিত্বে বরণ করুন।

বন। কেন? ভালই তো বলেচি—আপনি তো ব'ল্লেন এক জনকে পাণি দান ক'ল্লে আর কাকেও বরণ করা যায় না। তা আমি যখন আপনাকে পাণি দান ক'ল্লেম তখন আর কাউকে কি ক'রে পতিত্বে বরণ কর্‌বো?

সখা। আমি যা বল্‌চি আগে অগ্র পশ্চাৎ বি:বচনা

করুন। আপনি রাজমহিষী হবেন তাতে কেন অসম্মতা হ'চ্চেন? কে স্বর্গ-সুখ পরিত্যাগ ক'রে নরকে যেতে চায়?

বন। কেন বারংবার ওকথা ব'ল্‌চেন? মনে মনে ভাব্‌লেই যদি পতিত্বে বরণ করা হয়, তবে প্রথমতঃ আপনাকে যে দিন বন-মধ্যে দেখেচি, সেই দিনই আপনাকে পতিত্বে বরণ করেচি। আপনার চরণই আমার রাজ্য, আপনার নিকট থাক্‌তে পেলেই আমার রাজত্বভোগ হবে।

সখা। আপনি বারংবার ওকথা আমাকে ব'ল্‌বেন না।

বন। আপনাকে ব'ল্‌বো না তো কাকে ব'ল্‌বো? আমি কি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও থাক্‌তে পারি? আমি আপনার চরণের কাছে রাজ্য-সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করি।

সখা। রাজকুমার যখন পাণিগ্রহণে অভিলাষী হ'য়েচেন, তখন কি ক'রে আমি আপনার পাণিগ্রহণ করি? আপনি রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করুন, তা হ'লে আমি সর্ব্ব প্রকারে সুখী হই।

বন। আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে আপনার কি সুখী হওয়া উচিত।

সখা। রাজকুমার আপনার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়েচেন। রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে অহর্নিশি আপনার চিন্তায় মগ্ন। আপনার অনুসন্ধান না পাওয়াতে রাজধানীর সমস্ত লোক

অস্থির। আমি কি এমন অবস্থায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি?

বন। যে পিতা মাতার কৃপায় জীবন ধারণ করেচি, যাঁরা কত কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাকে লালন পালন করেছেন, যাঁদের বৃদ্ধাবস্থায় আমিই একমাত্র গতি, কেবল আপনার মুখ দেখে তাঁদের ফেলে এসেচি। পথের এত ক্লেশকেও ক্লেশ জ্ঞান করি নাই। মনে করেছিলেম আপনার দেখা পেলেই আমার সকল দুঃখ দূর হবে—তা—আপনার দোষ কি, আমারই অদৃষ্টের দোষ। বিধাতা অদৃষ্টে সুখ লিখ্‌লে আপনি কখনই এরূপ ব'ল্‌তেন না। আপনার দাসী ব'লেই আপনাকে আত্ম-সমর্পণ করেচি—এদেহে আর আমার অধিকার নাই, অর্পিত দেহ অন্য কাকেও দান ক'রে আমি কি ব্যভিচার-দোষে দোষী হ'তে পারি?

সখা। আমি আপনার কথায় সম্মত হ'লে সাধারণে আমাকে বিশ্বাস-ঘাতক অথবা অকৃতজ্ঞ মনে ক'র্‌বে, আর আমার হিতাহিত জ্ঞানও আমাকে যাতনা দেবে। আপনি রাজমহিষী হবেন, এতে কেন আপত্তি করেন? সুখভোগ ছেড়ে কে দুঃখ কামনা করে?

বন। এমন যে অমূল্য সতীত্ব রত্ন, তা কি সামান্য সুখের

জন্য কেউ দিতে পারে? আপনি লোক-ভয়ে কাতর, আমি ধর্ম্ম-ভয়ে কুণ্ঠিত। আপনিই বলেচেন সকলেই স্বর্গ-সুখ বাসনা করে, কে পাপী হয়ে নরকে যেতে চায়, অধিনীকে অমন আজ্ঞা ক'র্‌বেন না।

সখা। এ কার্য্য আমার সাধ্য হ'লে আমি ক'র্ত্তেম, কিন্তু আমার অসাধ্য। যাঁর অন্নে প্রতিপালিত, যাঁর অনুগ্রহে সম্মানিত, তাঁর অন্তরে ব্যথা দেওয়া কৃতঘ্নের কর্ম্ম।

বন। নাথ! তবে কি চিরদুঃখিনীকে দুঃখ-সাগরে ভাসান আপনার উচিত? বড় আশা ক'রে আমি এসেচি, আমাকে নিরাশ কর্‌'বেন না। আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু আমি অন্য কাকেও মনে স্থান দিতে পা'র্‌বো না। আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

সখা। আমি তো আপনাকে ব'লেচি—আপনিই বিবেচনা ক'রে বলুন দেখি, আমি কি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'তে পারি?

বন। নাথ! বড় আশা করেছিলেম আপনার সেবা ক'রে সুখী হবো। আমি যখন বাড়ী হ'তে চ'লে আসি, আমার বাম-চক্ষু স্পন্দিত হ'য়েছিল, নাথ! তার ফল কি এই ফ'ল্‌লো? পথের কোন ক্লেশই আমার ক্লেশ জ্ঞান হয়

নাই—হিংস্রক জন্তুরাও আমাকে হিংসা করে নাই। তার পরে যখন রাজপথে ব’সে নিরুপায় হ’য়ে ভাব্‌ছিলেম, আপনার দাসীই আমাকে দয়া ক’রে নিয়ে এলো। নাথ! এ সকলই তো শুভ লক্ষণ। আপনার মিষ্টি কথাতে আমার আশালতার অঙ্কুরও বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌লো। আমি মনে করেছিলেম বিধি বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। পূর্ব্বে যদি এমন হবে জান্‌তেম, তবে আমি কখনই আস্‌তেম না। নাথ! উপায়-হীনের প্রতি কৃপা ক’র্‌লে আপনাকে কেউ নিন্দা ক’র্‌বে না।

সখা। আপনি যাই কেন বলুন না, আমি এতে কোন মতেই সম্মত হ’তে পারি না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বন। তবে কি যথার্থই আমায় পরিত্যাগ ক’ল্লেন? নাথ! আমি আপনার চরণ ধ’রে মিনতি ক’চ্চি, দাসীকে চরণ ছাড়া ক’র্‌বেন না, আপনি বই অনাথার আর কোন গতি নাই; আপনি যদি অধিনীকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার চরণে আত্মঘাতিনী হবো। (পদতলে পতন)

সখা। ছি ছি করেন কি? (হস্ত ধরিয়া উত্থাপন) আমি তো আপনাকে ভেঙ্গেই ব’লেচি, আমার অবস্থা দেখে আমায় ক্ষমা করুন।

বন। তবে কি এত আশার ধন আমি জন্মের মত হারা'লেম, অধিনীর সকল সুখ কি একেবারে শেষ হ'লো— দাসী বড় আশা ক'রে এসেছিল। এত ক্লেশ এত যন্ত্রণা সব কি বিফল হলো। হায়! মৃত্যু! তুমি কোথায়? এই মুহূর্ত্তেই কেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'লো না? হায়! আমার কেন এ দশা ঘ'ট্‌লো? আমি কি লজ্জার মাথা খেয়ে এজন্য এসেছিলেম? আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হায়! আমার এত আশা সব ফুরালো—এখন আমার উপায় কি হবে। আমি কি ব'লে আর পিতা মাতাকে মুখ দেখাব? জননী! তুমি কোথায়? কোমাকে ফেলে এসেছি, বুঝি সেই অপরাধেই আমার এ দশা ঘট্‌লো। মা গো! তোমার বড় আহ্লাদের বনদেবীকে একবার এসে দেখে যাও। মা গো! তোমার চরণ দেখে যে ম'ত্তে পার্‌লেম না, এই আমার মনে বড় দুঃখ রইলো; মা! আমি চল্লেম, আমার কি শেষে এই হলো? ওঁ ওঁ (মুর্চ্ছা)।

সখা। সোহাগ, সোহাগ, শীঘ্র একবার এদিকে এসোতো।

(সোহাগের প্রবেশ।)

সোহাগ। একি! একি! কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ!! ইনি এমন হ'লেন কেন অ্যাঁ—

সখা। দেখ ইনি হঠাৎ মুর্চ্ছা গেছেন, তুমি এঁকে সান্ত্বনা প্রদান ক'রে নিয়ে যাও।

সোহাগ। (মুর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া) মা! আপনি এখন চলুন, পরে সুস্থির হ'য়ে আপনার যা কিছু বল্‌বার থাকে ব'ল্‌বেন।

(কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবস্থাপন্না বনদেবীকে লইয়া সোহাগের প্রস্থান।)

সখা। (স্বগত) এখন কি করি। আমার তো কোন দিকেই নিস্তার নাই, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই বিপদের ভীষণ মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু দেখ্‌তে পাই না। ইনি যে রূপ উন্মত্তা হ'য়েচেন, অভিলাষ পূর্ণ না হ'লে ইনি যে আত্মঘাতিনী হবেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। রাজকুমারও ওঁর জন্য যেরূপ ব্যস্ত হয়েচেন, ওঁকে না পেলে তিনিও সুস্থির হন, এমন সম্ভাবনা নাই। যে দিকেই হোক সর্ব্বনাশ হবেই হবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি এই সর্ব্বনাশের কারণ হ'লেম, এখন কি করা কর্ত্তব্য (চিন্তা) আমার এস্থান পরিত্যাগ করাই উচিত, তাহ'লে আমি উভয় সঙ্কট হ'তে নিস্তার পাই। আমাকে না দেখে হয়তো বনদেবীও রাজকুমারের প্রতি অনুরক্তা হ'তে পারেন। যাই আর ভাবলে কি হবে। আমার এস্থান পরিত্যাগ করাই নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাড়ী।

রাজকুমার, মন্ত্রী, সেনাপতি, উৎসব গোঁসাই আসীন।

মন্ত্রী। এ উপযুক্ত পরামর্শই হয়েচে, কেন না রাজকুমারের যাওয়াতেও যে কথা, কুমার রাধামাধব সিংহের যাওয়াতেও সেই কথা। কুমার রাধামাধব সিংহ যেরূপ ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্যই প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হন না এ তো মহারাজের কার্য্য।

সেনা। তার আর সন্দেহ কি—এখন উভয় কূলই রক্ষা হলো। রাজকুমার রাজ্ঞীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাতে রাজ্ঞী মহা সন্তুষ্ট হয়েচেন।

উৎ। হবে না কেন, রাজকুমারের যেরূপ মাতৃভক্তি তিনি যে জননীর আজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌বেন, এ আর আশ্চর্য্য কি!

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ব'লেই আমি এই ঘৃণিত কার্য্যে সম্মত হ'লেম। এমন নরাধম পাষণ্ড কে আছে যে আপন সুখের জন্য বন্ধুকে ক্লেশ দেয়। যাঁকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে যুগ সহস্রের ন্যায় জ্ঞান করি,

যৎসামান্য কার্য্যের জন্য সেই বন্ধুকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? আমি কি বন্ধুর কার্য্য ক'ল্লেম, না—নিতান্ত অপদার্থের ন্যায় কার্য্য করেছি।

(পত্র হস্তে দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হউক। কুমার রাধমাধব সিংহ এই পত্র খানা পাঠিয়েছেন।

রাজা। দেখি (পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ) মন্ত্রী মহাশয়—সর্ব্বনাশ হয়েচে।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ?

রাজা। আমি বল্‌তে পারিনে আপনারা পড়ে দেখুন।

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ)

(মন্ত্রীর পত্রপাঠ।)

বহুসম্মান পুরঃসর মমানুগ্রহকারক—

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ কুমার কন্দর্পেশ্বর সিংহ

মহারাজ অখণ্ড প্রণয়াস্পদেষু—

রাজকুমার! যে বনদেবীর জন্য আপনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহার জন্য রাজধানীর সমস্ত লোক ব্যস্ত, এবং যাঁহার অনুসন্ধানে আমার বন-গমন আবশ্যক হইয়াছিল, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় তিনি স্বয়ংই আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বনদেবীকে

দেখিয়া আমি দুর্লভ মণি হাতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু বড় হরিষে বিষাদ হইল। যে বনদেবীকে কমলিনী বলিয়া বোধ ছিল তিনি যে ভুজঙ্গিনী তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তাঁহার কি মতিভ্রম হইয়াছে তিনি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে কোন ক্রমেই সম্মতা নহেন। আমি যত বুঝাইতে লাগিলাম ততই বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে বরণ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। রাজকুমার! আমার কি দুর্ভাগ্য! আপনার এত আগ্রহের সামগ্রী আমি আপনাকে স্বহস্তে প্রদান ক'ত্তে পার্‌লেম না, স্বহস্তে প্রদান করা দূরে থাকুক আমি স্বয়ংই তাহার প্রতিবন্ধক হইলাম। বনদেবীর মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইবে আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি যখন একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়েছি তখন এস্থান পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমি স্থানান্তরিত হইলে হয় তো বনদেবী আপনার প্রতি অনুরক্তা হইতে পারেন। মনে বড় ইচ্ছা ছিল যাওয়ার সময় আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ ক'রে যাই, কিন্তু আপনাকে মুখ দেখাইতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে; আমি কোন্ মুখে বলিব, আপনার অভিলষিতা বনদেবী আমার প্রতি অনুরক্তা। আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইতে পারি-

লাম না বলিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার বৃদ্ধা মাতার শেষ অবস্থায় তাঁহার নিকটে থাকিয়া চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ মনে বড় রহিল। আপনি তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন। জননী যখন আমার শোকে অধীরা হইবেন, আপনি তখন তাঁহাকে মা বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন। আমার শেষ ভিক্ষা, আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, বনদেবী যেন আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়া আপনার চিত্ত বিনোদন করেন নিবেদনমিতি—

আপনার একান্ত অনুগত

শ্রীরাধামাধব সিংহ।

রাজা। এত দিনে আমি সকল সুখে বঞ্চিত হ'লেম, যখন কুমার রাধামাধব সিংহ আমাকে ছেড়ে গেলেন তখন আমার বেঁচে আর ফল কি? তবে কেন আমি দুঃখের ভার বহনের জন্য পাপ জীবন ধারণ করি। এই মুহূর্ত্তেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে দুঃখের শেষ কর্‌বো। ভাই শিশুকাল হ'তে তুমি যে এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌তে না। আমি না খেলে তুমি খেতে না। আমি যৎসামান্য বিপদে প'ড়লে তুমি বিপদ সাগরের ন্যায় জ্ঞান ক'রে আমার উদ্ধারের জন্য কত চেষ্টা ক'র্‌তে। আমি তোমার নিকট

অপরাধ ক'ল্লে তুমি আপন গুণে মার্জ্জনা ক'রে সদুপদেশ দ্বারা আমাকে প্রবোধ দিতে। এখন কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে? হায় হায়! কেন আমি মৃগয়ায় গিয়েছিলেম, কেন আমি বনদেবীকে চক্ষে দেখেছিলেম। বনদেবি! তুমি যদি আমার প্রিয় বন্ধুর প্রতি অনুরক্তা হয়েছিলে, তবে কেন পূর্ব্বে আমার নিকটে এলেনা, আমি তার পায়ে ধ'রে তাকে সম্মত কর্‌তেম। ভাই তুমি যে লিখেছ, "আমিই প্রতিবন্ধক হলেম" সে তো মিছে কথা, আমিই এই সর্ব্বনাশের মূল। রে ঘৃণিত মন! তুই কেন বনদেবীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলি। মন্ত্রী মহাশয়! (রাজার গাত্রোত্থান ও সকলের গাত্রোত্থান) যেখানে প্রিয় বন্ধু রাধামাধব সিংহ গিয়েছেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই সেই খানে যাব।

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) দেখ্‌চেন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ইনি একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়েচেন, শীঘ্র যাতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন তার চেষ্টা করুন। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন না ক'র্‌লে আমরা কোন কথাই ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে।

রাজা। আচ্ছা, আমি বস্‌লেম, বলুন, কি বল্‌বেন (হঠাৎ উপবেশন)

মন্ত্রী। অগ্রে পত্রের ভাব বিলক্ষণ রূপে অনুধাবন করা উচিত।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! ও পত্রের কথা আর উল্লেখ ক'র্‌বেন না। পত্রের কথা মনে হ'লে আমার প্রাণ যে কেমন করে তা আমি কথায় ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে। সেনাপতি মহাশয়! আমি কি আর কুমার রাধামাধব সিংহকে দেখ্‌তে পাব?

সেনা। পুনর্ব্বার যে দেখা হবে না পত্রের মর্ম্মে তো এমন বোধ হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য এই যে তিনি স্থানান্তরিত হ'লে বনদেবী আপনাকে অবশ্যই পতিত্বে বরণ ক'র্‌বেন।

উৎ। কুমার রাধামাধব সিংহ যৎ সামান্য ব্যক্তি নন, তিনি অবশ্য বিবেচনা ক'রেই করেচেন।

রাজা। সেনাপতি মহাশয়! এওকি কথা আমি কি আর বনদেবীর পাণিগ্রহণ কর্‌তে পারি?

মন্ত্রী। রাজকুমার! যে কার্য্যের উপায়ান্তর আছে তার জন্যে বৃথা চিন্তা ক'রে কেন মনকে ক্লেশ দিচ্চেন। সামান্য ব্যক্তিরাই বিপদে কাতর হ'য়ে হিতাহিত বিবেচনায় একেবারে অক্ষম হয়। কুমার রাধামাধব সিংহ এখনো অনেক দূর যেতে পারেন নাই, অতএব অনুসন্ধান কর্‌লে অবশ্যই তাঁকে পাওয়া যাবে। মহারাজের আদেশ হউক, সৈন্যগণ নানা স্থানে, নানা দেশে, নানা নগরে, নানা পল্লীতে, বিজন বনে ও গিরি গহ্বরে তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রুক অবশ্যই তাঁর

সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, যদি একান্তই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া না যায়, তবে যা হয় বিবেচনা ক'রে ক'র্‌বেন।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! সাক্ষাৎ পেলেই বা কি হবে? তিনি যখন আমাকে না ব'লে চ'লে গেছেন, তখন কি আর তিনি রাজ্যে আস্‌বেন?

সেনা। যদি তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তখন আনয়নেরও উপায় করা যেতে পার্‌বে। আমাদের কথায় না আসেন, মহারাজ স্বয়ং গিয়ে অনুরোধ ক'রে আন্‌বেন, তিনি আপনার কথা কখনই অবহেলা ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

উৎ। তিনি অবশ্যই শুন্‌বেন, রাজকুমারের কথায় তিনি কখনই অসম্মত হবেন না।

রাজা। সেনাপতি মহাশয়! আমি কি ব'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রাজধানীতে থাক্‌বো? আমার তো মনুষ্যের প্রাণ, আমি কোন মতেই স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বো না, চলুন, আমরা সকলেই তাঁর অনুসন্ধানে যাই, দেখা পাই, পরম সৌভাগ্য নচেৎ আমিও তাঁর অনুকরণ ক'র্‌বো।

উৎ। মহারাজ! অমন কথা ব'ল্‌বেন না, তা হ'লে রাজ্যের গতি কি হবে? আমাদের আর কেউ নাই, আমাদের উপায় কি হবে?

সেনা। রাজকুমার! রাজ্যের কি হবে এওতো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিই ভার রইলো।

মন্ত্রী। আমি বাল্যকাল অবধি এই বিপুল সংসারে প্রতিপালিত হ'য়ে আস্‌চি। এখন মহারাজ বনে যাবেন আমি কি ক'রে রাজধানীতে থাক্‌বো? প্রাচীন হয়েছি, মনে করেছিলেম, রাজকুমার সক্ষম হয়েছেন, আমি অবসর নিয়ে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হব, তা এ দেখ্‌ছি পদে পদেই প্রতিবন্ধকতা।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! বনদেবীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌বেন, তাঁর যেন কোন প্রকারে ক্লেশ না হয়; তাঁকে যেন কেহ কোন কথা না বলে। গোঁসাইজী! এই বিপদের সময় আপনাকেও কিঞ্চিৎ সাহায্য ক'ত্তে হবে।

উৎ। আজ্ঞা করুন, আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।

রাজা। বনদেবী যখন একাকিনী এসেচেন, তখন হয় তো তাঁর পিতা মাতা তাঁর বিচ্ছেদে জীবন্মৃত হ'য়ে আছেন; তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া উচিত। আপনি একবার সেখানে গিয়েছিলেন, পুনরায় আপনাকে ক্লেশ স্বীকার ক'র্ত্তে হ'চ্চে। আপনি সেখানে গিয়ে তাঁহাদিগকে এই সকল কথা ব'ল্‌বেন; আর যদি তাঁদের এখানে আন্‌তে পারেন, তা হ'লে বড় ভাল হয়। তবে চলুন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সখার বাড়ী।

বিমলা, বনদেবী ও সোহাগ আসীন।

বিমলা। (বনদেবীর প্রতি) মা! তোমার দোষ কি? আমারি অদৃষ্টের ফল; পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলাম তারই প্রতিফল এখন ভোগ করি। আমি রাজার মেয়ে রাজমহিষী ছিলাম, এখন সর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিখারিণী হয়েচি। মনে করেছিলেম আমার রাধামাধব বড় হ'লে আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে—বিধাতা যার ললাটে সুখ লেখেন নাই তার কিছুতেই সুখ হয় না।

সোহাগ। দেবি! আপনি চক্ষের জল ফেল্‌বেন না, এতে আমাদের কুমারের অমঙ্গল হয়।

বিমলা। সোহাগ! আমার রাধামাধব কি আবার ঘরে আস্‌বে? আর কি আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে?

সোহাগ। দেবি! আপনি কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না। রাজকুমার যখন স্বয়ং গিয়েছেন, তখন অবশ্যই তাঁকে নিয়ে আস্‌বেন।

বিমলা। বাবা যখন কারো কাছে কিছু ব'লে যান্‌নি তখন সে আশা বৃথা। বাবার যদি পুনরায় দেশে আস্‌বার ইচ্ছা থাক্‌তো, তা হ'লে অবশ্যই কাউকে কিছু ব'লে যেতেন।

বন। মা! এই হতভাগিনীই এই সর্ব্বনাশের মূল।

বিমলা। কেউ কার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে পারে না মা; যার যে কপালের ভোগ সেই ভোগ করে। আমি পাপ ক'রে-ছিলেম তাই ভুগ্‌চি, তোমার দোষ কি মা? যখন ম্লেচ্ছরা রাজ্য কেড়ে নিলে, যখন অকালে নিতান্ত দুঃসময়ে মহা-রাজকে হারালেম, তখন তো আর তুমি আমার কাছে ছিলে না মা? তখনও যে বিধি বাম হ'য়েছিল, এখনও সেই পোড়া বিধাতাই এই বিষম বাদ সাধ্‌চে। তোমার অপ-রাধ কিছুই নাই মা।

সোহাগ। আহা! মুখে যেন অমৃত, এমন যে দুঃসময়, তাতে ও প্রবোধ দিচ্চেন। বিধাতঃ! এমন মানুষের কপালেও এমন দুঃখ লিখেছিলে?

বন। বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি কেন এসেছিলেম? সকলই তো আমার মনের মত হয়েছিল, আমার কপাল মন্দ তা নইলে আমার এমন সর্ব্বনাশ হবে কেন?

সোহাগ। থাক্ আপনি আর খেদ ক'র্‌বেন না। আপনি কাঁদ্‌লে উনি আরো অস্থির হবেন এখন।

বিমলা। সোহাগ! লক্ষ্মী আমার ঘরে আপনিই এসেছিল; মনে করেছিলেম রাধামাধবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে মনের সুখে আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌বো, তা বিধি ব'লে বোস্ আমোদ আহ্লাদ করিস্ এখন।

সোহাগ। দেবি! আপনি ও কথা মুখে আন্‌বেন না; আপনি দেখ্‌বেন, কুমার অবশ্যই আস্‌বেন; পরমেশ্বর ক'ল্লে আমরা এই বউ নিয়েই আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তে পারবো।

বিমলা। সোহাগ! তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমার ভাগ্যে কি তা হবে?

সোহাগ। (জনান্তিকে বনদেবীর প্রতি) আপনি দেবীর মুখে কিছু দেবার চেষ্টা করুন।

বন। (সোহাগের প্রতি) আমি কোন্ মুখে ব'ল্‌বো?

সোহাগ। (বনদেবীর প্রতি) আপনি বলুন, আপনার কথা অবশ্যই শুন্‌বেন।

বন। (বিমলার প্রতি) মা! আমার ব'ল্‌তে বড় ভয় হয়।

বিমলা। কি কথা মা?

বন। মা আপনি স্নান—

বিমলা। মা! অমন কথা ব'লোনা, আমি তো পূর্ব্বেই ব'লেচি, আমার বাবা ফিরে না এলে আমি স্নানও ক'র্‌বো না, পোড়া পেটেও কিছু দেবো না।

সোহাগ। দেবি! আপনার আর কে আছে যে আপনাকে ব'ল্‌বে, যাই আমিই স্নানের উদ্যোগ ক'র্ত্তে ব'লে আসি।

সোহাগের প্রস্থান।

বিমলা। না, না, না, না। আহা! মার আমার মুখ খানি একেবারে মলিন হ'য়ে গিয়েছে। মা! তুমি কিছু মুখে দাওগে।

বন। মা! আমি বনবাসিনী, চির-দুঃখিনী, সকল ক্লেশই সহ্য ক'ত্তে পারি; আমার জন্য চিন্তা ক'র্‌বেন না, আপনি স্নান করুন।

সোহাগের পুনঃ প্রবেশ।

সোহাগ। মন্ত্রী মহাশয় এসেছেন।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

বিমলা। মন্ত্রী মহাশয়! আমাকে আর কি দেখ্‌তে এসেছেন? কঠিন প্রাণ কোন মতেই বার্ হয় না, তাই দেহে আছে। বাবা কখন আমায় কাঁদ্‌তে দিতেন না কাঁদ্‌লে ব'ল্‌তেন মা! আমি রয়েচি তোমার দুঃখ কি? এখন যে বাবা তুমিই আমায় কাঁদাচ্চো, কে আমায় সান্ত্বনা করে? বাবা! তুমি তো সুবোধ, তুমি আমায় না ব'লে তো কখন কোন কাজ করোনি, তবে কেন আমায় না ব'লে নিশীথ রাত্রে একাকী চ'লে গেলে? যদি বনে যাওয়াই তোমার ইচ্ছা হয়েছিল, তবে কেন তোমার দুঃখিনী জননীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না? আমি বন-মধ্যে তোমার বিধু-মুখ দেখে দিনান্তে ফল মূল আহার ক'রেও রাজ্য-সুখ ভোগ ক'র্‌তুম। মন্ত্রী মহাশয়! আমি বড় দুঃখিনী, আমাকে মা বলে এমন ত্রিসংসারে কেউ নেই। আপনি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব রাধামাধবকে এনে দিন্। আপনার কথা বাবা কখন অমান্য ক'র্‌বেন না।

মন্ত্রী। দেবি! আপনি অধীরা হবেন না। রাজকুমার যখন স্বয়ংই গিয়েছেন, তখন অন্বেষণে কখন ত্রুটি হবে না।

বিমলা। মন্ত্রী মহাশয়! আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

মন্ত্রী। আপনি কোন আশঙ্কা ক'র্‌বেন না। সৈন্য-

শ্রেণী চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে ফেলেচে। সেনাপতি মহাশয় এবং প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীগণ তাঁর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েচেন। রাজকুমার স্বয়ং অশ্বারোহণে চতুর্দ্দিকে অনবরত ভ্রমণ ক'চ্চেন। কুমার রাধামাধব সিংহ যেখানে থাকুন না কেন, রাজকুমার তাঁকে আন্‌বেনই আন্‌বেন। দেবি! আপনি তজ্জন্য কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না।

বিমলা। মন্ত্রী মহাশয়! রাজকুমার যে সাধ্যমত অন্বেষণে ত্রুটি ক'র্‌বেন না, তা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আমার যে ভাঙ্গা কপাল।

মন্ত্রী। আপনি অমন কথা ব'ল্‌বেন না। রাজকুমার প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছেন তাঁকে না নিয়ে কখন রাজধানীতে প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন না।

বিমলা। মন্ত্রী মহাশয়! এযে আরো সর্ব্বনাশের কথা, আমার যে পোড়া কপাল, কি ছিলাম, কি হয়েচি; আরো যে বিধাতা কি লিখেছেন তাই বা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? আমি যখন যে ডাল ধরি, তখনই সেই ডাল ভেঙ্গে পড়ে। শেষে কি এক জনের জন্যে দুজনকেই হারাবো? হাজার হউক কন্দর্পেশ্বর বালক, আপনি শত হ'লেও বৃদ্ধ, আপনার কথা দু জনেই শোনে, আমার মনে নিচ্চে আপনি গেলে অনায়াসে আন্‌তে পার্‌বেন।

মন্ত্রী। আপনি ব'ল্লে অবশ্যই আমাকে যেতে হয়। তবে কি না রাজধানী শূন্য থাকে, গতিকেই বাধ্য হ'য়ে আমাকে থাকৃতে হয়েচে। আপনি কোন চিন্তা ক'র্বেন না, আমি বিবেচনা করি, রাজকুমার, কুমার রাধামাধব সিংহকে নিয়ে সত্বর প্রত্যাগমন ক'র্বেন। রাজকুমার যাওয়ার সময় ব'লে গিয়েছেন, যে, যে কন্যাটি এসেছেন তাঁর যেন কোন কষ্ট অথবা অমর্য্যাদা না হয়।

বিমলা। মন্ত্রী মহাশয়! আমার কি মনুষ্যের প্রাণ নয়, আমি কি এমন লক্ষ্মীকে অনাদর ক'র্তে পারি? মা আমার কত শুশ্রূষা ক'চ্চেন, আহা! চক্ষের জলে বাছার বুক ভেসে যাচ্চে। মা! তোমার দোষ কি? আমাদের অদৃষ্টে দুঃখ আছে ব'লেইতো এই ঘটনা হয়েচে।

মন্ত্রী। আহা! মুখ খানি শুকিয়ে গেছে তবু কেমন জ্যোতিঃ, মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তবে আমি যাই, আপনারা আর কোন চিন্তা কর্বেন না।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

বন। মা! আর বেলা নেই, আপনার স্নান না হ'লে, এরা কেউ খেতে পা'চ্চে না। আপনি চলুন।

বিমলা। আমি আর স্নানাহার ক'র্বো না। চল মা তোমায় কিছু খাওয়াই গিয়ে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার বাটী।

(নেপথ্যে মঙ্গলধ্বনি) জয় রাজাধিরাজ কন্দর্পেশ্বর সিংহের জয়।

রাজা, সখা ও সেনাপতির প্রবেশ।

রাজা। সেনাপতি মহাশয়! বসুন। (সকলের উপবেশন) ভাই! একটী অনুরোধ তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

সখা। আপনি আজ এমন কথা ব'ল্‌চেন কেন? আপনার মুখ হ'তে এমন বাক্য নিঃসৃত হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেম। আপনি বলুন, কি অনুরোধ?

রাজা। আমি যা ব'ল্‌বো তার ভাল মন্দ বিবেচনা না ক'রে তোমাকে তা ক'র্‌তে হবে। আগে বল 'কর্‌বো'।

সখা। রাজকুমার! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, তৎপ্রতিপালনে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি স্বীকৃত আছি। আপনিতো কখন আমাকে এ প্রকার সম্ভাষণ করেন নাই, আজ কেন পুনঃ পুনঃ এরূপ ব'ল্‌চেন? এতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে। আমাকে বলুন, আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে কখন পরাঙ্মুখ হব না।

রাজা। তুমি যে আমার কথা প্রতিপালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পার, তা আমি বিলক্ষণ জানি; আমি এক্ষণে যা ব'ল্‌বো অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, তোমাকে সেই কার্য্য ক'র্ত্তে হবে।

সখা। রাজকুমার! আপনি আমার মন জেনেও যে এরূপ ব'ল্‌চেন, এতে যে আমার কি পর্য্যন্ত কষ্ট হ'চ্চে তা সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জান্‌চেন। আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়, কিম্বা অনলে প্রবেশ ক'র্ত্তে হয়, তাতেও আমি এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

রাজা। তবে বলি শুন।

সখা। বলুন।

রাজা। ভাই! তুমি বনদেবীর পাণি-গ্রহণ কর।

সকলে। আমাদেরও সেই ইচ্ছা।

রাজা। কৈ কিছু ব'ল্‌চো না যে?

সখা। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু এতে আমার কতকগুলি কথা আছে, অগ্রে আপনি শুনুন, পশ্চাৎ যাহা হয় অনুমতি ক'রবেন।

রাজা। আমিতো পূর্ব্বেই ব'লেচি, তুমি কোন আপত্তি না ক'রে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হবে।

সখা। রাজকুমার! আমাকে রাজভোগে প্রতিপালন

ক'রে, সুসজ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়ে, সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়ে, কি প্রজ্জ্বলিত কলঙ্ক-সাগরে নিক্ষেপ ক'র্ত্তে ইচ্ছা করেন? আমি আপনার প্রতিপাল্য, আপনার আশ্রিত; আমার মান, অপমান, সুখ্যাতি, অখ্যাতি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সকলই আপনার উপর নির্ভর করে, আপনিই বিবেচনা ক'রে অনুমতি করুন।

সেনা। আপনি যা ব'ল্‌চেন তা যথার্থ, কিন্তু বিবাহাদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, দময়ন্তী নলের প্রতি একান্ত অনুরক্তা থাকায়, নল, দেবতাদিগের অনুমতিক্রমে, দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ ক'রে, কি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ কার্য্য করেছিলেন? আপনি রাজকুমারের অনুমতিক্রমে একার্য্যে সম্মত হ'লে কোন মতেই কলঙ্কভাজন হবেন না।

রাজা। ভাই! আমি যখন তোমাকে অনুরোধ ক'চ্চি, তখন তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তুমি যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো; তুমি তো কখন আমার কথা অবহেলা কর নাই?

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজকুমার! অভিবাদন করি।

রাজা। (হস্ত দ্বারা আসন নির্দ্দেশ করিয়া) ভালই হয়েচে,

মন্ত্রী মহাশয়! সখাকে আমি বনদেবীর পাণিগ্রহণ ক'র্ত্তে অনুরোধ ক'চ্চি, উঁনি আমার কথায় অসম্মত হ'চ্চেন।

সখা। কুমার! আপনি কেন আমাকে অপরাধী ক'চ্চেন? আমি কি আপনার কথায় অসম্মত হ'তে পারি? মন্ত্রী মহাশয়! আপনি প্রাচীন, বহুদর্শী, আমাদের অপেক্ষা এই পৃথিবীর লোকের ব্যবহারাদি সহস্র গুণে অধিক অবগত আছেন, আপনি বলুন দেখি, কেউ কি উপকারকের অভি-লষিত কামিনীর পাণিগ্রহণ ক'রে যাবজ্জীবন কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হ'তে পারে?

মন্ত্রী। আমি এ সম্বন্ধে কথা ব'ল্‌তে সঙ্কুচিত হচ্চি। আপনারাই যাহা হয় একটা বিবেচনা ক'রে করুন। আমি এখন প্রাচীন হয়েচি, এ সম্বন্ধে আমি আর কি ব'ল্‌বো? বিবাহ কার্য্য ভবিতব্যের নির্বন্ধ—এমন অনেক স্থানে দেখা গিয়েচে, পাত্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও, কন্যার অনভিমতে বিবাহ হয় নাই, অথবা কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকাতেও, পাত্রের অনভিমতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই; এমনও অনেক স্থানে দেখাগিয়েছে বর ও কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু ঘটনাক্রমে অভিভাবকের অনভিপ্রায়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই; বর্ত্তমান ঘটনাতে দেখা যাচ্চে যে, কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, আপনাকে বরণ করেন; রাজকুমারও সরলচিত্তে যখন

আপনাকে অনুরোধ ক'চ্চেন, তখন আপনি বিবাহ্ ক'ল্লে আমার বিবেচনায় কোন দোষের কারণ হ'চ্চে না; এখন আপনার অভিপ্রায়।

রাজা। ভাই! তুমি বিষণ্ণভাবে চিন্তা ক'চ্চো কেন? তুমিতো জান, আমি বনদেবীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি, তিনি যাতে সুখী হন, আমার চিত্ত সেই জন্যই ব্যগ্র। বনদেবী যখন তোমাকে পতিত্বে বরণ ক'র্ত্তে অভিলাষ করেছেন, আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌চি আমারো তাতে মহাসুখ, বিশেষতঃ আমার হৃদয়ের সামগ্রী আমার প্রিয়বন্ধুর হস্তে অর্পণ ক'ল্লেম, এ অপেক্ষা আমার আহ্লাদের বিষয় কি আছে? ভাই! বন-দেবী সরলা, নিরপরাধা, তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়। বনদেবীর পাণিগ্রহণ ক'রে আমি যেমন সুখী হ'তেম, তিনি তোমার সহধর্ম্মিণী হ'লেও, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক সুখী হবো। আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বনদেবীকে তোমার কোমল করে অর্পণ ক'ল্লেম, তুমি সাদরে গ্রহণ ক'রে আমাকে চরিতার্থ কর। যদি আমার কথা প্রতিপালন না কর, তবে আমি এই দণ্ডেই জটা-বল্‌কল ধারণ ক'রে বনে গমন ক'র্‌বো।

সেনা। এখন আর আপনি কোন মতেই অসম্মত হ'তে পারেন না।

সখা। রাজকুমার! যদি আপনি অগ্রে দার-পরিগ্রহ করেন, তবেই আমি আপনার কথায় সম্মত হ'তে পারি।

মন্ত্রী। এ ভাল কথাই ব'লেছেন; আপনি যেমন বিজ্ঞ সেই রূপই বলেছেন, এতে বোধ হয় রাজকুমারও অসম্মত হবেন না।

রাজা। আমি অবশ্যই বিবাহ ক'র্‌বো; সহসা তো আর ঘটে উঠ্‌চে না।

মন্ত্রী। আপনি বিবাহ ক'র্‌বেন; রাজকন্যার অভাব কি? এ কথা শুন্‌লে সহস্র সহস্র রাজা আপনাকে কন্যা সম্প্রদান ক'ত্তে ইচ্ছা প্রকাশ ক'র্‌বেন। ইতি পূর্ব্বেই নিবেদন করেচি যখন আপনি মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, তখন রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে কলিঙ্গ দেশের রাজ-দুহিতার সহিত আপনার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত ক'রে রাজ-ভট্টকে সেখানে পাঠান হয়েছিল। কলিঙ্গ-স্বামী রাজকুমারের নাম শ্রবণ ক'রে, অতীব আহ্লাদ-সহকারে, তাঁর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান ক'ত্তে স্বীকৃত হয়েছিলেন, রাজকুমারের অনুমতি প্রতীক্ষায়, আমরা এ পর্য্যন্ত কোন কথা স্থির করি নাই, রাজভট্টের মুখে রাজ-কুমারীর বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, ও গুণের কথা শুনে, রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, ঐ ক্যার সহিত আপনার বিবাহ হয়।

রাজা। জননীর যদি অভিপ্রায় হ'য়ে থাকে, তাতে আমার অসম্মতি নাই; কিন্তু কিরূপে এত শীঘ্র সম্পন্ন হ'তে পারে?

মন্ত্রী। রাজ-সংসারে অভাব কি? অনুমতি হ'লে একার্য্য যাতে শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাই করা যেতে পাবে। শুনেছি বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন হওয়াতেই, কলিঙ্গ-দেশাধিপতি মহা সমারোহের সহিত সমস্ত আয়োজন ক'র্ত্তে প্রস্তুত হয়েছেন।

সেনা। কলিঙ্গ-দেশাধিপতি তো সামান্য রাজা নন; বিশেষতঃ যখন আমাদিগের এই রাজ-কূলে কার্য্য কর্‌বেন, তখন যে পূর্ব্ব-হ'তেই উদ্যোগ ক'র্‌বেন তার আর আশ্চর্য্য কি?

রাজা। যদি আপনাদের সকলেরি অভিমতি হয় তবে যেরূপ ক'র্ত্তে হয় করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

রাজা। কেমন ভাই' এখন তো আর তোমার আপত্তি নাই।

সখা। আপনি যখন ব'ল্‌চেন তখন আমার আপত্তি থাক্‌লেও সম্মতি।

সেনা। মন্ত্রী মহাশয়। যাহাতে এই পরিণয় ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাই করুন।

মন্ত্রী। এ আমাদের পরম আহ্লাদের কার্য্য, যখন রাজ-আদেশ পেয়েচি, তখন যাতে শীঘ্র সম্পন্ন ক'ত্তে পারি, তাই ক'র্‌বো।

রাজা। গোঁসাইজী এখন আস্‌চেন না কেন?

মন্ত্রী। বোধ হয় গোসাইজী বনদেবীর পিতাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌চেন, সেই জন্যই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'চ্চে।

রাজা। এ পরিণয়ক্রিয়া তাঁর পিতার সমক্ষে হ'লেই বড় সুখের বিষয় হ'তো।

সেনা। আজ্ঞা হাঁ, তা হ'লে কার্য্যটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়।

মন্ত্রী। তার আর সন্দেহ কি? অল্পের জন্যে এ ত্রুটি কেনই বা রাখা যাবে। বোধ হয় গোসাইজী সত্বর তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে আস্‌বেন।

রাজদূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজের জয় হউক। মহারাজ। গোঁসাইজী গোবিনসিংহকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

রাজা। (সহর্ষে) এসেচেন? মন্ত্রী মহাশয়! তবে আপনি শীঘ্র যান, তাঁর যথাবিধি সৎকার করুন গিয়ে। দেখ্‌বেন যেন কোন ত্রুটি না হয়। তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক,

এরূপ অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ক'ল্লে তাঁর সম্মান রক্ষা করা হয় না। সন্ধ্যার পরে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

রাজা। সখে! চল আমরা মাতৃচরণে প্রণাম করি গিয়ে, তাঁরা আমাদিগকে দেখবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েচেন।

সখা। যে আজ্ঞা চলুন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সেনাপতি মহাশয়! আপনি এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে।

সেনা। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

রাজা। চল সখে! আমরা যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, সখা, মন্ত্রী, গোবিনসিংহ; উৎসব গোঁসাই, সেনাপতি, শ্যামরাও, প্রহরী, প্রজাবর্গ ইত্যাদি আসীন।

উং। মহারাজ! এতদিনে আমাদের সকল অভাব মোচন হ'লো, পরিশ্রমেরও সার্থকতা হ'লো। বিবাহ সম্বন্ধে

যে গোলযোগ উপস্থিত হয়েছিলো, মনে করেছিলেম, এত দিনে বুঝি এই বিপুল রাজকুলের রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হ'লেন, ভগবানের অনুকম্পায় সকল দিক্ যে রক্ষা পেয়েছে, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে।

রাজা। প্রভো! সকলই আপনাদিগের প্রসাদাৎ।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ রাজকুলের কি কখন অমঙ্গল হ'তে পারে? রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদাই রাজ-গৃহে বিরাজমানা। এ মহা পুণ্যের রাজসংসার, এতে কি কোন প্রকার বিঘ্ন হ'তে পারে? ধর্ম্মই এর রক্ষাকর্ত্তা। যাহা হউক এ শুভকর্ম্ম যে মহাত্মা গোবিনসিংহের সম্মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'লো, এই মহানন্দের বিষয়।

সেনা। তার আর সন্দেহ কি? মহাত্মা গোবিনসিংহের সম্মুখে এই বিবাহ হওয়াতে কর্ম্মটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'লো।

গোবিন। মহারাজ! আমার চিরদিনই দুঃখে দুঃখে গিয়েছে। বনদেবীকে এতাদৃশ সৎপাত্রে অর্পণ ক'রে সুখী হব, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। বনদেবীর বিবাহের জন্য মন সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিল, মহারাজের অনুগ্রহে, আর আঁপনাদের প্রসাদে, আমার সেই উৎকণ্ঠা দূরীভূত হ'লো। আজ্ আমার আনন্দের আর সীমা নাই। হায় পরমেশ্বর! এমন আনন্দের সময় বনদেবীকে উপযুক্ত

যৌতুক-সহ জামাতার করে অর্পণ করা দূরে থাকুক, শঙ্খ বস্ত্র দিয়েও সম্প্রদান ক'ত্তে পাল্লেম্ না—এই দুঃখ আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকবে।

মন্ত্রী। আপনি আর এতে খেদ ক'র্‌বেন না। এই পরিণয়-ক্রিয়া যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'লো এই পরম আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। (সকলের গাত্রোত্থান) কুমার রাধামাধব সিংহ বনদেবীর পাণি-গ্রহণ করাতে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি তা অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জান্‌ছেন। এই মহাত্মা, যিনি নক্ষত্র-মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান, যাঁর সদ্‌গুণে এই সাম্রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ সকলেই বশীভূত, যাঁর যশঃ-সৌরভে দশদিক্ পরিপূর্ণ, যিনি আমাকে কত শত বার ভীষণ বিপদ্ হ'তে রক্ষা করেচেন, যাঁহার প্রসাদে আমি মনুষ্যত্ব লাভ করেছি, যাঁহার বাহুবলে এই রাজ্য রক্ষা পেয়েছে, যাঁর ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ দিতে পার্‌বো না, চিরকৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, অধুনা যে অপর্ণা রাজ্য আমার সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়েছে, তাহা আমি আমার প্রিয় বন্ধু কুমার রাধামাধব সিংহকে অর্পণ ক'রলেম। হে অপর্ণা রাজ্যের প্রজাবর্গ, অদ্য হ'তে ইনিই তোমাদের রাজা হ'লেন; তোমরা ইঁহাকে অপর্ণা রাজ্যের অধীশ্বর জেনে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর।

সকলের মহা আনন্দের সহিত করতালী।

সখা। রাজকুমার! আমি চিরকালই আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আমি কেবল আপনার সঙ্গে থেকে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেছি, আমার প্রতি আপনার এতাদৃশ দয়া কেবল আপনার অনুগ্রহ প্রকাশ মাত্র; কিন্তু আমার এই বক্তব্য, আপনি আমাকে রাজ্যই দিন, আর রাজাই করুন, আপনার নিকটে থেকে সতত আদেশ প্রতিপালন না ক'ত্তে পেলে, আমার কোন সুখই সুখ ব'লে বোধ হবে না। আমি কোন মতেই আপনাকে ছেড়ে অন্তরে থাক্‌তে পার্‌বো না। (সকলের উপবেশন।)

গোবিন। মহারাজ! কোন্ অপর্ণা রাজ্য?

রাজা। যে রাজ্যের অধীশ্বর রাজা শৈলসুত ছিলেন।

গোবিন। মহারাজ! আর আমার কোন আক্ষেপের কারণ রৈ'ল না, আজ্ আমার কি শুভ দিন, আজ আমি অপহৃত সামগ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হ'লেম। যখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কুমন্ত্রণা-বলে, দুরাত্মা যবনেরা আমাকে রাজ্য-চ্যুত ক'রে বহিষ্কৃত ক'রেছিল, তখন আমার যে পরিমাণে দুঃখ হ'য়েছিল এখন আমার তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক আনন্দ হ'লো। আমার জামাতা আমার সিংহাসনে আরূঢ় হ'লেন, এ অপেক্ষা আর আমার অধিক আনন্দ কি হ'তে পারে?

রাজা। যিনি অকারণে রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, আপনি

কি সেই গোবিন সিংহ? আমায় ক্ষমা কর্বেন, আমি আপনাকে চিন্তে পারি নাই, অদ্য আমার শুভদিন যে আপনার দর্শন পেলেম।

শ্যাম। মহারাজ! অভিবাদন করি, মহারাজ! আপনি রাজধানী পরিত্যাগ করাতে আমরা জীবন্মৃত হয়েছিলেম, এক্ষণে আপনাকে পুনঃ প্রাপ্ত হ'য়ে মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হ'লো। মহারাজ! আমি আপনার দাস সেই শ্যামরাও।

গোবিন। শ্যামরাও! আমি মনে এমন বিশ্বাস করি নাই যে, আবার তোমার দেখা পাব। আমি সেই দুর্ভাগা এত যন্ত্রণা ভোগ ক'রেও বেঁচে আছি। আমি প্রতারিত হ'লে তোমরা সেখানে কি অবস্থায় ছিলে?

শ্যাম। মহারাজ! সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? মহারাজ রাজ্য পরিত্যাগ করার পর, দুরন্ত যবনেরা আমাদিগকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছিল, অধুনা মহারাজের রাজ্য, সাম্রাজ্য-ভুক্ত হওয়ায়, রাজাধিরাজ মহারাজ কন্দর্পেশ্বর সিংহ দয়া ক'রে অধীনকে তত্রত্য সচিবের পদ প্রদান ক'রে প্রতিপালন ক'চ্চেন।

গোবিন। সেনাপতি যোগেন্দ্র সিংহ, কোষাধ্যক্ষ রাখাল রায়, আর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এখ কি অবস্থায় আছে?

শ্যাম। মহারাজ! আমরা সকলেই মহা-রাজাধিরাজের অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় স্বীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছি।

গোবিন। শ্যামরাও! আমি যেমন দুঃখের সাগরে পতিত হয়েছিলেম, তেমনি আবার তোমার কথা শুনে আহ্লাদ-সাগরে ভাস্‌ছি, প্রজারা সকলে ভাল আছে তো?

শ্যাম। সকলেই মহারাজের জন্য নিতান্ত কাতর অবস্থায় প্রাণধারণ ক'চ্চে। এক্ষণে মহারাজকে দেখে আমাদের সকল দুঃখ মোচন হ'লো।

রাজা। সভাসদ্‌গণ! মহারাজ গোবিন সিংহ! আপনাদের অভিমতি হ'লে অদ্যই আমি স্বহস্তে আমার প্রিয়বন্ধু রাধামাধব সিংহের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করি।

মন্ত্রী। মহারাজের যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ তদ্রূপ কথাই বলেছেন।

উৎ। মহারাজ! বিবাহ কার্য্য যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছে, অভিষেকটি সেই প্রকার হ'লেই ভাল হয়।

রাজ। কি হ'লে ভাল হয় বলুন,

উৎ। মহারাজ! শাস্ত্রানুযায়ী বিধান মতে রাজ্যাভিষেক-কালীন সস্ত্রীক সিংহাসনে আরূঢ় হওয়া উচিত।

রাজা। এ ভাল কথাই ব'লেচেন।

গোবিন। আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনারা উভয়ে

সস্ত্রীক সিংহাসনে বসুন, আমি নয়ন ভ'রে দেখে জীবন্ সার্থক করি।

মন্ত্রী। এ অপেক্ষা আর আমাদের আহ্লাদের বিষয় কি আছে? মহারাজ! আমাদের সকলেরই অভিপ্রায় আপনারা সস্ত্রীক সিংহাসনে বসুন, দেখে নয়ন তৃপ্ত হউক।

সেনা। এ উত্তম প্রস্তাব হয়েছে।

রাজা। আপনাদের সকলের যখন অভিপ্রায় তখন আমার কোন আপত্তি নাই।

সেনা। মন্ত্রী মহাশয়! তবে শীঘ্র উদ্যোগ করুন।

মন্ত্রী। অনুমতি হ'লে আমি উদ্যোগ ক'রে নিয়ে আস্‌ছি।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! তবে আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, আমি এখনি নিয়ে আস্‌চি (গমনোদ্যত)।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! রাজমুকুট যেন আনা হয়।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

গোবিন। মহারাজ! আপনার যশঃকীর্ত্তি জগতে চিরকাল বিরাজমান থাকুক, এতাদৃশ বদান্যতা ও দয়া একালে কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। না হবে কেন, আপনি স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ আশুতোষ সিংহের বংশধর, আপনার এমন

লতা ও এবম্বিধ সদ্‌গুণ না থাক্‌লেই বা আর কোথায় ছুবে?

রাজা। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে যে যা বলুন, আমি মার বন্ধুর প্রকৃত সম্মান ক'ত্তে পাল্লেম না। আমাকে ঋণে আবদ্ধ থাক্‌তে হবে।

(মন্ত্রীর মুকুট হস্তে প্রবেশ, পশ্চাতে পুষ্প, অনঙ্গ-রঙ্গিণী, বনদেবী, সোহাগ, এবং সহচরীগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (অনঙ্গ-রঙ্গিণীর প্রতি) মা! আপনি এই সিংহাসনে বসুন। (বনদেবীর প্রতি) মা! আপনি এই সিংহাসনে বসুন,

(রাজার বামে অনঙ্গ রঙ্গিণী সিংহাসনে উপবিষ্টা ও সখার বামে বনদেবী সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা।)

গোবিন। শারদ কৌমুদি যথা, রজত কিরণে
হাসায় স্বভাবে, যবে ঘোর তমোময়ী
নিশিথিনী নিশাচরী গ্রাস করে তায়;
তেমতি হৃদয় মম, তিমির আবৃত,
হাসিছে আনন্দে আজি, করি দরশন
কনক আসন মাঝে কন্যা জামাতায়!
বনদেবী বন লতা তমাল বিলাসী—
আশার অধিক ফল—মিলাইল বিধি।
যে রবির করে, সেই শরতের শশী
নয়ন রঞ্জন, যেন কভু মেঘাবৃত
নাহি হয়, জগদীশ! এ মম মিনতি।

(মন্ত্রী মুকুট হস্তে রাজার সমীপে দণ্ডায়মান ও রাজা মুকুট লইয়া সখার মস্তকে প্রদান)।

মন্ত্রী। (অনঙ্গ রঙ্গিণীর প্রতি) মা! আপনি এই মুকুট মহিষীকে পরিয়ে দিন।

(অনঙ্গ-রঙ্গিণীর মুকুট লইয়া বনদেবীর মস্তকে প্রদান।)

উৎসব। উঠিল অমৃত যবে সাগর মন্থনে,
হেরি পুলকিত চিত যত দেবগণে।
তেমতি আনন্দে আজি ভাসে পুরবাসী,
যুগল মিলনে উঠে অমৃতের রাশি।
প্রণয় লহরে নাচে আনন্দের সিন্ধু,
অসার-সংসারে সার এ প্রকৃত-বন্ধু।

সকলে।

গীত।

সিন্ধু——আড়াঠেকা।

আহা মরি! রূপান্তরে প্রেম, সম-সুখকর,
আধার অন্তর হের, প্রেম নহে ভাবান্তর।
এক নালে জ্ঞান হয়, ফুটিল কমল দ্বয়,
সম পরিমলময়, জগজ্জন মনোহর।
সখ্যতা-প্রেমবন্ধন, দাম্পত্য সুখ মিলন,
হেরি যুড়াল নয়ন, আনন্দে ভাসে অন্তর।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।